ভিষক্‌কুল-পঙ্কজ-সবিতা

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার এম্‌ ডি

হৃদয়সন্নিহিতেষু

সহোদরপ্রতিম মহেন্দ্র,

কতিপয় দিবস অতীত হইল আমি এক দিন উষার সমীরণ সেবন করিতে করিতে তোমার ভবনে উপনীত হইয়াছিলাম। দেখিলাম তুমি চেয়ারে উপবিষ্ট, তোমাকে বেষ্টন করিয়া অনেকগুলি লোক—বাঙ্গালি, হিন্দুস্থানী, উৎকল, সাহেব, বিবি—দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তুমি তাহাদিগের পীড়া নির্ণয় করিয়া ঔষধ বিতরণ করিতেছ। আমি কতক্ষণ এক পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম, জনতানিবন্ধন তুমি আমাকে দেখিতে পাইলে না। এই দৃশ্যটী অতীব মনোহর! ইচ্ছা হইল আলেখ্যে লিখিয়া জনসমাজে প্রদর্শন করাই। অধ্যয়নকালাবধি তুমি আমার পরমবন্ধু; সেই সময় হইতে তোমাতে নানারূপ মহত্ত্বের চিহ্ন দর্শন করিয়াছি; সত্যের অনুরোধে বিপুলবিভব-প্রদ এলোপাথি একপ্রকার বিসর্জ্জন দিয়া হোমিওপাথি অবলম্বন অসাধারণ মহত্ত্বের কর্ম্ম; কিন্তু প্রিয়দর্শন, উল্লিখিত প্রিয় দর্শনটী মহত্ত্বের পরা কাষ্ঠা। তোমার মহত্ত্বের এবং অকৃত্রিম প্রণয়ের অনুরাগ-স্বরূপ আমার সুরধুনী কাব্য তোমাকে অর্পণ করিয়া যার-পর-নাই পরিতৃপ্ত হইলাম।

অভিন্নহৃদয়

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

সুরধুনী

কাব্য।

প্রথম ভাগ।

—০—

প্রথম সর্গ।

কবিতা-কুসুম-মালা-শোভিতা ভারতি,
দীনে দয়া বীণাপাণি, কর ভগবতি,
বিবরণ বল বাণি, শুনিতে বাসনা,
কেমনে গমন করিয়াছে ভবায়না ;
শুনিতে শুনিতে ভগীরথ-শঙ্খধ্বনি,
সে কালে সাগরে যায় ভীষ্মের জননী ;
এখন বাজায়ে বীণা তুমি এক বার
শৈল হতে গঙ্গা লয়ে যাও পারাবার।

হিমালয় মহীধর, ভীম-কলেবর,
ব্যাপিয়াছে সমুদয় ভারত-উত্তর ;

তুষারমণ্ডিত শ্বেত শিখরনিকর
ভেদিয়াছে উচ্চ হয়ে অম্বুদ-অম্বর ;—
ধবল ধবলগিরি, উচ্চ অতিশয়,
করিতেছে সুধাপান চন্দ্রমা-আলয় ;
উজ্জ্বল কাঞ্চনশৃঙ্গ-শৃঙ্গ উচ্চতর
পরশন করিয়াছে শুক্র গ্রহবর ;
শীত-খ্যাত দেবধাম শৃঙ্গ শ্রেষ্ঠতম,
ধরিয়াছে তাপ-আশে অরুণ অগম।
নদ নদী হ্রদ উৎস সলিল-প্রপাত
শোভা করে শৈলবরে সব শৈলজাত,
পৃথিবী-পিপাসা-নাশা জলচ্ছত্র জ্ঞান,
অকাতরে গিরিবর করে নীর দান ;
অবনীর নীর-প্রয়োজন অনুসারে,
ভূরি ভূরি বারি ভরা ভূধর-ভাণ্ডারে ;—
ভাণ্ডারের কিয়দংশ পোরা স্বচ্ছ জলে,
কিয়দংশ বিজাতীয় বরফের দলে,
কিয়দংশ পরিপূর্ণ সজল জলদে,
সকলি সঞ্চিত দিতে জল জনপদে।

এই মহাহিমালয়-হৃদয়-কন্দর
জাহ্নবীর জন্মভূমি জনে অগোচর।
শিশুকাল হয় গত পিতার ভবনে,
যুবতী হইলে সতী, পতি পড়ে মনে।

জীবন-যৌবনে গঙ্গা কালে সুশোভিল,
বিষম বিরহব্যথা হৃদয়ে বিঁধিল।
একদা বিরলে বসি জাহ্নবী কাতরা—
বাম করে গণ্ড, বামেতরে ধরা ধরা,
বিমুক্ত কুন্তলদল, সজল নয়ন,
হতাদরে নিপতিত সিন্দূর চন্দন,
বিকম্পিত দন্তবাস, লুণ্ঠিত অঞ্চল,—
কাঁদিছে বিষণ্ণ-মনে, নিতান্ত চঞ্চল ;
হেন কালে পদ্মা আসি হাসি হাসি কয়,
"এ কি ভাব, মরে যাই, আজ্‌কে উদয় !
কিসে এত উচাটন, কে হরিল মন,
কার জন্যে ঝুরিতেছে নবীন নয়ন,
মাতা খাস্, মরামুখ দেখিস্ সজনি,
সত্য বল কিসে তুমি বিরসবদনী,
কেন চুল বাঁধ নাই, পর নি ভূষণ,
কিশোর বয়সে কেন বেশে অযতন,
অবাক্ হয়েচি হেরে লেগেচে চমক,
কাঁচা বাঁশে ঘুণ সই, কোরকে কীটক ?"

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি ঈষৎ হাসিয়ে—
উদয়-আতপ যেন নীরদ মাখিয়ে—
বলিলেন ভাগীরথী, "শুন পদ্মা সই,
বেশভূষা অভাগীরে সাজে আর কই,

বৃথাই জীবন মম, বৃথাই যৌবন,—
বনে ফুটে বনফুল বনে নিপতন ;
দেশান্তরে রহিলেন পতি পারাবার,
দেখা তাঁর দূরে থাক্, নাহি সমাচার ;
আমি অতি মন্দমতি কঠিন-অন্তর,
তুষারসংঘাতশিলা মম কলেবর,
তাই সখি, এত দিন ভুলে আছি কান্ত,
সতীর সর্ব্বস্ব নিধি, দুর্লভ নিতান্ত ;
তুমি মম প্রাণসখী বিশ্বাসের স্থল,
বিকশিত তব কাছে হৃদয়-কমল,
শুনিলে যাতনা, কর রক্ষার উপায়,
বিনা প্রাণপতি প্রাণ যায় যায় যায়,
পতিহারা সতী সই, জীবিত কি রয় ?
অনিল-অভাবে দীপ নির্ব্বাপিত হয়।"

নীরবিলা সুরধুনী। পদ্মা হাসি কয়,
পেলেম প্রাণের সখি, ভাল পরিচয় ;
কেমন পড়েচে কাল, লাজে যাই মরে,
কচি মেয়ে কাঁদে মাগো ! পতি পতি করে,
আমরাও এককালে ছিলেম যুবতী,
করি নাই কখন ত 'হা পতি যো পতি' ;
টল টল করে জল বিশাল নয়নে,
সাগর-সম্ভব বুঝি হবে বরিষণে,

কাঁদ্ কাঁদ্ কাঁদ্ সখি, কাঁদ্ মন দিয়ে,
বিচ্ছেদ-অনল যাবে এখনি নিবিয়ে।”

ধরিয়ে পদ্মার করে গঙ্গা হাসি কয়,
“তোর কি কৌতুক সখি, সকল সময়!
রঙ্গ-ভঙ্গ দে লো পদ্মা, করি লো বিনতি,
জীবন-নিধন ধনি, বিনা প্রাণপতি।
পারাবারে যাব আমি করিয়াছি পণ,
কার সাধ্য মম গতি করে নিবারণ?
বিরহিণী পাগলিনী, ব্যাকুল-হৃদয়,
পতি-দরশনে যেতে নাহি লাজভয়,
পবিত্র স্বামীর নামে নাহি দূরাদূর,
কোমল মালতী বর্ত্ম দুর্গম বন্ধুর;
স্নেহভরা সহচরী তুই লো আমার,
কেনা রব চিরদিন, কর উপকার।”

জাহ্নবীরে ধীরে ধীরে পদ্মা প্রবাহিনী
বলিল মধুর-স্বরে ভাষা বিমোহিনী,
“কেঁদো না কেঁদো না ধনি, সুরধুনি সই,
ব্যাকুলা হেরিলে তোরে, দিশে-হারা হই,
প্রচণ্ড-প্রবাহ-ভরে পয়োধি-আলয়ে
আনন্দে আদরে তোরে আমি যাব লয়ে,
পাবে পতি পারাবার পতিতপাবনি,
পূজিবে যুগলরূপ আনন্দে অবনী,

হেরিবে পতির মুখ, জুড়াইবে প্রাণ,
উথলিবে সুখসিন্ধু সিন্ধু-সন্নিধান ;
কিছুদিন ধৈর্য্য ধরে থাক লো সুন্দরি,
সাগর-গমন-যোগ্য আয়োজন করি ;
পরাধীনী সীমন্তিনী হয় চিরদিন,—
শৈশবে অবলা বালা পিতার অধীন,
যৌবনে যুবতী-গতি পতি-অনুমতি,
স্থবিরে তনয়-করে নিপতিতা সতী ;
অতএব অম্বু-অঙ্গি, বিবেচনা হয়,
হিমালয়ে সমুদয় দিই পরিচয়,
অনুমতি লয়ে তাঁর উভয়ে মিলিয়ে,
চপল-চরণে যাব সাগরে চলিয়ে।"

এত বলি চলে গেল পদ্মা উন্মাদিনী,
যথায় মেনকা রাণী বসে একাকিনী,
"নিবেদন" বলে পদ্মা, "শুন গো আমার,
তোমার গঙ্গায় আর ঘরে রাখা ভার,
যৌবনে ভরেচে অঙ্গ, পতি নাই কাছে,
বড় যাই ভাল মেয়ে আজো ঘরে আছে ;
হিমালয়ে জিজ্ঞাসিয়ে দেহ অনুমতি,
পতি-কাছে লয়ে যাই জাহ্নবী যুবতী ;
ঘরেতে রাখিলে গঙ্গা ঘটিবে জঞ্জাল,
কোন্ মায়ে মেয়ে ঘরে রাখে চিরকাল ?"

প্রস্থান করিল পদ্মা বলিয়ে সংবাদ,
নীরবে মেনকা রাণী ভাবেন প্রমাদ ;
হেন কালে হিমালয় গিরি-কুলেশ্বর
হাসি হাসি তথা আসি, চুম্বিয়ে অধর,
জিজ্ঞাসিল পরিচয় মধুর-বচনে,
"কেন প্রিয়ে, হাসি নাই তব চন্দ্রাননে,
কি বিষাদ হৃদি-পদ্ম, হৃদি-অধিকারী,
আমি ত অর্দ্ধাঙ্গ কান্তে, অংশ পেতে পারি ?"
মেনকা কহিল কথা বিস্ময়-হৃদয়ে,
"কি আর বলিব নাথ, মরিতেছি ভয়ে,
ঘরেতে যুবতী মেয়ে, কত জ্বালা মার,
কোথায় জামাতা তাঁর নাহি সমাচার,
পতি-ছাড়া মেয়ে রাখা মানা কলিকালে,
কেমনে জীবিতনাথ, ভাত উঠে গালে !
অবলা সরলা আমি ভাবিয়ে আকুল,
কলঙ্কে পঙ্কিল হতে পারে জাতি কুল ;
দাসীর বিনতি পতি, কাতর-অন্তরে,
জাহ্নবীরে পারাবারে পাঠাও সত্বরে।"

হিমালয় মহাশয়, স্বভাব-গম্ভীর,
বলে, "প্রিয়ে, বৃথা ভয়ে হয়েচ অধীর,
অমূলক ভাবনায় ব্যাকুল হৃদয়,
কেন কন্যা করিবেন অধর্ম্ম আশ্রয় ?

শিক্ষিতা সুশীলা বালা তনয়া-রতন,
পতিব্রতা সতী সাধ্বী, সদা ধর্ম্মে মন,
পিতামাতা-পাদপদ্ম ভক্তি-সহকারে
করে পূজা দিবানিশি, বসি অনাহারে;
হিতৈষী দুহিতা মনে জানে বিলক্ষণ,
কলঙ্কে পঙ্কিল যদি হয় আচরণ,
বুক ফেটে মরে যাবে জনক জননী;
এমন অঙ্গজা কভু, আনন্দ-আননি,
করিবেন হেন হীন কর্ম্ম ভয়ঙ্কর,
যাতে দগ্ধ হবে পিতামাতার অন্তর?
কলুষিত হবে যাতে ধর্ম্ম সনাতন?
দূরীভূত কর প্রিয়ে, চিন্তা অকারণ;
পাঠান বিহিত বটে কন্যা পারাবারে,
আয়োজন কর তার বিবিধ প্রকারে,
যে দিন হয়েচে মেয়ে, জানি সেই দিন
পর ঘরে যাবে মাতা, হব সুখহীন।"

অতঃপর চারি দিকে হইল ঘোষণ,
করিবে জাহ্নবী দেবী সাগরে গমন।
সজল-নয়নে রাণী মেনকা তখন
সাজাইল জাহ্নবীরে মনের মতন,—
শৈবাল-চিকুরে বেণী বিনাইয়া দিল,
কমল-কোরক-মালা গলে পরাইল,

সুগোল মৃণাল করে শোভিল বলয়,
কটিতে মরাল-মালা-মেখলা-উদয়,
প্রবাহ-পাটের সাড়ী আচ্ছাদিল অঙ্গ,
খচিত কুসুম তাহে শোভিল তরঙ্গ।

সজ্জা হেরি পদ্মা হাসি কৌতুকেতে কয়,
"যে দুরন্ত মেয়ে গঙ্গা অস্থির-হৃদয়,
তোলপাড় করে যাবে সহ সঙ্গিগণ,
ছিড়ে খুঁড়ে ফেলাইবে অর্দ্ধেক ভূষণ।"

স্নেহভরে গিরিরাণী, চুম্বিয়ে বদন,
বলিল গঙ্গার প্রতি মধুর বচন,
"প্রাণ যে কেমন করে, করি কি উপায়,
এত দিন পরে মা গো, ছেড়ে যাস্ মায় ?
শূন্য ঘর হল মম, ফুরাইল সুখ,
কারে কোলে লব মা গো, চুম্বে চন্দ্রমুখ ;
দু বেলা মা বলে মা গো, কে ডাকিবে আর,
ভাল মাচ্ ঘন দুদ মুখে দেব কার ?
চির দিন সুখে থাক স্বামীর সদনে,
হাতের ন ক্ষয় যাক্, পাল দশ জনে,
রাজরাণী হও মাতা, স্বামীর আগারে,
জামাই সোণার চক্ষে দেখুক তোমারে,
সুপুত্র প্রসবি কেতু দেহ স্বামি-কুলে,
অক্ষয় সিন্দূর মাতা, পর পাকা চুলে।

রহিল জননী তোর বিষণ্ণ-হৃদয়ে,
মা বলে মা, মনে করো সময়ে সময়ে।”

বেশ ভূষা করি গঙ্গা সজল-নয়নে
প্রণাম করিল আসি ভূধর-চরণে ;
অপত্য-স্নেহের ভরে গলিয়ে ভূধর
নিপাতিত অশ্রুবারি করিল বিস্তর ;
জাহ্নবীর মুখ পানে চেয়ে হিমালয়
বলিলেন সকরুণ বচননিচয়,
“স্নেহময়ি মা জননি জাহ্নবি সুশীলে,
অন্ধকার করি পুরী নিতান্ত চলিলে !
সম্বরিতে নারি মা গো, অন্তর-রোদন,
রহিবে কি দেহে প্রাণ বিনা দরশন ?
কে বেড়াবে আলো করি শিখর-ভবন ?
কে চাহিবে নিত্য নিত্য নূতন ভূষণ ?
পালায় পাগল প্রাণ দিতে মা, বিদায়,
আর কি দেখিতে মা গো, পাইব তোমায় ?
প্রমদা-পরম-গুরু পতি মহাজন,
সেবিবে তাঁহার পদ করি প্রাণ পণ,
যা ভালবাসেন স্বামী, জানিয়ে যতনে,
সম্পাদন করিবে তা সদা প্রাণপণে,
কখন স্বামীর আজ্ঞা করো না লঙ্ঘন ;
পতির অবাধ্য ভার্য্যা বিষ-দরশন।

যদি পতি করে মাতা, কুপথে গমন,
বলো না সরোষে যেন অপ্রিয় বচন,
বিপরীত হয় তায়, ঘটে অমঙ্গল,
দিন দিন দম্পতীর প্রণয় সরল
কৃষ্ণপক্ষ-ক্ষপাকর-কলেবর-প্রায়
ক্ষয় পেয়ে একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় ;
করিবারে পতি-কদাচার নিবারণ,
ধর পন্থা—স্নেহ, ভক্তি, সুধা-আলাপন,
কান্তের চরিত্র-কথা জেনেও জেনো না,
বিমল প্রণয় সহ করো আরাধনা,
তার পরে সুকৌশলে সময় বুঝিয়ে,
অতিসমাদরে কর করেতে করিয়ে
মিষ্ট-ভাষে মন্দ রীতি কর আন্দোলন,
অনুতাপে পরিপূর্ণ হবে স্বামি-মন,
সলাজে করিবে ত্যাগ কুরীতি অমনি ;—
পতিকে সুমতি দিতে ঔষধ রমণী।

শ্বশুর শ্বাশুড়ী অতি ভকতি-ভাজন,
তনয়ার স্নেহে দোঁহে করিবে যতন ;

ভাশুরে করিবে ভক্তি সরল-অন্তরে ;
কনিষ্ঠ-সোদর-সম দেখিবে দেবরে ;

যা-গণে বাসিবে ভাল ভগিনীর ভাবে,
স্বীয় ক্ষতি সহ্য করে কলহ এড়াবে।

পতির বয়স্য বন্ধু, আদরের ধন,
ভাসিবে আনন্দ-নীরে পেলে দরশন,
যদি কান্ত গৃহে নাই এমন সময়
পতির প্রাণের বন্ধু উপস্থিত হয়,
আতিথ্য করিবে স্নেহে সোদর-আদরে,
কত সুখী হবে স্বামী ফিরে এলে ঘরে।
সুশীলতা, মিষ্টভাষা, সতীত্ব, সরম,
অঙ্গনার অলঙ্কার অতিমনোরম,
ভূষিত করিবে বপু এই অলঙ্কারে,
আনন্দে রহিবে, পাবে সুখ্যাতি সংসারে।

বেলা যায়, বিলম্বের নাহি প্রয়োজন,
স্মরিয়ে পরম ব্রহ্মে কর মা, গমন ;
প্রিয়সখী সহচর আছে তব যত
তোমার সেবায় তারা রবে অবিরত,
তাহাদের সঙ্গে লয়ে করিয়ে যতন,
অতিক্রম কর গঙ্গা, গোমুখী-তোরণ ;
প্রেরিব পশ্চাতে দাস দাসী অগণন,
পথেতে তাদের সনে হইবে মিলন।"

অশ্রুনীরে ভাসি গঙ্গা সুমধুর-স্বরে
কহিল সরল বাণী, সম্বোধি ভূধরে,
"বিদরে হৃদয় পিতা, মরি ভাবনায়,
কোথায় গমন করি ছাড়ি বাপ মায়!

সকাতরে চলিলাম চরণ ছাড়িয়ে
ভাসায়ে দাসীরে নীরে থেকো না ভুলিয়ে,
পথ চেয়ে হব রত দিন-গণনায়,
যত শীঘ্র পার পিতা, এনো গো আমায়,
বিলম্বিত-স্নেহ-রজ্জু-সম সর্ব্বক্ষণ
সংমিলিত তব পাদে রহিল জীবন।"

জননীর গলা ধরি জাহ্নবী কাতরে
কাঁদিলেন কতক্ষণ ব্যাকুল-অন্তরে,
"মা আমারে মনে করো," বলিল নন্দিনী,
না হেরে তোমারে আমি হব পাগলিনী,
কোথা যাই, কি করিয়ে থাকিব তথায়,
"বাবারে বলো মা, মোরে আনিতে ত্বরায়।"

কাঁদিতে কাঁদিতে রাণী মেনকা তখন,
সরায়ে অলক অশ্রু করে নিবারণ,
বলে, "মা কেঁদো না আর, কেঁদো না কেঁদো না,
সহিতে পারি নে আর হৃদয়-বেদনা,
সেই ঘর সেই দোর কর চির দিন,
কেঁদো না কেঁদো না, মুখ হয়েচে মলিন,
কোল শূন্য হল, শূন্য হইল ভবন,
মৈনাকের শোক আজ্ বাজিল নূতন—"
অতঃপর পদধূলি করি রাণী করে
জাহ্নবীর শিরে দিল অতিসমাদরে।

প্রণমি জননী-পদে জাহ্নবী যুবতী
চড়িল প্রপাত-রথ মনোরথ-গতি।
মনোহর ভয়ঙ্কর গোমুখী-তোরণ,
অযুত-জীমূত-শব্দে প্রপাত-পতন,
এই দ্বার দিয়া গঙ্গা হলেন বাহির,
বেগবতী স্রোতস্বতী, কম্পিত-শরীর।

তুষারমণ্ডিত এক প্রকাণ্ড দেয়াল,
শৈলকুলেশ্বর-সৌধ-প্রাচীর বিশাল,
করিতেছে ধপ্ ধপ্, ভীম-দরশন,
অনুমান শশাঙ্ক-শেখর বিভীষণ ;
শির হতে শত শত, শুভ্র অতিশয়,
নামিয়াছে তুষার-শলাকা আভাময়,
তুষার-শলাকাপুঞ্জ তুষার-প্রাচীরে
শোভে যেন শুভ্র জটা ধূর্জ্জটির শিরে।
সেই শলাকার মাঝে গোমুখী বিরাজে,
শিবের জটায় গঙ্গা বলি কাজে কাজে।

—০—

দ্বিতীয় সর্গ।

প্রস্তর-আকীর্ণ বর্ত্ম মহাভয়ঙ্কর,
উন্মাদিনী কল্লোলিনী নির্ভয়-অন্তর,
দমিয়ে দুরন্ত শিলা দুর্জ্জয়-গমনে
অবাধে চলিল গঙ্গা গম্ভীর-গর্জ্জনে।
অভিমান-অন্ধকারে হিতাহিত জ্ঞান
অন্ধ হয়, হিতাহিত করিতে সন্ধান,
অসাধ্য সাধিতে মতি সেই হেতু যায়,
সহসা শাসিত হয়ে যোগ্য ফল পায়,
অবিলম্বে অনুতাপ হৃদয়ে উদয়,
কাতর-অন্তরে করে তখন বিনয় ;—
রোধিতে গঙ্গার গতি প্রস্তরনিকর
অহঙ্কারে উচ্চ-শিরে হয় অগ্রসর,
পরাজিত এবে সবে অনুতপ্ত-মন,
ভাবনা—কেমনে হবে পাপ-বিমোচন,
বিনাশিতে পাপ তারা, নিতান্ত বিনীত,
কলুষ-নাশিনী-নীরে হল নিপতিত।
নানাবিধ শিলাপুঞ্জ, পোতা পৃথ্বীতলে,
বিরাজিত জাহ্নবীর নিরমল জলে।
হেরি জলে শিলাদলে কুঞ্জরের কুল
চমকে দাঁড়ায় কূলে, বিষাদে ব্যাকুল,

বিরস-বদনে মনে ভাবে এ কি দায়,
এ বারণে কে বা রণে পাঠালে হেথায়।
করিরূপ শিলাপুঞ্জ স্রোতে বাধা দিল,
কুঞ্জর-প্রসঙ্গ তাই পুরাণে হইল।

কোথাও প্রস্তরযুগ জাহ্নবীর জলে
দাঁড়াইয়ে স্তম্ভাকারে, বলী মহাবলে ;
তার মধ্য দিয়ে স্রোত অতিবেগে ধায়,
কল কল করে জল পাথরের গায়।

সলিলে হেরিয়ে কোথা মন বিমোহিত,
শিলায় শিলায় মিলি দ্বীপ সঙ্কলিত,
ভাসিছে হাসিছে দ্বীপ জাহ্নবী-জীবনে,
বিপিন-বিটপী তায় নাচিছে পবনে।

কোথাও স্বভাব, সুখে বসিয়ে নির্জ্জনে,
ক্ষোদিয়ে সুন্দর শিলা নিপুণ যতনে,
নির্ম্মিয়াছে তটযুগ তটিনীর তল,
স্বভাবের গজগিরি আরাধ্য-কৌশল।

কোথাও বিরাজে বালি সোণার বরণ,
মাঝে মাঝে শিলাখণ্ড সুখ-দরশন,
সুনয়নী কুরঙ্গিণী ভ্রমিছে তথায়,
সচকিত লোচনেতে থেকে থেকে চায়,
শার্দূলের পদচিহ্ন বালির উপর,
চপল নয়ন তাই, অধীর অন্তর।

চলিতে চলিতে গঙ্গা অতিবেগভরে
বিষ্ণুপ্রয়াগেতে আসি পৌছিল সত্বরে ;
আনন্দে অলকনন্দা মন্দাকিনী সতী,
পালিতে যথায় হিমালয়-অনুমতি,
সহচরী-রূপে আসি দিল দরশন ;
জাহ্নবী করিল দুয়ে সুখে আলিঙ্গন।
তিন বেণী এক ঠাঁই অতিমনোহর,
যার যোগে হল বিষ্ণুপ্রয়াগ সুন্দর।

বিষ্ণুপ্রয়াগের পর পতিতপাবনী
শ্রীনগরে উপনীত, করি মহাধ্বনি ;—
এই স্থানে বড় ধুম মেলার সময়,
কত লোক আসে তার সংখ্যা নাহি হয়,
রাশি রাশি দ্রব্য দেখ বিক্রয়ের তরে,
বসন বাসন বাজী ধরে না নগরে,
এক দিন দুই দিন তিন দিন যায়,
কোন দ্রব্য আঁখি আর দেখিতে না পায়।
পরিহরি শ্রীনগর পাষাণ-নন্দিনী
উপনীত হরিদ্বারে, তরিতে মেদিনী।

বহুকাল ব্যাপে আছে ভারতে বিচার,
ধরায় স্বর্গের দ্বার তীর্থ হরিদ্বার।
'হরিদ্বার' নামে ঘাট হরের সোপান,
পুণ্যের সঞ্চয় হয় এই ঘাটে স্নান।

'কুশাবর্ত্ত' ঘাটে বসি যত যাত্রিগণ
কুশহস্তে ভক্তিভাবে করিছে তর্পণ।

বড় বড় রুই মাচ হাজার হাজার,
হরিদ্বারে কুশাবর্ত্তে দিতেছে সাঁতার,
কেহ মালসাট মারি কাঁপায় জীবন,
ধীরে ধীরে তীরে কেহ করে আগমন,
তালে তালে গঙ্গাজলে কেহ খাবি খায়,
নাচিতে নাচিতে কেহ তলে চলে যায়।

কৌতুকে কামিনী এক—কাণে নীল দুল,
কষিত-কাঞ্চন-কান্তি কিবা চাঁপাকুল,
পিঠে দোলে একা বেণী, গলে মতিমালা,
বিরাজিত মণিবন্ধে মণিময় বালা,—
আহ্লাদে দোলায়ে অঙ্গ সহাস-বদনে,
শিলার সোপানে বসি ডাকে মীনগণে,
"এস এস সোণামণি জাদু রে আমার,
চাল চানা চিড়ে মুড়ী এনেচি খাবার।"

শুনিলে রমণীরব সেনা নত হয়,
অনক্ষর অন্তরেতে জ্ঞানের উদয়,
পাগল না বলে আর আবোল তাবোল,
মাতাল মরমে মরে ছাড়ে গণ্ডগোল ;
কোথায় জলের মাচ ! ধাইয়ে আইল
বামাকরস্থিত খাদ্য খাইতে লাগিল।

ঘাটযুগে মীনচয় অভয়ে বিহরে,
দেবতার প্রিয় বলি কেহ নাহি ধরে,
কোথাও না যায় তারা প্রবাহের সনে ;
পীড়ন ব্যতীত কেহ ছাড়ে কি ভবনে ?

'নীলধারা' নামে ঘাট নির্ম্মিত শিলায়,
নীলরূপ সুরধুনী-সলিল তথায়।
পবিত্র বিশাল 'বিল্বপর্ব্বত' সোপান
বেলভক্ত ভোলা 'বিল্বকেশরের' স্থান ;
অখণ্ড বেলের মালা ভবের দুর্ল্লভ,
বম্ বম্ ব্যোমকেশ বগলাবল্লভ।

হরিদ্বার হতে খাল গেছে কাণপুর,
উন্নতি বিজ্ঞানশাস্ত্র পেয়েচে প্রচুর ঃ
কট্‌লি যখন কাটে এই মহাখাল,
হরিদ্বার-পাণ্ডাগণ, করি বড় গাল,
বলেছিল "বৃথা হবে আয়াস যতন,
কাটা খালে গঙ্গা দেবী যাবে না কখন।"
বিজ্ঞানে নির্ভর করি কট্‌লি কহিল
'শুনিয়ে শঙ্খের ধ্বনি গঙ্গা গিয়াছিল,
চাবুকের জোরে আমি লয়ে যাব খালে,
খাটে না পাণ্ডার আর ভণ্ডামি এ কালে।"
লোকাতীত কাণ্ড এই খাল মনোহর !
কোথাও হয়েচে স্থিত নদীর উপর,

যাই যাই জলে পশি জুড়াই জীবন,
কুমুদিনী-কাছে জানি কেন কাঁদে মন।”
অবগাহনেতে দেহ দহে আহুতির,
ধীরে ধীরে তীরে উঠি দ্বিগুণ অধীর,
মনোভাব পরাভব করিতে মহিলা
নাগকেশরের মালা গাঁথিতে বসিলা,
সঙ্কলিত হল মালা পরিমলময়,
সহসা নবীন ভাব হৃদয়ে উদয়,
আদরে অবলা মালা গলে দোলাইল,
ঈষৎ হাসিয়ে বালা আবাসে পশিল॥

অনূপ প্রভাত-কার্য্য করি সম্পাদন
পূজায় বসিল যেন প্রভাত-তপন,
পূত-মনে দেবতায় করিল অর্পণ
বিল্বদল দূর্ব্বাদল কুসুম চন্দন;
পুষ্পাধারে পুষ্প শেষ যেমনি হইল,
নাগকেশরের মালা প্রভা প্রকাশিল,
চমকি নবীন ঋষি চাহিল বিস্ময়ে,
বিকম্পিত কলেবর হোমানল-ভয়ে,
সাদরে চুম্বিল মালা ভরিয়ে হৃদয়,
ফুলে ফুলে আহুতির বদন উদয়।

দিবা অবসান, রবি ডুবিল ডুবিল,
সোণার আতপে ধরা হাসিতে লাগিল,

শীতল পবন বয় পরিমলময়,
দোলে লতা কচিপাতা কুসুম-নিচয়,
নবীন তমালে কাল কোকিল কুহরে,
নাচিছে ময়ূর, মুখ ময়ূরী-অধরে,
সুরধুনী-নীরে নাচে কনক-লহরী,
নীরবে তুলিয়ে পাল্ চলে যায় তরি।
আলবালে দিতে জল সজল-নয়নে
চলিল আহুতি কূলে মরাল-গমনে,
ভাবে মনে "এত দিনে ঘটিল কি দায়,
নাগকেশরের মালা মজালে আমায়।"
উপকূলে উপনীত, আহুতি অবাক—
সুযোগ সুভোগ কিবা বিধির বিপাক!
বসিয়ে অনূপ কূলে, মন উচাটন,
নাগকেশরের মালা গলে সুশোভন।

চমকি নবীন ঋষি উঠে দাঁড়াইল,
নীরবে আহুতি-পানে চাহিয়ে রহিল;
উভয়ে বচন-হীন, অঙ্গ অচেতন,
রসনার প্রতিনিধি হইল নয়ন।
চেতন পাইয়ে পরে অনূপ সাদরে,
বলিল আহুতি প্রতি, ধরি বাম করে,
"উচ্চ উপকূল, পথ হয়েছে পিছল,
উপরে আহুতি থাক আমি আনি জল।"

নাবিল তাপসবর কুম্ভ করি করে,
ভরিল জীবন ত'য় হরিষ-অন্তরে,
নীচেয় থাকিয়ে কুম্ভ লইতে কহিল,
নত হয়ে নীলনেত্রা কলসী ধরিল,
ললাটে ললাটে হল শুভ পরশন,
অলক অনূপ-অংস করিল চুম্বন।
বারি লয়ে আলবালে গেলা ঋষিবালা,
সুশোভিত গলে নাগকেশরের মালা।
দশনে রসনা কাটি চমকি কহিল,
"কেমনে কখন মালা গলে পরাইল।"

গোপনে গান্ধর্ব্ব বিয়ে করি সম্পাদন,
জায়া-পতি ভীতমতি অতি উচাটন;
আহুতি-উদরে সুত হইল উদয়,
গোপন কি থাকে আর গুপ্ত পরিণয়?
অবিলম্বে বিবরণ সব প্রকাশিত,
হোমানল-ক্রোধানল মহাপ্রজ্বলিত,
দন্ত কড়মড় করে বেগে ওষ্ঠ কাটে,
ভীম মুষ্ট্যাঘাত মারে ভীষণ ললাটে,
জ্বলন্ত অঙ্গার ছুটে আরক্ত লোচনে,
ভয়ঙ্কর বজ্রপাত জিহ্বা-সঞ্চালনে,
সম্বোধি অনূপে বলে "ওরে দুরাচার!
মম কোপানলে তোর নাহিক নিস্তার,

কামান্ধ কুষ্মাণ্ড কুণ্ড কিরাত কুক্কুর,
চিরকুমারীর ব্রত করেদিলি দূর,
শোন্ রে অধম মূঢ় ! আজ্ঞা ভয়ঙ্কর—
মর্ গিয়ে জাহ্নবীর আবর্ত্ত-ভিতর !”
অনূপ “যে আজ্ঞা” বলি দিল পরিচয়
অপাংশুলা আহুতির পূত পরিণয়,
“পবিত্র জীবন তার করো না নিধন,
সকাতরে এই ভিক্ষা মাগি, তপোধন।”

দ্বিগুণ জ্বলিয়ে বলে ঋষি হোমানল
“তোর কাজ তুই কর্ তাপস-কজ্জল !”
আদমরা আহুতির প্রতি দৃষ্টি করি,
বলে “ওরে পাতকিনি, পাপিনি, পামরি !
কেমনে পবিত্র ধর্ম্ম দিলি বিসর্জ্জন,
এইজন্যে করিলি কি বেদ-অধ্যয়ন ?
গর্ব্বিণী, অনলে তোরে করিব না দান,
বৈধব্য পাবন তোর করিনু বিধান।”
ত্যজিল জাহ্নবী-জলে অনূপ জীবন,
হোমানল হিমালয়ে করিল গমন,
শোকাকুলা অপাংশুলা আহুতি কাননে
কাঁদিয়ে বেড়ায় একা কাতর-নয়নে।

যে কূলে অনূপ কুম্ভ দিয়েছিল করে,
সেই কূলে এক দিন আহুতি কাতরে

বাহির হইল প্রাণ, আর নাহি ভয়,
দেখিতেছি দশ দিক্ অন্ধকারময় ;
দয়ার সাগর তুমি স্নেহ-পারাবার,
এখন দাসীরে দেখা দেহ এক বার,
উঠ উঠ প্রাণপতি, প্রবাহ ভেদিয়ে ;—
কে রাখে আমার নিধি জলে লুকাইয়ে ?”

আহুতি নিশ্বাস ছাড়ি করিলেন চুপ ;
জাহ্নবীর জল হতে উঠিল অনূপ,
নাগকেশরের মালা গলে সুশোভিত,
পবিত্র পীয়ূষ মুখে বেদান্ত সঙ্গীত ;
আহুতি হাসিল হেরি, অনূপ অমনি
বুকে তুলে নিল নিজ ব্যাকুলা রমণী,
নিবারি নয়নবারি পবিত্র চুম্বনে,
ডুবিল অতল জলে আহুতির সনে।
অপূর্ব্ব অনূপ-মায়া করিতে স্মরণ
‘অনূপ-সহর’ নাম করিল অর্পণ।

অনূপ-সহর ছাড়ি চলে প্রবাহিনী,
ফতেগড়ে উপনীত সাগরমোহিনী।
রমণীয় পথ ঘাট, বিস্তীর্ণ বিপণি,
অবতীর্ণ ফতেগড়ে বাণিজ্য আপনি,
শত শত সদাগর বসিয়ে আপণে,
বিবিধ ছিটের বস্ত্র বেচে ক্রেতৃগণে।

ফতেগড় ছাড়ি গঙ্গা পায় কাণপুর
যথায় দুরন্ত নানা, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর,
না জানি ইংরেজকুল কত বল ধরে,
অজ্ঞানে হইয়ে অন্ধ মাতিল সমরে,
বধিল বিলাতি রামা সহ কচি ছেলে,
সাহেব ধরিয়ে কত কূপে দিল ফেলে।
সেনার বিকার-ভাব শাসনে সারিল,
সময় বুঝিয়ে নানা বনে পলাইল।

বিরহিণী প্রবাহিনী দাঁড়াতে না চায়,
কবে পড়িবেন বামা প্রাণপতি-পায়,
চলিল সত্বরে বিষ্ণু-পদ-নিবাসিনী,
উপনীত ফতেপুরে যেন উন্মাদিনী।
ফতেপুর ছাড়ি গঙ্গা, গতি অবিরাম,
আইল এলাহাবাদে—রমণীয় ধাম।

—০—

তৃতীয় সর্গ।

যমুনা গঙ্গার বোন ছিল হিমাচলে,
হেরে ভগিনীর ভাব ভাসে আঁখিজলে ;
কেমনে সাগরে গঙ্গা যাবে একাকিনী,
ভেবে ভেবে কালরূপ তপন-নন্দিনী ;
সত্বরে তরঙ্গ-যানে যমুনা চলিল,
প্রয়াগে গঙ্গার সনে আসিয়া মিশিল।
আলিঙ্গন করি তারে সুরধুনী কয়,
"কেমনে আইলে বোন, দেহ পরিচয়।"

সম্ভাষিয়ে জাহ্নবীরে অতিসমাদরে,
যমুনা বলিল বাণী সুমধুর-স্বরে,
"পথশ্রান্তে ক্লান্ত আমি, সরে না বচন,
মম সঙ্গী কূর্ম্ম সব করিবে বর্ণন।"
কূর্ম্মবর যমুনার আজ্ঞা-অনুসারে
পথ-বিবরণ যত বলিল গঙ্গারে,
"দেখিয়ে এলেম দিল্লি পুরী পুরাতন,
পাঠান-মোগল-রাজ্য, মহাসিংহাসন,
চৌদিকে বিরাজে উচ্চ প্রশস্ত প্রাচীর,
শত শত রম্য হর্ম্ম্যে শোভিত শরীর।
নিরেট প্রস্তরময় দ্বাদশ তোরণ,
অতি উচ্চ অনুমান চুম্বিছে গগন,

অভেদ্য তোরণচয় ভয়ঙ্কর-কায়,
কামানের গোলা তায় হার্ মেনে যায়।
সহরের বড় রাস্তা অতিপরিসর,
মধ্যেতে সানের পথ শোভিত সুন্দর,
এই পথে পদব্রজে পান্থ চলে যায়,
গাড়ী ঘোড়া হাতী চলে পাশের রাস্তায়।

"আল্লার মন্দির 'জুম্মা মস্‌জিদ' সুন্দর,
বিনির্ম্মিত উচ্চ এক শিলার উপর।
আরংজিব-তনয়ার পবিত্র ইচ্ছায়
সুগঠিত অপরূপ লোহিত শিলায়।
বিশাল অঙ্গন শোভে সম্মুখে তাহার,
মার্জিত পাষাণে গাঁথা অতিপরিষ্কার,
প্রাঙ্গন-পশ্চিম-পাশে মন্দিরের স্থান,
আর তিন ধারে তিন তোরণ নির্ম্মাণ,
সুন্দর সোপান তিন তোরণ হইতে
নাবিয়াছে শোভাময় নীচের ভূমিতে।
বিরাজে উঠান-মাঝে বাপী মনোহর,
ফোয়ারায় দেয় বারি তাহার ভিতর।
দাঁড়ায়ে মস্‌জিদে যদি ফিরাই নয়ন
নগরের সমুদয় হয় দরশন।

"হুমাউন ভূপতির কবর কেমন
অতিমনোহর শোভা সরল গঠন ;

কবরের চারি পাশে বিরাজে বাগান,
মাঝে মাঝে ফোয়ারায় করে নীর-দান,
বিপিনের চারি দিক্ দেয়ালে বেষ্টিত,
তদুপরি স্তম্ভরাজি আছে বিরাজিত।

" 'কুতব-মিনার' নামে স্তম্ভ ভয়ঙ্কর
পাঁচ থাকে উঠিয়াছে উচ্চ-কলেবর,
আদি তিন থাক্ তার লোহিতবরণ,
লাল শিলা বাছি বাছি করেচে গঠন,
নির্ম্মিত চতুর্থ থাক্ ধবল পাথরে,
আবার পঞ্চম থাক্ রক্তবর্ণ ধরে।
এক শত ষাট হাত দীর্ঘ কলেবর,
দাঁড়াইয়ে যেন এক ভূধর-শিখর,
আশী-হাত-পরিমাণ পরিধি তাহার
ধন্য পৃথুরাজ, তব কীর্ত্তি চমৎকার!
তুষিবারে তনয়ার তীর্থ-অনুরাগ
গঠে স্তম্ভ পূর্ব্বকালে পৃথু মহাভাগ,
প্রত্যহ প্রভাতে স্তম্ভে করি আরোহণ,
করিতেন সুলোচনা গঙ্গা-দরশন।
মুসলমানেতে স্তম্ভ করে পরিষ্কার
'কুতব-মিনার' তাই এবে নাম তার।

"স্তম্ভের অদূরে ভগ্ন পৃথু-রাজধানী,
শোকাকুলা মরি যেন রাবণের রাণী;

কোথা পতি ! কোথা পুত্র ! কোথা স্বাধীনতা !
দলিত দ্বিরদ-পদে পল্লবিত লতা !
ছিন্ন বেশ, ছিন্ন কেশ, ছিন্ন বক্ষঃস্থল,
ছিঁড়েছে কুণ্ডল সহ শ্রবণ পলল।
যে খানে বসিয়ে রাজা করিত শাসন,
সে খানে শৃগাল এবে করেছে ভবন !

"বিমল মথুরা-ধাম হেরিলাম পরে,
'হরি-হুরি গেট' যার সম্মুখে বিহরে,
আবিরে আবরি অঙ্গ, লইয়ে নাগরী,
হুরি গেটে হুরি খেলা খেলিতেন হরি।
কৃষ্ণের মন্দির কত, কত কাজ তায়,
মাটীর পাহাড় কত গণা নাহি যায়।
'কংসবধ' নামে এক মৃত্তিকা-ভূধর,
কংস ধ্বংস করে কৃষ্ণ যাহার উপর।

"বিশুদ্ধ বিশ্রাম-ঘাট, নির্ম্মিত প্রস্তরে,
কংস-বধ-শ্রম যথা বসি কৃষ্ণ হরে ;
বিরাজে ঘাটের মাঝে স্তম্ভ শিলাময়,
যাহার উপরে উঠি সন্ধ্যার সময়
ব্রজবাসী দীপপুঞ্জ কাঁপাইয়ে ধীরে
আনন্দে আরতি দেয় যমুনা দেবীরে ;
সমবেত হয় তথা লোক শত শত,
মৃদঙ্গ কাঁসর ঘণ্টা বাজে অবিরত ;

আরতি দেখিতে হাতে লয়ে নানা ফুল,
দোতালা তেতালা ছাদে উঠে যোষাকুল,
সারি সারি কত নারী ছাদেতে দাঁড়ায়,
ফেলায় ফুলের মালা দীপের মালায়,
মালার আঘাতে হলে দীপের নির্ব্বাণ,
মহিলামণ্ডলে উঠে হাসির তুফান।

"বসুদেব দেবকীর মন্দির সুন্দর,
দেখিলে তাদের দুঃখ হৃদয় কাতর ;
'দেবকী-অষ্টম-গর্ভে জন্মিবে নন্দন,
হইবে তাহার হাতে কংসের নিধন'
এই বাণী শুনি কংস, বাঁধি হাতে পায়,
বসুদেব দেবকীরে রাখিল কারায়,
বুকেতে পাষাণ চাপা, প্রহরী দুয়ারে,
গর্ভিণী যাতনা এত সহিতে কি পারে ?
বজ্র-বক্ষ দুষ্ট কংস ওরে দুরাচার !
সোদরার প্রতি তোর হেন ব্যবহার !
সরল স্নেহের ঘর গরলে আকুল,
বধিতে বাসনা তার ননীর পুতুল !
শিলায় দেবকী বসুদেব বিরচিয়া
বন্ধনদশায় হেথা দিয়েছে রাখিয়া।
বাসুদেবে প্রসবিয়ে যেই সরোবরে
দেবকী সূতিকাস্নান করেন কাতরে,

গোয়ালিয়ারের রাজা পবিত্র-অন্তর
গজগিরি করিয়াছে সেই সরোবর।

"দেখিলাম তার পরে, ভরিয়ে নয়ন,
সুমধুর বৃন্দাবন আনন্দ-ভবন,
কত বৈষ্ণবের বাস বলিতে না পারি,
রাসমঞ্চ দোলমঞ্চ শোভে সারি সারি,
লীলার নিকুঞ্জবন তমাল-কানন
সুরম্য ভাণ্ডীরবন শোভা হরে মন;
অভয়ে বিহরে শিখী হরিণ হরিণী,
কোকিল কুহরে কত মোহিয়ে মেদিনী,
পালে পালে হনুমান্, তাদের জ্বালায়
পাহারা ব্যতীত জুতা রাখা নাহি যায়,
জুতা পেলে চড়ে গিয়ে গাছের উপরে,
খিচোয় পোড়ার মুখ দাঁত বার্ করে,
খাবার করিলে দান জুতা দেয় ফেলে,
কে না জানে হনুমান্ বড় ঝানু ছেলে।

"যমুনা-পুলিনে কেলি-কদম্ব-পাদপ,
কোমল পল্লব কিবা বিমল বিটপ;
জুড়াতে নিদাঘজ্বালা গোপিনীর কুল
পশিল সলিলে ফেলি পুলিনে দুকূল,
সুরঙ্গে ত্রিভঙ্গ শ্যাম মুরলীবদন
সহসা সেখানে আসি, অঙ্গনা-বসন

কৌতুকে হরণ করি হরিষ-অন্তরে
বসেছিল হেসে এই তরুর উপরে।

"লছ্‌মী সেঠের কীর্ত্তি বিশাল মন্দির,
ধবল-ভূধর-সম তাহার শরীর,
সম্মুখে বিরাজে এক স্তম্ভ মনোহর,
সুবর্ণে আবৃত তার দীর্ঘ কলেবর,
মার্জ্জিত প্রাঙ্গন কিবা কুসুম-কানন,
সদাব্রত অবিরত পালে দীন জন।
বহুমূল্য তোষাখানা, যাহার ভিতর
রূপার প্রমাণ হাতী দেখিতে সুন্দর,
রূপার ময়ূর, আশাসোটা অগণন,
স্বর্ণ-অলঙ্কার হীরা মতির ভূষণ।
রক্ষিত মন্দিরমধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণ
ভক্তিভাবে ভক্তগণ করে দরশন।

"অকালে সংসার-জালে জলাঞ্জলি দিয়ে
বসিলেন লালা বাবু বৃন্দাবনে গিয়ে;
করেছেন নানা কীর্ত্তি বদান্য-হৃদয়,
মোহন মন্দির মঠ অতিথি-আলয়,
হাজার হাজার যাত্রী আগত তথায়,
অপূর্ব্ব আহারে সবে পরিতোষ পায়।
সন্ধ্যার সময় হয় হরিগুণ-গান,
ধন্য লালা বাবু তব সুপবিত্র স্থান।

"ব্রজবাসী বলে 'এত বৃন্দাবন-মান,
উষায় বায়স মুখ করে না ব্যাদান,
কেলি-ক্লান্তা কমলিনী সকালে ঘুমায়,
কাকের কা-কায় পাছে ঘুম ভেঙ্গে যায়।'
কাকের নীরব হেতু ইহা কিন্তু নয়,
সত্য হেতু হনুমান্ অনুমান হয়,
শত শত শাখামৃগ শাখায় শাখায়,
নিশিতে বায়স বাস করিবে কোথায় ?
সন্ধ্যার সময় তারা করে পলায়ন,
দিবাভাগে বৃন্দাবনে দেয় দরশন।

"তপন-তনয়া-তটে ঘাট অগণন,
শিলায় নির্ম্মিত সব অতি সুশোভন,
প্রকাণ্ড কচ্ছপ কত করভ-আকার
পালে পালে কাল জলে দিতেছে সাঁতার,
স্নানের সময় তারা করে জ্বালাতন,
বহুদিন মনে থাকে সুখ বৃন্দাবন।

"দেখিতে দেখিতে দেখা দিল দ্বিজরাজ,
চন্দ্রিকা চঞ্চল জলে করিল বিরাজ,
মন্দির ভবন ঘাট যে যেখানে ছিল,
শশিকরে সমুদায় হাসিতে লাগিল,
বচন-বিহীন হল সুখ বৃন্দাবন,
জীবমাত্রে কোথা আর নাহি দরশন ;

এমন সময় মাতা, সুষুপ্ত মেদিনী,
হেরিলাম অপরূপ,—অপূর্ব্ব কাহিনী,—

নিকুঞ্জ-মন্দির-দ্বার হইল মোচন,
বাহির হইল রাধা মদনমোহন ;
বিষাদিনী বিনোদিনী নীল নেত্রে নীর,
মলিন মধুর মুখ, আতঙ্কে অধীর,
গিরিধারি-কর ধরি চলিল রমণী,
চলিল অঞ্চল পিছে লুঠায়ে ধরণী,
উপনীত উভয়েতে প্রবাহিনী-তটে ;
কিশোরী কহিল কাঁদি কৃষ্ণের নিকটে,

কেন নাথ, অকস্মাৎ এ ভাব তোমার,
কিজন্য ত্যজিতে চাও জগৎ সংসার,
অধীনী কি অপরাধী হল তব পায়,
জন্মের মতন তাই নিতেছ বিদায় ?

রাধার সর্ব্বস্ব তুমি জীবনের সার,
মুহূর্ত্ত সহিতে নারি বিচ্ছেদ তোমার,
তব প্রেম-পাগলিনী আমি অনুক্ষণ,
বসন্তের অনুরাগী ব্রততি যেমন,
বসন্ত চলিয়ে যায় কাঁদাইয়ে তায়,
তুমিও কাঁদাও মোরে লইয়ে বিদায় ;

যবে তুমি মথুরায় করিলে গমন,
কি যাতনা পাইলাম বিনা দরশন,

বিরহ-বিষম-বাণ বিদারিল কায়,
নিপতিত হইলাম দশম দশায় ;
হৃদয়ের নিধি বিধি যদি কেড়ে লয়,
যে যাতনা ! জানে মাত্র ব্যথিত হৃদয়।
বার বার কেন আর কাঁদাও গোবিন্দ,
চল ফিরি, ধরি হরি, পদ-অরবিন্দ।

"রাধার বচন শুনি মদনমোহন
বলিলেন মৃদুস্বরে এই বিবরণ ;—
অজ্ঞানের অন্ধকারে ভ্রমের মন্দিরে
আধিপত্য এতদিন উন্নত শরীরে
করিয়াছি অনায়াসে, এবে অবোধিনি,
জ্ঞানালোকে আলোময় হয়েছে মেদিনী,
গিয়েছে আঁধার দূরে, ভেঙ্গেছে মন্দির,
কতক্ষণ ঢাকা থাকে মেঘেতে মিহির ?
অনাদি অনন্ত দেব বিশ্বমূলাধার,
পরম পবিত্র ব্রহ্ম দয়া-পারাবার ;
নির্ম্মিত মন্দির তাঁর জীবের হৃদয়ে,
সত্য গন্ধ, ভক্তি পুষ্প সেই দেবালয়ে,
আরাধনা অবিরত করিছে তাঁহার,
পাতর পুতুলে পূজা কেন দেবে আর ?
পুত্তলিকা পরিহত, হইল ঘোষণ
'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ধর্ম্ম সনাতন।

পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণানন্দে আনন্দিত মন,
কে আর করিবে বল তীর্থ-দরশন ?
নয়ন মুদিয়ে যদি দেখাপায় নরে
সদানন্দ দয়াময় আপন অন্তরে,
দেবদেবী-উপাসনা—অজ্ঞানের ফল—
কিজন্য করিবে আর মানবের দল ?
আমাদের উপাসনা হইল বেহাত,
কে রোধিতে পারে সত্য-সলিল-প্রপাত ?
ভূমিশূন্য ভূপতির বৃথাই জীবন,
পরিহরি ধরা তাই করি পলায়ন।
আইস আমার সঙ্গে, কিশোরি কমলে,
থাকিলে সোণার অঙ্গ পুড়িবে অনলে ;
মোক্ষদাত্রী নারায়ণী অসীম-গরিমা
কষ্টিপাতরেতে তব দেখিবে মহিমা।
বলিতে বলিতে শ্যাম বিরস-বদনে
ঝাঁপ দিল কালী-দহে সার ভেবে মনে।
কোথায় প্রাণের হরি বলি কমলিনী
পড়িল জীবন-মাঝে, যেন পাগলিনী।

"আকবার-রাজধানী আগরা নগরী,
প্রবাহ-পুলিনে যেন বিভূষিতা পরী,
অপরূপ অট্টালিকা, সরসীনিকর,
রমণীয় রাজপথ, উদ্যান সুন্দর.

বিরাজিত শিলাময় দুর্গ দীর্ঘকায়,
বিশ্বকর্ম্মা-বিনিন্দিত কীর্ত্তি শোভে তায়।

"তাজমহলের শোভা অতি চমৎকার,
ভারতে এমন হর্ম্ম্য নাহি কোথা আর,
রজত কাঞ্চন মণি হীরক প্রবাল
শোভিয়াছে মহলের শরীর বিশাল,
করিতেছে চক্‌মক্ উজ্জ্বলতাময়,
স্থির-বিজলীর পুঞ্জ অনুভব হয়।
অপূর্ব্ব নিপুণ কর্ম্ম করেছে প্রস্তরে,
শিলা যেন কাঁচা ইট ভাস্করের করে,
লেখনী নিন্দিয়ে লেখা লিখেছে শিলায়,
মোহিত নয়ন মন তাহার ছটায়।
তেজীয়ান সাজিহান দিল্লি-অধিপতি,
ভার্য্যা তার বমূ সতী অতি রূপবতী,
তাহার স্মরণ হেতু ভূপ সাজিহান
গৌরবে করিল তাজমহল নির্ম্মাণ।
নির্ম্মিবারে নিয়োজিত ছিল নিরন্তর
বিংশতি সহস্র লোক বাইশ বৎসর।

"শিস্‌মস্‌জিদের শোভা অতি মনোহর,
অভ্র-আবরিত তার সব কলেবর,
রজত-রচিত দেখে অনুভব হয়,
অথবা অবনী-অঙ্গে শশাঙ্ক-উদয়।

"শ্বেত পাতরের 'মতি-মঞ্জিল' সুন্দর,
পরিপাটী ঘর তার অতিপরিসর,
মোগলকুলের কেতু রাজা আকবার,
এই স্থানে করিতেন রাজ-দরবার।
মঞ্জিলের তিন দিকে কিবা শোভা পায়
বিবিধ ভবন, রচা ধবল শিলায়,
যথায় বসিয়ে সদা উদাসীনগণ
বিমল মানসে ব্রহ্মে করিত ভজন।

"সুবিস্তৃত সেকেন্দরা-বাগ্ অপরূপ,
কবরে বিহরে যথা আকবার ভূপ,
নিন্দিয়ে নন্দনবন বিপিন-মাধুরী,
সুবাসিত-বারিপ্রদ উৎস ভূরি ভূরি,
বিরাজিত তরুরাজি দেখিতে কেমন
নয়ন-রঞ্জন নব-পল্লব-শোভন,
বিচিত্র-বরণ পক্ষী শাখে করে গান,
চুনি-মণি-পান্না-আভা পক্ষে দীপ্তিমান,
মকরন্দবিমণ্ডিত ফুটিয়াছে ফুল,
মধুকরে সমীরণে সমর তুমুল,
উভয়েতে পরিমল করিছে হরণ,
অনিল লুঠের ধন করে বিতরণ।

"ভাসায়ে লোহার পিপা নদীর উপর,
নির্ম্মাণ করেছে সেতু দেখিতে সুন্দর।

বিরাজে অপর পারে এম্‌দাদ্‌ উদ্যান,
রমণীয় শোভা হেরে সুখী হয় প্রাণ।

"ছাড়িয়ে আগরা বেগে চলিতে চলিতে
এলেম এলাহাবাদে তোমায় ধরিতে।"

চতুর্থ সর্গ।

পবিত্র প্রয়াগে পূর্ব্বে ছিল বিরাজিত,
স্রোতস্বতী সরস্বতী ভারতী সহিত,
বেদ স্মৃতি ন্যায় কাব্য ষড় দরশন
করিত যাহার তটে জ্ঞান বিতরণ ;
অন্তর্দ্ধান সরস্বতী সহ সরস্বতী,
আর কি ভারতে হবে তেমন উন্নতি ?

জাহ্নবী যমুনা সরস্বতী নদীত্রয়
সে কালে প্রয়াগ-কোলে সংমিলিত হয়,
সেইজন্য যুক্তবেণী প্রয়াগের নাম,
জনপদময় গণ্য ভোগ-মোক্ষ-ধাম।
যাত্রিগণ আসি হেথা মস্তক মুড়ায়,
সুকেশা যুবতী যেন প্রয়াগে না যায় ;
যে ভাবিনী চুল বাঁধে দিয়ে পরচুল,
প্রয়াগ তাহার পক্ষে তীর্থ অনুকূল।

প্রয়াগে প্রধান দুর্গ অতি পুরাতন,
পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজা করে বিরচন,
আকবার রাজা পরে করে পরিষ্কার,
বাড়াইল কলেবর, কৌশল, বাহার।
জাহ্নবী-যমুনা-যোগে দুর্গের স্থাপন,
উভয়ে পরিখা-রূপে করেছে বেষ্টন।

প্রকাণ্ড রেলের সেতু যমুনা-উপর,
নিপুণ-গঠন-কীর্ত্তি অতীব সুন্দর,
দূরেতে দেখিতে শোভা আরো চমৎকার,
যমুনা-গলায় যেন কনকের হার।

ছাড়িয়ে প্রয়াগ গঙ্গা অবিরাম চলে,
উপনীত ক্রমে আসি বারাণসী-তলে ;
কাশীতে হেরিল বালা বিশ্বেশ্বর বর,
সলাজে ফিরায় মুখ, কাঁপে কলেবর,
সেই হেতু কাশীতলে ভীষ্মপ্রসবিনী
হয়েছেন মনোলোভা উত্তরবাহিনী।
সুবদনী সুরধুনী যায় পারাবারে,
বিড়ম্বনা বিশ্বেশ্বর সহিতে কি পারে ?
'অসি' 'বরুণের' প্রতি দিল অনুমতি—
"এখনি ফিরায়ে আন গঙ্গা গুণবতী।"
বারাণসী-দুই-পাশ দিয়ে দুইজন
নতশিরে ধরিলেন গঙ্গার চরণ,
বলিলেন বিবরণ যোড় কর করি ;
জাহ্নবী উত্তর দিল লজ্জা পরিহরি,
"অম্বু-অঙ্গী আমি বাছা, তিনি শিলাময়,
সম্ভব কভু কি তাঁর সনে পরিণয় ?"
নদযুগ পরিতুষ্ট গঙ্গার বচনে,
চলিল আনন্দমনে সিন্ধু-দরশনে।

দাঁড়ায়ে অপর তীরে কর দরশন
কি শোভা ধরেছে কাশী নয়ননন্দন,
নিদ্রাবেশে স্বপ্নে যেন পতিত নয়নে
কিন্নরকুলের পুরী সজ্জিত রতনে;
সুরধুনী-নীর হতে উঠিয়ে সোপান
মিশিয়াছে হর্ম্ম্য-অঙ্গে, হয় অনুমান
এক খণ্ড শিলা ক্ষোদি করেছে নির্ম্মাণ
এক ভাগে অট্টালিকা, অপরে সোপান।
রজত-কাঞ্চন-চূড়া সুমার্জ্জিত-কায়
শোভিতেছে সৌধপুঞ্জে সৌদামিনী-প্রায়।

কাশীতে অপূর্ব্ব শোভা ঘাট সমুদায়,
পরিপাটী-বিনির্ম্মিত বিমল শিলায়;
বিকালে বসিয়ে তথা লোক অগণন
কথোপকথন করে, সেবে সমীরণ।
'অগ্নীশ্বর' 'মাধরায়' ঘাট মনোহর,
'পঞ্চগঙ্গা' 'ব্রহ্মঘাট' সোপান সুন্দর,
'মনিকর্ণিকার' ঘাটে সমাধির স্থান,
চির চিতানল যথা না হয় নির্ব্বাণ,
'রাজরাজেশ্বরী' ঘাটে স্নানে মহাফল,
'শ্রীধর' 'নারদ' ঘাট আরাধনাস্থল,
'দশ-অশ্বমেধ' ঘাটে হইলে মগন,
সশরীরে চলে যায় বিষ্ণু-নিকেতন,

সুন্দর বিরাজে 'রাজঘাট' শিলাময়,
যথায় রেলের লোক আসি পার হয়।

মাধরায়-ঘাটোপরি অতি-উচ্চ-শির
বিরাজিত ছিল বেণীমাধব-মন্দির,
বিষ্ণুমূর্ত্তিধারী বেণীমাধব তথায়
পরিতুষ্ট হইতেন পবিত্র পূজায় ;
অপকৃষ্ট আরংজিব রাজা দুরাচার
প্রজার মনের ভাব না করি বিচার
নাশিতে কাশীর কীর্ত্তি ভীম মূর্ত্তি ধরি,
কাশী আসি উপনীত, করে অসি করি,
ভাঙ্গিয়ে মন্দির তায় মস্‌জিদ্ গঠিল,
প্রস্তর-বিগ্রহে ধরে দূরে ফেলাইল।
মন্দিরের চূড়া এবে মস্‌জিদ্ মিনার,
বহুদূর হতে লোক দেখাপায় তার।

বিশ্বেশ্বর-পুরাতন-মন্দির এখন
ভগ্ন অবস্থায় পড়ে, দেখিলে ভীষণ
শোকের উদয় হয় মানবের মনে,
অরে দুষ্ট আরংজিব নীচাত্মা, কেমনে
নাশিলি এমন কীর্ত্তি ? ছিল না কি তোর
কিছুমাত্র পূর্ব্বকীর্ত্তি-অনুরাগ-জোর ?
বর্ব্বর ভূপতি তুষ্ট পূর্ব্বকীর্ত্তি-ভঙ্গে,
প্রবালপ্রলম্ব চূর্ণ শাখামৃগ-অঙ্গে !

অন্ধকার 'জ্ঞানবাপী' অজ্ঞানের মূল,
কতমত মানবের ধর্ম্মপঙ্কে ভুল।
দুরন্ত যবন যবে ভাঙ্গিল মন্দির,
আতঙ্কেতে বিশ্বেশ্বর হলেন বাহির,
দেবের উড়িল প্রাণ, জড়সড় অঙ্গ,
ধাইল ধরণীতলে করিয়ে সুড়ঙ্গ।
বাঁচিল দেবতা হেথা জ্ঞানের কৌশলে,
এই সুড়ঙ্গেরে তাই জ্ঞানবাপী বলে।
সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম বিশ্বরচয়িতা,
কোপ-কুলিশেতে যাঁর পৃথ্বী বিকম্পিতা,
যবনের ভয়ে তাঁর দূরে পলায়ন!
যেমন মানুষ তার দেবতা তেমন।

সুগৌরবে দশ-অশ্বমেধ-ঘাটোপরে
জ্যোতিষ-আধার মান-মন্দির বিহরে;
যেখানে বসিয়ে রবি শশী গ্রহগণ
বিদ্যার কৌশলে করে স্পষ্ট দরশন,
ধ্রুবতারা ধরিবার সহজ উপায়,
দিবার বিভাগ গণে ভাস্কর-প্রভায়।
স্বেয়া জয়সিংহ রায় রেয়া-অধিপতি,
যাঁর করে জ্যোতির্ব্বিদ্যা পাইল উন্নতি,
তাঁহার নির্ম্মাণ মান-মন্দির মোহন,
মরিয়ে জীবিত রাজা কীর্ত্তির কারণ।

সুশোভিত শিক্‌রোল-পল্লী পরিষ্কার,
পরিপাটী অট্টালিকা, বর্ত্ম চমৎকার,
নবীন দূর্ব্বায় ঢাকা বিপুল প্রাঙ্গণ,
মনোহর-দরশন নয়নরঞ্জন।
শিক্‌রোলে করে বাস সাহেবের কুল,
সুরম্য উদ্যানে যেন মল্লিকার ফুল।

শিক্‌রোল-সন্নিকটে কালেজ-ভবন,
বহুচূড়া-বিভূষিত অপূর্ব্ব শোভন,
প্রশস্ত প্রাঙ্গণ শোভে সম্মুখে তাহার,
ফোয়ারায় বারি দান করে অনিবার,
বিরাজিত মনোহর ক্ষুদ্র জলাশয়,
দর্শকে কৌতুক তায় কুম্ভীর-দ্বিতয়।
ভিতরে বিহরে বড় পুস্তক-আগার,
বিরাজে দর্শন বেদ কাব্য অলঙ্কার।
চন্দ্রনারায়ণ-গুণে এই বিদ্যালয়
করেছে পণ্ডিত-মাঝে সুখ্যাতি-সঞ্চয়।
খালি পায় সমুদয় ছাত্র অধ্যাপক,
রয়েছে কালেজে যেন কারায় আটক;
ন্যায়ের অন্যায় হায়! তাই মনে লাজ,
দুর্ব্বল-দলনা নহে মহতের কাজ।

বাজারে বিক্রয় হয় রত্ন অলঙ্কার,
হীরক বলয় বাজু, মুকুতার হার,

চেলির বসন, তায় কার্য্য পরিপাটী,
মোহিনীর মনোহরা বারাণসী শাটী,
বিবিধ বর্ণের ধুতি, উড়ানি উজ্জ্বল,
জরিতে জড়িত শাল করে ঝল মল,
ফুলকাটা সতরঞ্চি গালিচা আসন,
ঘটী বাটী লোটা থাল বিচিত্র বাসন,
হাতীর দাঁতের হাতী চিরুনি মুকুর,
শালপাতা-মোড়া নস্য শ্লেষ্মা করে দূর।

প্রতি-উপকূলে রামনগর সুন্দর,
কাশীর রাজার বাড়ী যাহার ভিতর।
মহারাজ-মহিমার পরিসীমা নাই,
সুচিত্তে যশের গান করিছে সবাই,
ভাণ্ডারে বিপুল নিধি রাজ-আভরণ,
মন্দুরায় বাজিরাজি—গমনে পবন,
দুরন্ত দ্বিরদবৃন্দ—চলিত অচল,
ভয়ঙ্কর দন্তযুগ নিতান্ত ধবল।

রামনবমীর দিন,—যে শুভ দিবসে
প্রসবিল রামচন্দ্রে কৌশল্যা সুযশে,—
রামনগরেতে রেতে রামলীলা হয়,
প্রাসাদ প্রান্তর পথ করে আলোময়,
জনতা অবনী-অঙ্গ করে আচ্ছাদন,
চাকেতে মাছির ঝাঁক দেখিতে যেমন,

কুঞ্জরনিকরে কত দরশকদল,
আরোহিয়ে কত লোক তুরঙ্গপটল ;
সারি সারি পোড়ে বাজি ঝলসি নয়ন,
হাউই হুহুস্ স্বরে পরশে গগন,
তুপড়ি অগিনি-ঝাড় করে বিনির্ম্মাণ,
অনল-কণিকা-উৎস হয় অনুমান,
তারাহার কি বাহার তারাহার জিনি,
দম্ দম্ ছোটে বোম্ কাঁপায়ে মেদিনী,
আকাশে ফানস ভাসে উজ্জ্বল-বরণ,
নিশির কুন্তলে যেন মণি-দরশন ;
বাজি পোড়া হলে শেষ বাজে জয়ঢাক,
রাবণের অনুরূপ পোড়াবার জাঁক,
লঙ্কেশে লাগায়ে দীপ বলে মার মার,
পুড়িয়া রাবণ রাজা হয় ছার খার।

কাশী ছাড়ি কিছু দূর আসি সুরধুনী
পাইলেন সহচরী গোমতী তরুণী ;
গোমতী-বদন চুম্বি জাহ্নবী আদরে,
জিজ্ঞাসিল সমাচার, করে কর ধরে।
গোমতী বিনয়ে বন্দি গঙ্গার চরণ,
চলিতে চলিতে বলে নিজ বিবরণ।

"শুনিলাম তুমি সখি, পতি-দরশনে
করিয়াছ শুভ যাত্রা সাগর-গমনে,

কাঁদিলাম মনোদুখে তব ভাবনায়,
পারি কি থাকিতে আমি ছাড়িয়ে তোমায় ?
দেখিতে তোমার মুখ হৃদয় অধীর
সাজাহান-পুর হতে হলেম বাহির,
চলিলাম অবিরাম প্রবাহের রথে,
অটবী প্রান্তর শৈল দেখিলাম পথে।

"দেখিলাম তার পরে রমণীয় স্থান,
বীরপ্রসূ লক্‌নাউ অলকা-সমান।
বিপুল-বিভব-শালী ভূপাল তাহার,
পদাতিক গজ বাজী হাজার হাজার,
প্রজার পালনে কিন্তু নাহি দিত মন,
ললনা-লীলায় কাল করিত হরণ ;
অরাজক রাজ্যমধ্যে ক্রমশঃ প্রবল,
সিংহাসনে রাজলক্ষ্মী হইল চঞ্চল ;
তখন ইংরাজ-রাজা সুশাসন তরে
লইল রাজ্যের ভার আপনার করে।
পুরাতন নরপতি স্বাধীনতাহীন,
অপমানে অবনত বদন মলিন ;
মুকুট ভূষণ রাজ-দণ্ড কেড়ে নিল,
রাজসিংহাসন হতে নামাইয়া দিল ;
কাঁদিতে কাঁদিতে ভূপ কাতর-অন্তরে
বহু পুরুষের পুরী পরিহার করে,

নিরাশায় নত নৃপ নির্ব্বাসনে যায়,
হাহাকার করি সবে পড়িল ধরায়।
আকুল অমাত্যকুল আঁধার দেখিল,
শ্মশ্রু বয়ে অশ্রুবারি পড়িতে লাগিল ;
শোকাকুলা রাজমাতা পাগলিনীপ্রায়,
দরবেশ্-বেশে বাছা কোথা চলে যায় ?
মহলে মহলে কাঁদে মহিষীমণ্ডল,
অবিরত বিগলিত নয়নের জল ;
বিষণ্ণবদনে কাঁদে যত পরিজন,
নীরবে রোদন করে শূন্য সিংহাসন,
বিলাপে বারণবৃন্দ নিরানন্দমন,
হরিয়াছে হরি যেন করভ-রতন,
শোকানলে জ্বলি অশ্ব ছুটিয়ে বেড়ায়,
আক্ষেপ-কূজন করে পক্ষী সমুদায়,
পরিতাপে পশ্বাবলী মলিন-বদন,
নীহারে রোদন করে কুসুমের বন,
নিরানন্দ-নীরনিধি অধিপ-ভবনে,
হাসেন্ হোসেন্ যেন মরিয়াছে রণে।

সুশাসিত লক্‌নাউ হয়েছে এখন,
সভ্যতা হতেছে বৃদ্ধি বিদ্যা বিতরণ,
অবিচার অত্যাচার প্রজার উপর
নাহি আর করে রাজপুরুষনিকর ;

তপোধন-নিকেতন আজো বিরাজিত,
দরশন করি চিত্ত হয় হরষিত।
'রামেশ্বর' নামে শিব স্থিত বক্‌সারে,
স্থাপন করেছে রাম ভক্তিসহকারে,
রামেশ্বর-শিরে জল ঢালে সুলোচনা,
সীতাপতি-সম পতি করিয়ে কামনা।

পরিহরি বক্‌সার পারাবার-প্রিয়ে
পাইলেন ঘর্ঘরায় ছাপ্‌রা আসিয়ে;
আলিঙ্গন করি তারে অতি সমাদরে,
জিজ্ঞাসিল সমাচার সুমধুর-স্বরে।

পঞ্চম সর্গ।

ঘর্ঘরা গঙ্গার বাক্যে প্রফুল্লহৃদয়,
বিনীত হইয়ে দিল নিজ পরিচয়।

"কুমায়ুন মহীধর কনক-বরণ,
হিমালয়-শৈলরাজ-অনুগত জন ;
তাঁহার দুহিতা আমি শুন সুলোচনে,
আছি চিরবিরহিণী নিরানন্দ-মনে।
পরম যতনে পিতা রতন বিতরি
শিক্ষা দিল অভাগীরে দিবাবিভাবরী ;—
শিশুকালে শিখিলাম উর্ব্বশী-কৃপায়
তত্ত্ব. শুন, ঘন, নৃত্য মঞ্জি দিয়ে পায়,
শিখিলাম সুযতনে সঙ্গীত-কাকলী,
বিহঙ্গ-বাদিনী বীণা মধুর মুরলী ;
সমাদরে শিল্পবিদ্যা করিয়ে অভ্যাস,
সুকোমল মকমলে করিনু প্রকাশ
রেসম কুসুম-কুল মুকুল পল্লব,
ভ্রমে অলি ভাবে তার সুরভি বিভব ;
কত সুখে করিলাম অধ্যয়ন, মরি !
সরল সাহিত্য-মালা আনন্দলহরী,
বিজনে মনের সুখে মানসিক গুণে
গাঁথিনু ললিত মালা কবিতা-প্রসূনে।

বিফল হইল এত শিক্ষা, আহা মরি !
বলিতে মরমে বাজে সরমে সিহরি।
দেশাচার-দাবানল, অতি নিদারুণ,
দহিল যৌবন-বন-কবিতা-প্রসূন ;
সাধের কবিতা-ফুল যতনের ধন,
পারি কি দেখিতে সখি অনলে দহন ?

কুলের গরিমানলে ফেলি স্নেহফুল,
অবলা বালার প্রতি পিতা প্রতিকূল ;
ধনবন্ত ঐরাবত কুলীন-প্রধান,
তাঁর পুত্রে পুত্রী-দান অতীব সম্মান ;
কিন্তু সখি, বলিব কি, ঐরাবত-সুত
অকাল-কুষ্মাণ্ড ষণ্ড ভীম ভণ্ড ভূত,
গভীর লোচন দুটী ক্ষুদ্র জ্যোতি-হীন,
বার করে উচ্চ দাঁত আছে রাত-দিন,
মোটা বুদ্ধি, মোটা পেট, মোটা মোটা পদ,
ভয়ঙ্কর শব্দ করি সদা খায় মদ,
পোড়া শিরে ধূলা দেয়, ধরি অবহেলে
বড় বড় মহীরুহ উপাড়িয়া ফেলে ;—
এমন মাতঙ্গে মম দিতে চান বিয়ে,
কি ফল হইল তবে এত শিক্ষা দিয়ে ?

না পেলে অবলা-বালা-নয়ন-কীলাল
শুকাইয়ে মরে যদি সম্মানের শাল,

বিদ্যাবিভূষিত তারে করা ভাল নয়,
শত গুণে পরিতাপ অনুভব হয়।
হস্তিমূর্খ-হস্তি-হস্তে বিন্যস্ত করিতে
আয়োজন করে পিতা হরষিত-চিতে,
ভাবিয়ে ব্যাকুল আমি কোথায় পালাই,
অনক্ষর বর হতে কিসে ত্রাণ পাই?
এমন সময় দেশে হইল ঘোষণ,—
সাগর-সন্ধানে গঙ্গা করেছে গমন,
অমনি বিষাদে স্থির করিলাম মনে
কাটাইব এ জীবন ধর্ম্ম-আচরণে,
তোমার সঙ্গিনী হয়ে যাইব সাগরে
আক্ষেপ-প্রবাহ বল আর কোথা ধরে।
পরিণয়-দিনে পরি বসন ভূষণ
ঐরাবত-সুত যাই দিল দরশন,
ভাসাইয়ে আঁখিনীরে অঙ্গ অবনীর
অমনি ভবন হতে হলেম বাহির।

"আইলাম কিছুদূর অতিবেগভরে,
মনে ভয়—মূর্খ পাছে দৌড়াইয়ে ধরে;
'যে খানে বাঘের ভয় সন্ধ্যা সেই খানে,'
মাতঙ্গ-মূরতি শিলা হেরি স্থানে স্থানে;
সত্বরে উপলকুলে করি পরিহার
'কালীনদী' সনে দেখা হইল আমার;

তব সহচরী বলি দিল পরিচয়,
কান্তারে আসিতে একা পাইয়াছে ভয়।

"দুইজনে একাসনে আসি কিছু দূর,
শুনিলাম সুমধুর বামাকণ্ঠ-স্বর,
'দাঁড়াও দাঁড়াও' বলি আমায় ধরিল,
সুরধুনী-প্রিয়সখী পরিচয় দিল।
'গৌরীগঙ্গা' নাম তার কনক-বরণ,
ভরিয়াছে নব অঙ্গে নবীন যৌবন।

"নেপাল হইতে পরে নদী 'কর-নালী'—
জানিলাম পরিচয়ে আপনার আলি,—
আসিয়ে করিল মোরে জোরে আলিঙ্গন;
বাসনা—তোমার সঙ্গে সাগরে গমন।
'সতীগঙ্গা' নাম তার সতী উদ্ধারিয়ে,
অপূর্ব্ব কাহিনী সখি, শুন মন দিয়ে।
কর-নালী-তীরে ছিল অপূর্ব্ব নগর,
রাজদণ্ড ধরে যথা রাজা নটবর,
অবিচার-প্রিয় ভূপ নাহি ধর্ম্মজ্ঞান,
কঠিন হৃদয় তার ভীষণ মশান,
সজোরে কাড়িয়ে লয় প্রজার বিভব,
সতীর সতীত্ব-নাশে তোষে মনোভব,
অনলে দহন করি প্রজার ভবন
অনায়াসে নাশে তারে সহ পরিজন।

"এই পাবণ্ডের রাজ্যে করিত বসতি
অনুকম্পা-পরিণত 'সম্পা' গুণবতী ;
নবীন যৌবন-ফুল পরিমলময়
শোভিয়াছে ললনার অঙ্গ সমুদয়,—
নিবিড় কুঞ্চিত কেশ সুনীল-বরণ,
দূরেতে নীলাম্বুনিধি দেখিতে যেমন,
উজ্জ্বল তারকা দুটী জ্বলিছে নয়নে,
হাসিছে মধুর হাসি সদা চন্দ্রাননে,
মুরলী-আরব জিনি রব মনোহর,
কি শোভা সঙ্গীতে যবে কাঁপায় অধর।
পূর্ব্বতন-সেনাপতি-পুত্র পুণ্ডরীক
ষড়ানন-সম-রূপ সুযোগ্য সৈনিক,
সম্প্রতি তাহার করে হরষিত মনে
সঁপিয়াছে সম্পা প্রাণ বিবাহবন্ধনে।

"একদা উষায় বসি সম্পা সুলোচনা
উপকূলে একাকিনী করে উপাসনা ;
বহিতেছে মন্দ মন্দ মলয় পবন,
করিছে লহরী লীলা শৈবলিনী-বন,
চুম্বিছে বালার্ক-আভা সম্পা-গণ্ডদেশ—
কষিত কাঞ্চনে যেন রতন নির্দ্দেশ।
হেন কালে পাপনেত্র রাজা নটবর
হেরিয়ে সম্পার শোভা ব্যাকুল-অন্তর।

"উপাসনা সারি সম্পা মরাল-গমনে
পুণ্ডরীকে নিরখিতে পশিল ভবনে;
অমনি মুচকি মুখ পুণ্ডরীক হাসে,
স্নেহগর্ব্ভ সুবচন পরীহাসে ভাষে,
'হৃদয়-মৃণাল মম শূন্য করি, প্রিয়ে,
জলে ছিলে এতক্ষণ কেমনে ফুটিয়ে?
জান না কি সম্পা, তুমি আমার জীবন,
দিবসে আঁধার হেরি বিনা দরশন।

কি শোভা ধরেছ সম্পা উপাসনা করি,
শুভ্র ধুতূরার মালা কুন্তল-উপরি;
সুষমা-উপমা নাই, তবু ইচ্ছা বলি,
কাদম্বিনী-মাঝে যেন ভাসে বকাবলী;
তা নয় তা নয় সম্পা, বলি এই বার,
জলধি-অসিত-জলে সিত-পোতহার;
হল না হল না প্রিয়ে, পুনর্ব্বার বলি,
অমানিশি-অঙ্গে যেন নক্ষত্রমণ্ডলী;
এইবার আদরিণি, উপমার সার,
হৃষীকেশ-কোলে যেন বাণীর বিহার;
এতেও উঠে না মন, কি করি উপায়,
হর-কর-শাখা যেন কালিকার গায়;
এ বার বলিব ঠিক, পরিহরি ভুল,
সম্পার কুন্তলে যেন ধুতূরার ফুল।'

হাসি হাসি কাছে আসি সম্পা বলে 'বেশ,
আজ্ হতে হয়ে গেল তুলনার শেষ।
পরিহর পরিহাস, ধরি দুটী পায়,
কোথা পাব ভাল কেশ কেনা নাহি যায়।'
পতি-হাত ধরি সতী নিকটে বসিল,
পুণ্ডরীক-মুখ সম্পা-গণ্ড পরশিল।
কিছুকাল কাটাইয়া কথোপকথনে,
পুণ্ডরীক চলে গেল সৈন্য-নিকেতনে।

"নিরমল মনে সম্পা বসি একাকিনী,
উপনীত আসি তথা রাজার কুট্টিনী,
বলে মাগী, 'শুন সম্পা, মম নিবেদন,
উদয় হয়েছে তব সুখের তপন,
শুভক্ষণে হেরি তব অপরূপ রূপ,
নিতান্ত হয়েছে ক্ষিপ্ত নটবর ভূপ,
তোমায় বারতা দিতে পাঠালে আমায়,
বহুমূল্য উপহার দিয়েছে তোমায়,
ন-নর মতির মালা, হীরক-বলয়,
রতন-রচিত সিঁতি শত-সূর্য্যোদয়,
রাজার বিপুল কোষে আছে যত ধন,
সমুদায় তব হাতে করিবে অর্পণ,
গোপনে রাজার সনে করিয়ে বিলাস,
ভূপতি-ভূপতি হয়ে রবে বারমাস,

রাজারে বলিয়ে যাস্ পাবে প্রতিফল,
সতীর নিশ্বাসে রাজ্য যাবে রসাতল।'

"রাগত বেজির মত গরজি গভীর,
ফুলাইয়ে কলেবর, নত করি শির,
ভূপতি-কুট্টিনী চলি গেল রোষভরে,
নিবেদিল বিবরণ রাজা নটবরে।
অশুভ সংবাদ শুনি সম্ভলীর মুখে
নিরাশে পাগল রাজা রাগে মনোদুখে;
সম্বরি শম্বর-অরি-পাবক ভীষণ,
আশ্বাস সম্বর করি যত্নে বরিষণ,
বলিল দূতীর প্রতি 'যাও পুনরায়,
পুণ্ডরীকে বল গিয়ে মম অভিপ্রায়,
সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা করিলাম দান,
আজ্ হতে সে হইল সচিবপ্রধান।
বোধ হয় পুণ্ডরীক দিলে অনুমতি
অবিলম্বে পাব আমি সম্পা রূপবতী,
যেমন সে দিন সাধু-সদাগর-প্রিয়া
পতির আজ্ঞায় আসি জুড়াইল হিয়া।'
'এ নহে' বন্ধকী কহে 'তেমন দম্পতী,
কি করি, প্রভুর আজ্ঞা, যাই আশুগতি।'

"নষ্টমতি-নটবর-নষ্ট-ব্যবহার
শুনিয়ে মনের দুখে বদনে সম্পার,

পরিতাপে পুণ্ডরীক করিল প্রেরণ
পদ-ত্যাগ-পত্র ত্বরা সৈন্য-নিকেতন।
সম্পার লোচনবারি মুছিয়ে চুম্বনে
করিল সান্ত্বনা কত মধুর বচনে।

তার পরে সরোবরে সেবিয়ে সমীর
ভাবিতে লাগিল বসি পুণ্ডরীক বীর,
'হা জননি, মাতৃভূমি, কি দশা তোমার,
হেরি মা, নয়নে তব নৈরাশ-আসার,
অবিচার-অত্যাচার বরাহ-জম্বুক
অবিরত বিদারিত করে তব বুক,
অসহ্য সহিতে আর পার না জননি,
কত মতে নিপতিত অধিপ-অশনি।
কাঙ্গাল করেছে বিধি উপায়-বিহীন
মরমে মরিয়ে মাতা আছি নিশি দিন;
গরীয়সি মাতৃভূমি, সম্বর রোদন,
আহবে পাষণ্ড ভূপে করিব নিধন;'—

এমন সময় তথা ভূপাল-প্রেরিত
জঘন্য-জীবন দূতী আসি উপনীত,
সাহসে করিয়ে,ভর দিল পরিচয়,
নটবর-নরপতি-আজ্ঞা সমুদয়

আরক্ত-লোচনে বীর দূতী-পানে চায়,
পরাণ উড়িয়ে তার কোথায় পলায়;

কুলটা-কুন্তল করে জড়াইয়া ধরে,
বলে 'তোরে থেঁতো করি আছাড়ি পাতরে,
পাঠাই যমের বাড়ী এক পদাঘাতে,'
সহসা ভাবিয়ে বলে 'কি পৌরুষ তাতে'
বামা-হত্যা মানুষিক গণনীয় নয়,
যদিও হৃদয় তার হয় বিষময়,
ছাড়িয়ে দিলাম তোরে শাস্ত্র-অনুসারে,
রাখিলাম পদাঘাত বধিতে রাজারে।'

"রাজার সদনে দূতী আসিয়ে সত্বরে,
বলিল বৃত্তান্ত সব কাঁদিয়ে কাতরে।
কান্না নিবারণ তার করিয়ে টাকায়
নটবর কুট্টিনীরে করিল বিদায়।
ভাবিয়া ভাবিয়া পরে করিলেন স্থির,
'মশানে লুটাল দেখি পুণ্ডরীক-শির,
রাজার বিদ্রোহী দুষ্ট হয়েছে প্রমাণ,
কার সাধ্য রক্ষা করে বিদ্রোহীর প্রাণ;
বিনাশ করিলে তারে কিন্তু সেনাদল,
পরিতাপে জ্বালাইবে সমর-অনল,
পূর্ব্বতন সেনাপতি প্রাতঃস্মরণীয়
তার চেয়ে পুণ্ডরীক বীর বরণীয়,
আমিও তাহারে ভালবাসি চিরকাল,
না দিয়ে সম্পারে মোরে বাড়ালে জঞ্জাল।'

পুণ্ডরীকে প্রাণে মারা মানি অবিহিত,
কেড়ে নিল বাড়ী তার সর্ব্বস্ব-সহিত।
সর্ব্বস্বান্ত পুণ্ডরীক পড়িয়ে সঙ্কটে
বিরচিল পর্ণশালা করনালী-তটে,
ভিখারীর বেশে তথা সম্পা ভার্য্যা সনে,
করিতে লাগিল বাস হরষিত-মনে।

"বিলাপ যখন পায় আসিতে সময়,
বিবিধ বিলাপ হয় একত্র উদয়।
যাতনা যখন মনে ধরে নাকো আর,
সহসা প্রভাব তার শরীরে প্রচার;
পরিতাপে পরিপূর্ণ পুণ্ডরীক বীর,
আবার বিকার তায় করিল অধীর,—
পিপাসায় প্রাণ যায় বলে 'জল জল,'
নাকে মুখে চকে বহে জ্বলন্ত অনল,
মাতার বেদনে মাতা ছিঁড়ে পড়ে যায়,
উঠে উক্কি উপাড়িয়ে নাড়ী সমুদায়,
হাঁপাইয়ে বলে, 'আর চেষ্টা অকারণ,
মরণ ব্যতীত ব্যাধি হবে না বারণ।'
কাছে বসি বলে সম্পা ভাসি আঁখিজলে,
'বালাই বালাই নাথ, ও কথা কি বলে,
আছে দাসী দিবানিশি তোমার সেবায়,
কি করিব, বল নাথ, কি দিব তোমায়;

এমন বিপদ বিধি লিখিল ললাটে,
নাথের যাতনা দেখে দুখে বুক ফাটে।
এখনি যাইবে জ্বালা, হয়ে থাক স্থির,
শুনিবেন দয়াময় স্তব দুঃখিনীর।’
পুণ্ডরীকে অচেতন করি দরশন,
কোলে তুলে নিল সম্পা করিয়ে যতন,
সুবাসিত হিমজল ধরিল বদনে,
মুছে নিল ওষ্ঠাধর আপন বসনে,
সঞ্চালন করি নব নলিনীর দাম,
যতনে বাতাস বালা দিল অবিরাম।
শবাকার পুণ্ডরীক সুস্থির-নয়ন,
শোকাকুলা সম্পা সতী নৈরাশে মগন।

“হেন কালে সেনাপতি সন্ন্যাসীর বেশে
উপনীত আসি তথা সম্পার উদ্দেশে।
সস্নেহে নিকটে বসি বলে বীরবর,
‘কি ভাবনা মা, তোমার স্বরাজ্য-ভিতর,
রাজায় বিনাশ করি যত সেনাগণ,
পুণ্ডরীকে সিংহাসনে করিবে স্থাপন।
রাজ-কবিরাজ মাতা, আসিবে এখনি,
অবিলম্বে ভাল হবে ভাবি-নরমণি।
কিছু দিন কষ্টে বাছা কর দিনক্ষয়,
প্রজা-পরাক্রমে রাজা হবে পরাজয়;

পূজ্য প্রজাপতি যদি পাপমতি হয়,
প্রভুত্ব তাহার বল কত দিন রয়!
গোপনে এসেছি আমি গোপনে প্রস্থান,
হিতে বিপরীত হবে পাইলে সন্ধান।'
এত বলি সেনাপতি করিল গমন,
কাঁদিতে লাগিল সম্পা ব্যাকুলিত-মন।

"নষ্টমতি নটবর ক্ষণকাল পরে,
পাঠাইল কুট্টিনীরে পুণ্ডরীক-ঘরে,
আইল তাহার সনে গুণ্ডা দশজন,
উড়িল সম্পার প্রাণ শুকাল বদন।
সতেজে সম্ভলী বলে, 'শুন মম বাণী,
অকারণ কষ্ট ত্যজি হও রাজরাণী,
কেন কাঙ্গালিনী হও থাকিতে উপায়,
এখনো সম্মত হলে থাকিবে বজায়,
রবে না সুখের সীমা, বাড়িবে সম্মান,
কেনা দাস হবে রাজা তব সন্নিধান।
না শুনে আমার কথা গিয়েছ গোল্লায়,
শুয়েছে সাধের স্বামী শমন-শয্যায়,
এইবার অবহেলা করিলে বচন,
গলা টিপে লয়ে যাবে গুণ্ডা দশজন।'

"কাতরে কাঁদিয়ে সম্পা বলে মৃদুস্বরে,
'নাহি কি দয়ার লেশ তোমার অন্তরে?

মৃতপ্রায় স্বামী মম কোলেতে আমার,
দেখিতেছি দশ দিক্ আমি অন্ধকার,
হেরিলে আমার মুখ এমন সময়,
স্নেহরসে গলে কালসাপিনী-হৃদয়,
কেমনে কামিনী হয়ে তুমি হেন কালে
আমায় বাঁধিতে চাও মহাপাপ-জালে ?
যাও বাছা জ্বালাতন কর নাকো আর,
প্রাণ দিয়ে বাঁচাইব সতীত্ব আমার।'

"রাজার আদেশমত কুট্টনী তখন
সম্পাপুণ্ডরীকে ধরি সহ গুণ্ডাগণ,
লয়ে গেল বেগভরে বিহার-আলয়
সতত সতীত্ব যথা বিনাশিত হয়।
বাঘিনী হরিণী হরে আনিলে যেমন,
আনন্দে বাঘের নাচে অপকৃষ্ট মন,
দুষ্ট সম্ভলীর হাতে হেরে সম্পা সতী,
নষ্ট-নটবর-মতি নাচিল তেমতি।
পাঠাইয়ে পুণ্ডরীকে বিজন কারায়,
রেখে দিল কেলিগৃহে মূর্চ্ছিতা সম্পায়।

"দিবা অবসানে সম্পা পাইয়ে চেতন,
'হা নাথ!' বলিয়ে কত করিল রোদন।
বিরাজিত কর-নালী কেলি-গৃহ-তলে,
ভাবিলেন ডুবে মরি সেই নদী-জলে।

হেন কালে নটবর রাজা দুরাচার
আইল তথায়, হাতে হীরকের হার।
বিহার-ভবনে ভূপ, সম্পা হতজ্ঞান,
সীতা যথা হতমতি রক্ষ-সন্নিধান;
পাপাত্মার মুখ পাছে হয় দরশন,
দুই হাতে ঢাকে বালা বদন নয়ন;
আতঙ্কে অবলা কাঁপি কাঁদিল কাতরে,
ভুজবল্লী দিয়ে বারি অবিরত ঝরে।

মূঢ়মতি নটবর হৃদয়-পাষাণ,
নররূপ-নিশাচর নষ্টতা-নিধান,
কাছে আসি বলে 'ধনি, আমি কেনা দাস,
তোমার সেবায় প্রিয়ে, রব বারমাস।
নিবারণ কর কান্না, ত্যজ অভিমান,
ধন জন মন প্রাণ করিলাম দান,
তোমায় নজোর দিব বাসনা আমার,
আনিয়াছি তাই প্রিয়ে, হীরকের হার।'

এত বলি ব্যস্ত হয়ে নষ্ট নটবর,
সম্পার গলায় মালা দিতে অগ্রসর,
কুলবালা গোঁয়ারের হেরি ব্যবহার,
চমকিয়া সকাতরে করিল চীৎকার—
'কোথা পতি পুণ্ডরীক প্রাণেশ আমার,
নীচাত্মা নরেশ করে সতীত্ব সংহার'।

"হেন কালে সেনাপতি আসি বেগভরে
পায়ে ধরি পাপবৃত্তি নিবারণ করে।
বলিল 'জঘন্য কাজ করো না রাজন,
সহসা সেনার হস্তে হইবে নিধন।
পুণ্ডরীক-অপমানে যত সেনাগণ,
হাহাকার রব করি করিছে রোদন।
পুণ্ডরীকে যদি ফিরে না দেহ সম্পায়,
রাজ্যেতে সমরানল জ্বলিবে ত্বরায়।'
সেনাপতি-সনে ভূপ গেল নিকেতন,
ছলে বলে সেনাদলে করিল শাসন।

"পর দিন কেলি-গৃহে সম্পা একাকিনী,
কনক-পিঞ্জরে যেন ক্ষিপ্ত বিহঙ্গিনী!
কোথায় প্রাণের পতি আছেন কেমন,
ভাবিতেছে অবিরত অবলার মন;
চিন্তা অনশনে শীর্ণ-দেহ কৃশোদরী,
বুজে না চক্ষের পাতা দিবা বিভাবরী;
ব্যাকুলা অবলা বালা বাতায়নে গিয়ে,
কর-নালী প্রতি বলে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
'তব তটে সতী মরে দেখ গো জননি,
পতিরত্ন, রমণীর হৃদয়ের মণি,
হরিয়াছে নরপতি শূন্য করি ঘর,
আর কি দেখিতে পাব মুখ মনোহর?

পাষণ্ড পাষাণ-মন কালকূট-কূপ
অনাথিনী-ধর্ম্ম-নাশে হয়েছে লোলুপ।
এই বেলা অবলায় জলে দেহ স্থান,
নতুবা নীচাত্মা আসি বিনাশিবে প্রাণ।'

"এমন সময়ে তথা ভূপতি অধম
উদয় হইল যেন কালান্তক যম,
সম্পার নিকটে আসি বলে, 'শুন প্রিয়ে,
পাগল হয়েছি আমি তোমার লাগিয়ে;
অনুমতি পুণ্ডরীক দিয়াছে তোমায়,
কৃপা করি নিজ দাসে রাখ রাঙ্গা পায়।
যদি অভিমান-ভরে কর অপমান,
আত্মহত্যা হব আমি তব বিদ্যমান।'

বলিতে বলিতে মূঢ় হয়ে অগ্রসর,
পরশিতে যায় সম্পা-পবিত্র-অধর,
সিহরি অমনি সম্পা ঢাকিয়ে নয়ন,
সকাতরে উচ্চৈঃস্বরে করিল রোদন—
'কোথা পতি পুণ্ডরীক প্রাণেশ আমার,
নীচাত্মা নরেশ করে সতীত্ব সংহার।'
সহসা তখনি এক বৃশ্চিক ভীষণ
ভূপ-মুখে পড়ি করে রসনা-দংশন,
ছট ফট করে রাজা বিষের জ্বালায়,
পলাইয়ে গেল ত্বরা ছাড়িয়ে সম্পায়।

"পর দিন পাপমতি মহাক্রোধভরে,
নিষ্কোষিত তরবারি জোরে ধরি করে,
আইল সম্পার কাছে যেন ভয়ঙ্কর
মূর্ত্তিমান্ জীব-ধ্বংস অন্তক-কিঙ্কর,
বলিল পরুষ-বাক্যে, 'শুন রে পামরি!
হয় হত হবে আজ্ নয় রাজ্যেশ্বরী;
রাজ্যেশ্বরে অবহেলা এত অহঙ্কার,
আমি যদি মারি, রক্ষা করে সাধ্য কার;
এখন বচন রাখ, তোল চন্দ্রানন,
নতুবা কৃপাণাঘাতে করিব নিধন।'
পতিপরায়ণা সতী, মতি নিরমল,
একমাত্র অবনীতে সতীত্ব সম্বল,
ধর্ম্ম-পালনেতে মন রত অবিরাম,
তরবারি তার কাছে তামরস-দাম;
টলে কি সতীর মন দেখাইলে ভয়,
নড়ে কি অশনি-পাতে উচ্চ হিমালয়?
নীরবে রহিল সম্পা মনেতে ভাবিয়ে,
করিলাম ধর্ম্মরক্ষা তুচ্ছ প্রাণ দিয়ে।

"নিষ্ফল হইল দেখি ভয়-প্রদর্শন,
ক্রোধভরে ভূপতির আরক্ত লোচন,
বাম করে বামাঙ্গিনী ধরি কেশপাশ
উঠাইল তরবারি করিতে বিনাশ,

বলিল, 'এখন যদি রাখ মোর মান,
চরণে রাখিব শির ফেলিয়ে কৃপাণ।'
অনাথিনী অবলার আকুল অন্তর
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে নাথে নিতান্ত কাতর—
'কোথা পতি পুণ্ডরীক প্রাণেশ আমার,
নীচাত্মা নরেশ করে সতীত্ব সংহার।'
কর-নালী অকস্মাৎ বেগে উথলিয়া,
লয়ে গেল কেলিগৃহ স্রোতে ভাসাইয়া ;
মরিল দুরাত্মা ভূপ সুগভীর নীরে,
ভাসিতে ভাসিতে সম্পা উতরিল তীরে,
তপোবনে ঋষিগণ পাইল সম্পায়,
পিতৃস্নেহে সুযতনে বাঁচাইল তায়।

"মরিল দুরাত্মা ভূপ, গেল অত্যাচার,
ধন ধর্ম্ম মান নষ্ট হবে নাকো আর।
মন্ত্রী, সৈন্য, সেনাপতি, প্রজা একমনে
পুণ্ডরীকে বসাইল রাজসিংহাসনে।
আনন্দে ভরিল দেশ, গেল অবনতি,
প্রজার মনের মত হয়েছে ভূপতি।
সম্পার সংবাদ শুনি তপোধন-মুখে
আনি তারে রাজরাণী করে রাজা সুখে।
কর-নালী সম্পা সতী করিল উদ্ধার,
সেই হেতু সতীগঙ্গা এক নাম তার।

"মিলিল 'সরযূ' সই, আসি অযোধ্যায়,
উভয়ে অপূর্ব্ব প্রেম, ভিন্ন নহে কায়,
এক ধ্যান এক জ্ঞান অভিন্ন জীবন,
এক ভাবে এক পথে সতত গমন।
প্রণয়ের পরা কাষ্ঠা মানিবে সকলে,
লয়েছি সরযূ নাম স্নেহরসে গলে।"

ষষ্ঠ সর্গ।

ছাপরায় ঘর্ঘরায় করি আলিঙ্গন,
নগর অদূরে গঙ্গা করে দরশন,
গৌতমের তপোবন পবিত্র আলয়,
তর্ক-সহকারে যথা ন্যায়ের উদয়।
এই খানে ঋষি-পত্নী অহল্যা সুন্দরী
পুরন্দর ছাত্র সনে গুপ্ত প্রেম করি
জলাঞ্জলি দিয়েছিল সতীত্ব-রতনে,
কোপাগ্নি জ্বলিল তায় তপোধন-মনে।
শাপ দিয়ে কুলটায় করিল পাষাণ
অচেতন-কলেবর, অসাড়, অজ্ঞান।
পরিণয়-আশে রাম যবে মিথিলায়
বিশ্বামিত্র ঋষি সনে এই পথে যায়,
পরশিল পদ তার পদ-বিচারণে
শৈলময়ী অহল্যায় শাপ-বিমোচনে,
অমনি উদ্ধার বালা শৈল হতে হয়,
অনুতাপে নিরমল-পবিত্র-হৃদয়।

তথা হতে চলে গঙ্গা হেলিতে দুলিতে
কিছুদূর দানাপুর থাকিতে থাকিতে,
মহাবেগে শোণ নদ ভয়ঙ্কর-কায়
প্রণমিয়ে নতশিরে ভেটিল গঙ্গায়।

শোণেরে সম্ভাষি গঙ্গা বলে, "বাছা-ধন,
কোথা হতে আগমন বল বিবরণ,
কি দেখে আইলে পথে, যাইবে কোথায়,
কেন বা হয়েছে তব রক্তবর্ণ কায় ?"
গঙ্গার আজ্ঞায় শোণ প্রফুল্ল-হৃদয়
ধীরে ধীরে সমুদয় দিল পরিচয়।

"অপূর্ব্ব শোভিত বিন্ধ্যগিরি মহাভাগ,
যে করে ভারতভূমি দ্বিভাগে বিভাগ,
অগস্ত্যের আগমন প্রতীক্ষা করিয়ে
চিরদিন আছে দুঃখে ভূমে প্রণমিয়ে ;
এল না অগস্ত্য ফিরে বিষাদিত-মন,
বেদনায় ভূধরের ঝরিল নয়ন ;
সেই নয়নের জলে জনম আমার।
জনরবে পাইলাম তব সমাচার,
আসিয়াছি অগস্ত্যের করিতে সন্ধান,
তব সনে যাব ইচ্ছা সিন্ধু-সন্নিধান।

"বিরাজিত জরাসন্ধ-হর্ম্ম্য মম তটে।
একাদশী দিনে রাজা পড়িল সঙ্কটে ;
ভীমার্জ্জুন সহ কৃষ্ণ কৌশল-নিদান
ভিক্ষা চাহিলেন জরাসন্ধ-সন্নিধান ;
কি ভিক্ষা বাসনা রাজা জানিতে চাহিল,
রণ-ভিক্ষা বীরত্রয়ে অমনি মাগিল ;

বাক্য-অনুসারে ভূপ যুদ্ধ দিল দান,
বৃকোদর বীরদম্ভে করিল আহ্বান।
উভয়েতে ঘোর রণ কে বাঁচে কে মরে ;
কুটা চিরে কৃষ্ণ ভীমে দেখালে সত্বরে,
অমনি জানিল ভীম বধের উপায়,
সাপটি বিক্রমে ধরে দুহাতে দুপায়,
বাঁশ-চেরা মত তারে চিরিয়া ফেলিল,
রক্তস্রোত নদী-অঙ্গে পড়িতে লাগিল ;
জরাসন্ধে করি বধ গেল বৃকোদর,
সেই হেতু রক্তবর্ণ মম কলেবর।

"দাঁড়াইয়ে আছে কূলে রহিতস গড়
পাথরে গঠিত যেন ভূধর অনড়,
অরি-আক্রমণ-বাধা করিতে বিধান
রামচন্দ্র-সুত কুশ করিল নির্ম্মাণ।

"অপূর্ব্ব রেলের সেতু অতি চমৎকার,
কত দূর অঙ্গ তার হয়েছে বিস্তার,
অগণ্য খিলানে তায় করেছে যোজনা
অটল প্রবাহবেগে, ধন্য গুণপণা ;
ইষ্টকে রচিত সেতু কিবা সুগঠন,
মম অঙ্গে কটিবন্ধ হয়েছে শোভন।"

শোণেরে লইয়ে সঙ্গে রঙ্গে নগবালা
উপনীত দানাপুরে যথা সৈন্যশালা।

সুন্দর বারিকপুঞ্জ ধবল-বরণ,
নবদূর্ব্বাদলে ঢাকা সুদীর্ঘ প্রাঙ্গণ।
চারি ধারে সুশোভিত বর্ত্ম পরিসর,
অশ্ব সেনা পদাতিক রয়েছে বিস্তর।
দানাপুরে করে বাস কত যে চামার,
করিতেছে জুতা তারা হাজার হাজার।

করি দূর সুরধুনী সৈন্যনিকেতন,
পাইলেন পাটনায় পুরী পুরাতন।
মগধের রাজধানী বিখ্যাত ধরায়
পূর্ব্বকালে বিরাজিত ছিল পাটনায়,
আখ্যায় 'পাটলীপুত্র' ধরিত নগর,
সীমাশূন্য ছিল রাজ্য অবনী-ভিতর।
আদি রাজা চন্দ্রগুপ্ত তেজে ত্বিষাম্পতি,
সমকক্ষ কোথা তার ছিল না ভূপতি।
মগধের আধিপত্য-শাসন ভীষণ
অবিবাদে দেশে দেশে করে বিচারণ,
তক্ষশিলা হতে চড়ি তেজ তুরঙ্গমে
উপনীত হয়েছিল সাগর-সঙ্গমে।
পাটনার কলেবর দীর্ঘ অতিশয়,
প্রস্থে কিন্তু অর্দ্ধক্রোশ হয় কি না হয়।
বিস্তারিত নদীতীরে শোভা মনোহর,
হর্ম্ম্যমালা সহ ঘাট তটের উপর।

একায়ত্ত অহিফেন জন্মে এই স্থলে,
উৎকট রোগের শান্তি করে গুণ-বলে,
প্রকাণ্ড গুদাম ভরে রাখিয়াছে তায়,
কত যে প্রহরী তথা গণা নাহি যায়।
সোরা করা কারখানা হাজার হাজার,
একায়ত্ত ছিল ইহা পূর্ব্বেতে রাজার,
যার কাজে রায় রামসুন্দর ধীমান,
লভিল বিপুল নিধি সুখ্যাতি সম্মান।

শত শত সদাগর বেচা কেনা করে ;
লবণ মসিনা ছোলা ধরে না নগরে।
সোণার বরণ জিনি সুপক্ক জনার,
বিরাজিত যবপুঞ্জ হয়ে স্তূপাকার।
মনোহর সহকার অতি নাবি ফল,
দাড়িম্ব অম্বল-মধু রসে টলমল,
বড় বড় পাটনাই কুল সুমধুর,
পীয়ূষ-পূরিত পীত পেয়ারা প্রচুর।

পাটনার গোল ঘর অতিচমৎকার
পরিপাটী সুগঠন শৈলের আকার,
বিপুল-পরিধি-যুত উচ্চ অতিশয়,
উপরে উঠিতে অঙ্গে সোপানদ্বিতয়।
তুরঙ্গে সুরঙ্গে চড়ি জঙ্গ বাহাদুর
অপাঙ্গে উঠিত তায়, শিক্ষা কত দূর !

গোল ঘর মধ্যে কথা কহিবে যেমনি,
দশবার প্রতিধ্বনি হইবে অমনি।

পরিহরি পাটনায় পতিতপাবনী
উপনীত আসি বাড়ে বাণিজ্যের খনি।
অগণন ফুলবন শোভে এই স্থলে,
ফুটেছে চামেলি বেলা পোরা পরিমলে,
সুগন্ধি ফুলেল তেল শীতলতাময়
তিলে ফুলে পরিণয়ে হয় উপজয়।

ছাড়ি বাড় চলিলেন অচল-দুহিতা
মুঙ্গের নগরে আসি ক্রমে উপনীতা।
বিরাজিত এই স্থানে দুর্গ পুরাতন,
অতি দীর্ঘ কলেবর, সুন্দর গঠন,
ইষ্টক প্রস্তরে রচা প্রকাণ্ড প্রাচীর,
অভেদ্য ভূধর-অঙ্গ, অতি উচ্চ শির,
তিন দিকে সুগভীর পরিখা খোদিত,
চতুর্থে জাহ্নবী নিজে পরিখা শোভিত,
শিলা-বিমণ্ডিত শক্ত দ্বারচতুষ্টয়,
কত কাল গত তবু অভঙ্গ অক্ষয়।
পূর্ব্বকালে জরাসন্ধ ভূপতি মহান
সুকৌশলে এই কেল্লা করে বিনির্ম্মাণ;
মির কাসিমের হস্তে হয় পরিষ্কার,
নবাব করিত হেথা রাজদরবার।

রাজা রাজবল্লভেরে ধরি বন্দিভাবে,
রেখেছিল এই দুর্গে দুরন্ত নবাবে,
করি দান প্রাণদণ্ড-অনুজ্ঞা ভীষণ,
জিজ্ঞাসিল "কি মরণে মরিবে রাজন ?"
অভয়ে বলিল ভূপ অতি ভক্তি-ভরে
"ডুবাইয়ে দেহ মোরে জাহ্নবী-উদরে।"
নবাব দিলেন সায় বাঞ্ছিত মরণে,
সমবেত কত লোক মৃত্যু-দরশনে।
কেল্লার উপরে আনি ভূপে বসাইল,
প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ড গলেতে বান্ধিল,
তার পরে নৃপবরে ধরি ধীরে ধীরে,
নিক্ষেপিল সুরধুনী-নিরমল-নীরে,
"জয় রাম" বলি রায় অনাতঙ্ক মনে,
পড়িল প্রচণ্ড বেগে পবিত্র জীবনে,
জীবন-নিধন হল জাহ্নবীর জলে,
ধন্য পুণ্যবান্ বলি কাঁদিল সকলে।

নবাব বিদ্রোহী বলি জ্বলি ক্রোধানলে
বন্দিভাবে এই দুর্গে অতীব বিরলে
রেখেছিল কৃষ্ণচন্দ্র রায় গুণাকরে,
সহপুত্র শিবচন্দ্র নিতান্ত কাতরে,
অনশন, জীর্ণ বস্ত্র, শীর্ণ কলেবর,
নাপিত অভাবে দাড়ী বাড়িল বিস্তর।

নিষ্ঠুর-নবাব-হাতে নাহি পরিত্রাণ,
পরিশেষে প্রাণদণ্ড করিল বিধান।
মশানে লইতে দূত আইল তথায়,
ধরিতে পারে না রাজা বসেছে পূজায়,
তদগদচিত্তে ভূপ পূজিছে শঙ্করে,
আরাধনা অন্তে যাবে অন্তকের ঘরে ;
এমত সময় শব্দ করি ভয়ঙ্কর,
আইল ইংরেজসেনা, আর কারে ডর,
মারিল মুসলমানে সম্মুখ-সমরে,
উদ্ধারিল পিতাপুত্রে অতি সমাদরে।
হয়েছিল ভূপতির দুর্গে যে আকার,
কৃষ্ণনগরেতে আছে আলেখ্য তাহার।

শিলা-বিনির্ম্মিত বাপী 'সীতাকুণ্ড' নাম,
উৎস উষ্ণোদকপূর্ণ শোভা অভিরাম,
বাপীতল হতে শ্বেত বিম্ব শত শত,
স্ফটিকের মালা গাঁথি উঠে অবিরত,
সলিল-উপরে উঠি বিম্ব ভঙ্গ হয়,
তাহাতে গন্ধকযুক্ত ধূমের উদয়।
সুপবিত্র সীতাকুণ্ড অতি স্বচ্ছ বারি,
তণ্ডুল উপল-তলে গণে লতে পারি।
সুতার সুমিষ্ট বারি পানে তৃপ্ত প্রাণ,
লেমোনেড সোডা তায় হতেছে নির্ম্মাণ।

বাপী-অতিরিক্ত তোয় ত্যক্ত মুক্ত দ্বারে
বহিতেছে অবিরল নিরমল ধারে,
অদূরে সম্ভূত তায় দীর্ঘ জলাশয়,
বিরাজে রাজীবরাজি কুন্দ কুবলয়।

মুঙ্গের নগরে শোভে ষোড়শ বাজার
কত রূপে করিতেছে বাণিজ্য বিহার।
আবলুস কাষ্ঠে গঠা দ্রব্য মনোহর,
হাতীর দাঁতের কার্য্য তাহার উপর,
লেখনী-আধার, কৌটা, বাক্স, আলমারি,
সুমার্জ্জিত কালরূপ শোভে সারি সারি।
গমের গাছেতে গড়া ঝাঁপি ফুলাধার,
বেনায় রচিত পাখা অতিচমৎকার।
এমন বন্দুক গঠে কামারে হেথায়,
কামান গঠিতে পারে শিক্ষা যদি পায়।

মুঙ্গের ছাড়িয়ে গঙ্গা করিল গমন,
ভাগলপুরেতে আসি দিল দরশন।
সুদীর্ঘ নগর ইটী, বিস্তারিত তীরে,
বিপুল বাজার পল্লী শোভিছে শরীরে।

চম্পাই নগর অতি রমণীয় স্থান,
যথায় বেহুলা সতী পতি-গত-প্রাণ
মনসা দেবীর দ্বেষে লোহার বাসরে
হারাইল প্রাণপতি অতীব কাতরে;

শব সনে চড়ি সতী কদলী-ভেলায়,
সতীত্বে নির্ভর করি ভাসিল গঙ্গায়,
দেবকন্যাগণ সনে করিয়ে প্রণয়,
বাঁচাইল পতিরত্ন আনন্দ-হৃদয়,
মনসাকানীর মান টুটিল অমনি,
ধন্য রে বেহুলা সতী রমণীর মণি।
অদ্যাপি শ্রাবণ মাসে চম্পাই নগরে
পূর্ণিমায় মেলা হয় বেহুলার তরে।

পূর্ব্বকালে এই স্থলে করিত বসতি
হেমকান্তি 'বস্তুবন্ত' বিখ্যাত ভূপতি,
'চম্পাকলি' ছিল তার নর্ত্তকী সুশীলা,
শিখিনী লাঞ্ছিত নৃত্যে, সুস্বরে কোকিলা
রাখিতে চম্পার মান রাজা গুণধাম
গৌরবে রাখিল 'চম্পা' নগরের নাম।

বিরাজে 'করণ-গড়' দুর্গ পুরাতন
শীর্ণ করিয়াছে তায় কাল-পরশন।
কর্ণ রাজা পূর্ব্ব কালে করিল নির্ম্মাণ,
যথায় উষায় নিত্য করিতেন দান,
ভক্তাধীনী 'মহামায়া' করুণার বলে,
এক শত মণ স্বর্ণ দরিদ্রের দলে।
তার পরে এই দুর্গে করিত বসতি,
পরাক্রমশালী জরাসন্ধ নরপতি।

মুসলমানেরা পরে করে অধিকার,
ইংরাজ করিছে তায় এক্ষণে বিহার।

জরাসন্ধ-কারাগার অতি ভয়ঙ্কর
বিরাজিত আছে আজো নগর-ভিতর,
মাটীর ভিতরে কত হয় দরশন
ইষ্টক-রচিত ঘর পুরাণ-গঠন।

বাবর, কুতব, আলি, মিলি তিনজনে,
নির্ম্মিল নদীর তীরে হর্ম্ম্য সুযতনে।
বিদ্রোহে বিমত্ত যবে হল সেনাকুল,
এই হর্ম্ম্য হয়েছিল দুর্গ অনুকূল।

ছাড়িয়ে ভাগলপুর গঙ্গা চলে যায়,
কালগ্রাম কেড়াগোলা অবিলম্বে পায়।
কেড়াগোলা-সন্নিকটে কুশী নদী আসি,
ভূধর-আজ্ঞায় হল জাহ্নবীর দাসী।
রাজমহলেতে গঙ্গা হইল উদয়,
পুরাতন রাজধানী নবাব-আলয়;
সুমিষ্ট তামাক হেথা সৌরভ সুন্দর,
শ্রান্তিহর, স্নিগ্ধকর, আনন্দ-আকর।

—

সপ্তম সর্গ।

ছাপঘাটি আসি পরে ভীষ্মের জননী,
পদ্মারে সম্ভাষি করে সুমধুর ধ্বনি,
"শুন পদ্মা সহচরি তরঙ্গরঙ্গিণি,
যাইতে পতির কাছে আমি পাগলিনী,
এই স্থান হতে পথ অদূর সহজ,
এই পথে নবদ্বীপ বঙ্গকুলধ্বজ;
অতএব প্রিয়সখি করিয়াছি স্থির,
এই পথে যাব আমি সাগর গভীর;
সুসভ্য সুন্দর দেশ এ পথে সকল,
ছেড়ে তাই যেতে চাই দুষ্ট দল বল।
বাঙ্গালের দেশ দিয়ে আছে আর পথ,
সেই পথে যাও তুমি লয়ে স্রোতরথ,
লয়ে যাও বুনো চর মস্‌নে বঙ্কক,
শমন-সদন-বর্ত্ম আবর্ত্ত অন্তক,
উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গ প্রবাহ প্রলয়,
হাঙ্গর কুম্ভীর ভয়ঙ্কর জন্তুচয়।"

কাতরে কাঁদিয়ে পদ্মা কহিল বচন,
"ছেড়ে দিতে একাকিনী সরে না লো মন,
সতত তোমার সনে করিছি বিহার,
কেমনে সহিব এবে বিরহ তোমার,

যেতেও ত নাহি পারি লয়ে দুষ্ট দলে,
বড় নিন্দা সভ্য দেশে করিবে সকলে,
কূলনিবাসিনী কুলকমলিনীগণ—
কিবা কেশ, কিবা বেশ, কেমন বচন—
বাঁধা ঘাটে করিবেন অভয়েতে স্নান,
আমি গেলে তাঁহাদের বড় অপমান ;
কাজে কাজে প্রাণসখি অন্য পথে যাই,
সময়ে সময়ে যেন সমাচার পাই।"

উন্মাদিনী প্রবাহিনী পদ্মা চলে গেল,
বিষণ্ণবদনে গঙ্গা জঙ্গীপুরে এল ;
জঙ্গীপুর গণ্য গঞ্জ বাণিজ্য-ভবন,
নিবসতি সদাগর করে অগণন,
বিরাজে মন্দির কূলে রেসমের কুটি,
বিচার করিছে বসে মুন্সেফ্, ডেপুটি,
টোল-ঘরে শুল্কদান নাবিকনিকরে
করিতেছে দাঁড় গুণে বিষাদ-অন্তরে।

জঙ্গীপুর করি দূর সুরতরঙ্গিনী,
জিয়াগঞ্জে উপনীত নগেন্দ্রনন্দিনী।
এক পারে জিয়াগঞ্জ শোভা মনোহর,
অপরে আজিমগঞ্জ সমান সহর,
জাহ্নবী-জীবন-মাঝে করে টলমল,
অভয়ে আনন্দে নৃত্য করে মীনদল।

ছাড়িয়ে নবাব-বাড়ী নগপতিবালা
বহরমপুরে এল যথা সৈন্যশালা ;
রমণীয় পথ ঘাট, বিশাল বারিক,
কামান বন্দুক অশ্ব কত পদাতিক।
বিরাজে কালেজ এক বিদ্যা-নিকেতন,
অধ্যয়ন করিতেছে শিশু অগণন।
অপূর্ব্ব কূলের শোভা নগরের তলে,
আচ্ছাদিত নবীন নিবিড় দূর্ব্বাদলে।

সুপণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন
করিতেন নিজ টোলে বিদ্যা বিতরণ,
নানা দেশ হতে ছাত্র পড়িত তথায়,
হইল পণ্ডিত কত তাঁহার কৃপায়,
কাশিমবাজারে তাঁর ছিল বাসস্থান,
মরিয়ে জীবিত শ্রেষ্ঠ বিদ্যা করি দান।

ধন্য রাণী স্বর্ণময়ী সদা রত দানে,
অকালে বিধবা বালা বিধির বিধানে,
বিভবশালিনী সতী সদা বিষাদিনী,
শ্বেতাম্বর-পরিধানা যেন তপস্বিনী,
ধর্ম্ম কর্ম্ম যাগযজ্ঞ ব্রত আচরণ
করিয়াছে বামাঙ্গিনী অঙ্গের ভূষণ ;
রাজীবলোচন যোগ্য সচিব ধীমান,
অবিবাদে রাজকার্য্য হয় সমাধান।

চপল-চরণে গঙ্গা চলিতে চলিতে,
পলাশীর মাঠে এল দেখিতে দেখিতে।
প্রকাণ্ড প্রান্তর এই সংগ্রামের স্থল,
হেরিলে হৃদয়ে হয় আতঙ্ক প্রবল।

ঐ মাঠের প্রান্তভাগে পাদপের মূলে,
কাঁদিতেছে কন্যা এক কল্লোলিনী-কূলে ;
আভাহীনা, আভাময়ী তবু জানা যায়,
চিকন নীরদে ঢাকা যেন রবি-কায়,
আনিতম্ব বিলম্বিত ছিল একা বেণী,
সঙ্কলিত ছিল তায় মণিমুক্তাশ্রেণী,
এবে বিষাদিনী বেণী খুলেছে খানিক,
ছিন্ন ভিন্ন মুক্তাপুঞ্জ পড়েছে মাণিক ;

হীরক নিন্দিয়ে জ্বলে নয়ন উজ্জ্বল,
শোভে তায় অপরূপ নিবিড় কজ্জল,
পড়িতেছে গলে তাহা অশ্রুবারি সনে,
বিলাপ হরণ করে সুখের ভূষণে,
ওড়নার এক ভাগ আছে বাম কাঁদে,
লুণ্ঠিত অপর ভাগ ধরায় বিষাদে ;

কাঁচলির শোভা হেরে বিজলী পালায়,
চক্রাকারে হীরাশ্রেণী শোভে গায় গায়,
ত্রিবলি তাহার তলে নাহি আবরণ,
মনোলোভা শোভা কিবা নয়নরঞ্জন,

খোদিত-দ্বিরদ-রদ-কান্তি নিরমলা,
পরশে পদ্মিনীমূল লাবণ্যের দলা,
উঠেছে উপরে শ্বেত তাম্বুর আকার
কুচসন্ধিস্থানে চূড়া মিশেছে তাহার ;
ছড়াইয়ে আছে বালা চরণ-যুগল,
বিবর্ণ পায়ের বর্ণে সুবর্ণের মল ;
দুই হস্ত স্থিত দুই জানুর উপর,
দশাঙ্গুলে দশাঙ্গুরী দীপ্তি মনোহর ;
ভাবনায় ভাসমানা ভীতা সঙ্কুচিতা,
অশোক-বিপিনে যেন জনক-দুহিতা।

সম্ভাষিয়ে সুরধুনী রমণী-রতনে
জিজ্ঞাসিল স্নেহভরে মধুর-বচনে,
"কে বাছা সুন্দরি, তুমি হেথা একাকিনী,
কেন হেন পরিতাপ, কিসে বিষাদিনী ?"

গঙ্গারে বন্দিয়ে বালা সহ সমাদর,
মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে করিল উত্তর,
"নিশ্চয় সিদ্ধান্ত মাতা জানিলাম মনে,
চিরস্থায়ী কিছু নহে নশ্বর ভুবনে।
সসাগরা ধরাধামে রাজত্ব করিয়ে
অনাহারে মরে ভূপ দ্বীপান্তরে গিয়ে,
বীরদম্ভ, ভীমনাদ, বিজয়, গৌরব,
সময়-সাগরে জলবিম্ব অনুভব,

কোথা গেল আধিপত্য-শাসন ভীষণ,
কোথা গেল মণিময় শিখি-সিংহাসন!
আদিত্য-প্রতাপ-ভরে কাঁপিত ভুবন,
যোড়করে দাঁড়াইত হিন্দুরাজগণ,
রাজ্যচ্যুত তারা সব শোকাতুর-মন,
লুঠেছে ভাণ্ডার সহ সজীব রতন;
উবে গেছে দেখ ক্ষণভঙ্গুর প্রতাপ,
বৃথাই রোদন, আর বৃথা পরিতাপ;
আমি মাতা, কাঙ্গালিনী অতি অভাগিনী,
পাগলিনী যেন মণিবিহীনা ফণিনী,
পরিচয় দিতে মম বিদরে হৃদয়,
সিহরি লজ্জায়, শোক নবীভূত হয়।
মোগলের রাজলক্ষ্মী—পরিচয় সার,
এই মাঠে হারায়েছি মুকুট আমার।"
বাণী শেষ করি বালা হল অন্তর্দ্ধান,
মিশাইল সমীরণে হয় অনুমান।

চলিতে চলিতে শিব-শিরোনিবাসিনী,
উতরিলা কাটোয়ায় ভীষ্মপ্রসবিনী।
কাটোয়ার কাষ্ঠভাষা কণ্টকের ধার,
মেয়ে বলে বনিতায়, ওকারে-অকার।
বিচার-আসনে বসি ডেপুটি রতন,
করিতেছে দণ্ড-দান, পাষণ্ডপীড়ন।

কাটোয়া বিখ্যাত গঞ্জ; কত মহাজন,
সারি সারি ঘাটে তরি বাণিজ্য-বাহন,
সরিষা মসিনা মুগ কলাই মুসুরি,
চাল ছোলা বিরাজিত হেরি ভূরি ভূরি,
সুরভি 'গোবিন্দভোগ' চাল যার নাম,
খাইতে সুতার কিন্তু বড় ভারি দাম।
নগরের পথ ঘাট বড় মন্দ নয়,
বদান্য ভিষজ-ঘর, ভাল বিদ্যালয়।

'অজয়' পাহাড়ে নদ ভয়ঙ্কর-কায়
চিতায়ে বিশাল বক্ষ বলে চলে যায়,—
লোহিত-বরণ অঙ্গ, প্রবাহ ভীষণ,—
কাটোয়ায় করে আসি গঙ্গা দরশন।
অজয়েরে সম্ভাষিয়ে গঙ্গা সমাদরে
জিজ্ঞাসিল কেন রক্ত মাখা কলেবরে ?
বন্দিয়ে অজয় বীর গঙ্গার চরণ,
সবিনয়ে বিবরণ করে নিবেদন ;—
'রামগড়' শৈলমালা শোভা মনোহর,
ভূধর-অধর-সম 'সোম'-সরোবর
বিরাজে তথায়, পূর্ণ সুবাসিত জলে,
কনক-কমল ভাসে ভরা পরিমলে,
বিকসিত ইন্দীবর সুনীল-বরণ,
মরাল মরালী কত করে সন্তরণ।

খচিত সোপানাবলি বিমল শিলায়,
সুরভি শীতল বায়ু সতত তথায়।

একদা বিকালে যবে পদ্মিনী-রঞ্জন
মাখাইল মহীধরে কাঞ্চন কিরণ,
দেবকন্যাকুল কেলি করিবার তরে,
মলয়-পবন-যানে, হরিষ অন্তরে,
নাবিল সরসী-তীরে উজলি ভূধর,
ত্রিদিব-সৌরভে পূর্ণ হল সরোবর।
আনন্দে মাতিয়ে ঝাঁপ দিল সরোবরে,
কৌতুক রহস্য হাসি ধরে না অধরে,
করতালি দিয়ে কেহ ভাসিতে লাগিল,
কেহ নীলাম্বুজ তুলি কাণে দোলাইল,
কেহ স্থির নীরে থাকি বলে এ কি ভাই,
নীলপদ্ম হেরি নীরে করে নাহি পাই,
কনক-কমল কেহ করিয়ে চয়ন,
হাসিয়ে সখীর অঙ্গে করিল অর্পণ,
কোন স্থানে দুই জনে সমরে মাতিল,
পরস্পরে কলেবরে জোরে জল দিল।

কতক্ষণে জলকেলি করি সমাপন,
সোপানে বসিল সুর-সুলোচনাগণ ;
বীণায় নিনাদ বাঁধি অতি সমাদরে,
আরম্ভিল সুসঙ্গীত সুমধুর স্বরে,

মোহিত মেদিনী শুনি ধ্বনি মনোহর,
আনন্দে অঘোর জীব ভূচর খেচর।

অকস্মাৎ পরমাদ, প্রমোদ-তপন
আচ্ছাদিল নিরানন্দ-অন্ধকার ঘন,—
দুরন্ত দানবদল দীর্ঘ-কলেবর,
ঢুলু ঢুলু মদে আঁখি, ধূলায় ধূসর,
ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কার অহঙ্কারে করি,
ধাইয়ে ঘেরিল যত ত্রিদিব-সুন্দরী,
ব্যাকুল মহিলাকুল মহাকোলাহলে
কাঁদিল কাতর-স্বরে একত্র সকলে।

ভূধর-কন্দরে আমি বসিয়ে বিরলে
পূজিতেছিলাম ভবে ভক্তি-বিল্বদলে,
রমণী-রোদন-রব প্রবেশিল কাণে ;
গিরি-অঙ্গ করি ভঙ্গ অমনি সে খানে
"মা ভৈঃ, মা ভৈঃ" বলি উপনীত হয়ে,
ক্রোধভরে ভীমনাদে দানবনিচয়ে,
বলিলাম, "ওরে দুষ্ট দৈত্য দুরাচার,
সরলা অবলা সনে হেন ব্যবহার ?
দূরে পলায়ন কর, নহিলে এখনি
মুষ্টিরূপ বজ্রে মাতা লুঠাবে ধরণী।"

অরুণ-অঙ্গজ-মূর্ত্তি দনুজ বলিল,
"দেবতা-দেবারি-ভয়ে সুধা লুকাইল

বিদ্যাধরী-সুধাধার-অধর-ভিতরে,
পাইয়ে সন্ধান তাই এই সরোবরে
এলেম অমর হতে, কে তুই পামর
বাধা দিতে এলি হেথা যেতে যম-ঘর !”

ছোট মুখে বড় কথা শুনি অঙ্গ জ্বলে ;
গলা টিপে দানবেরে ধরিলাম বলে,
মারিনু পাহাড়ে কীল নাসার উপরে,
বহিল শোণিত-স্রোত বল্ বল্ করে ;
তার পরে দৈত্যদ্বয়ে ধরিয়ে গলায়
ঠকাঠকি করিলাম মাতায় মাতায়,
ঘায় ঘায় মাতা দুটো ছটিকে পড়িল,
“ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী” দরশন দিল ;
এইরূপে হত করি দানব-নিকর,
শোণিতে হইল সিক্ত মম কলেবর ।

নিরাপদ রামাগণ, দানব নিধন,
আদরে আমায় সবে করি সম্ভাষণ,
হাত বুলাইল অঙ্গে স্নেহরসে ভাসি,
বলিল, “করিলে দান প্রাণ দৈত্য নাশি” ;
নবীন-নলিনী-দল করি সঞ্চালন,
দিলেন দেবতা-বালা সুখ-সমীরণ ;
শ্রান্তি দূর করি সুর-সুন্দরীর কুল
মধুর-বচনে দিল বর অনুকূল—

"সজোরে অজয় বীর, বরাঙ্গনা-বরে
চলে যাও কাটোয়ায় নির্ভয় অন্তরে,
সুরধুনী দরশন পাইবে তথায়,
পবিত্র হইবে দেহ, স্থান পাবে পায়।"
বর দিয়ে বামাকুল গেল নিজালয়,
দেখিতে তোমায় হেথা আইল অজয়।"

রুধির-বরণ-হেতু বলিয়ে অজয়
আনন্দে পথের শুভ সমাচার কয়,
"দেখিয়ে এলেম পথে কেন্দবিল্বগ্রাম.
যথা জয়দেব মিষ্ট কবিগুণগ্রাম
সরলতা-সরোবরে রসরূপ জলে
নিরমিল নিরমল কবিতা-কমলে,
প্রেমরূপ পরিমলে পরিপূর্ণ কায়,
জনগণ-মনরূপ মধুকর তায়।
কবিজাত জলজের লইতে আসব,
জয়দেব-রূপ ধরি আপনি কেশব
উপনীত হয়ে সুখে কবির আলয়
নিরমিল নিজ-করে পদ্য-কিসলয়;
ধন্য সতী পদ্মাবতী পতি-পদ্য-বলে
পীতাম্বর-পদসেবা করিল বিরলে।"

আদরে অজয়ে দেবী সহচর করি,
অগ্রদ্বীপে উপনীত অর্ণবসুন্দরী।

বিরাজেন গোপীনাথ এই পুণ্য ধামে,
সেবাহেতু জমীদারী লেখা তাঁর নামে :
সুগঠিত সুশোভিত মন্দির সুন্দর,
অতিথির বাসজন্য বহুবিধ ঘর ;
দ্বাদশ গোপাল-মধ্যে গোপীনাথে গণে,
বারদোলে দোলে তাই রাজার সদনে।

গোপীনাথে নীর দান করি নারায়ণী,
আইলেন নবদ্বীপ—পণ্ডিতের খনি।
সুবিখ্যাত নবদ্বীপ কত মহাজনে,
যাঁদের সুকীর্ত্তি শোভে ভারতী-ভবনে।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম, বিদ্যার ভাণ্ডার,—
লোকাতীত মেধা মতি অতিচমৎকার,—
গিয়েছিল মিথিলায় ন্যায়শিক্ষা হেতু,
শ্রেষ্ঠতম গণ্য তথা হয় যশঃকেতু,
তথাকার পণ্ডিতেরা বিদায়-সময়
ফিরে লইলেন গ্রন্থগুলি সমুদয়,
মনে ভয় বঙ্গদেশে গ্রন্থ যদি পায়,
কে আসিবে শিক্ষা হেতু আর মিথিলায় ?
পুস্তক ফিরায়ে দিয়ে নবীন পণ্ডিত
হাসিয়ে বলিল বাণী গৌরব সহিত,
স্মরণ-ভুলটে মম গ্রন্থ সমুদয়
সুন্দর হয়েছে লেখা, শুন পরিচয়,

বঙ্গে গিয়ে মন খুলে করিব প্রচার,
পাঠার্থে পাঠক হেথা আসিবে না আর।

পরম-পবিত্র-আত্মা ভারত-তপন
মধুর গৌরাঙ্গ প্রভু সোণার বরণ ;
জগতে মহৎ কাজ সাধিবে যে জন,
শৈশবে লক্ষণ তার দেয় দরশন ;
বিচারিয়ে মনে মনে পঠৎ-দশায়,
দেন প্রভু বিসর্জ্জন আহ্নিক পূজায়,
শুনি তাই গুরু রাগে বলিল বচন,
'সন্ধ্যা পূজা পরিহার কর কি কারণ ?'
উত্তর দিলেন দান নব অবতার,
"বাহ্যিক পূজায় মম নাহি অধিকার ;
অজ্ঞানের পরলোকে জ্ঞানের উদয়,
মৃতাশৌচ শুভাশৌচ হয়েছে উভয়।
দেবতা-সমান তিনি লোকাতীত-মতি,
বিরাজিতা রসনায় সদা সরস্বতী,
বিনীতস্বভাব শান্ত ধর্ম্মপরায়ণ,
তেজঃপুঞ্জ, দ্বিধাশূন্য, সত্য-আরাধন ;
উঠালেন জাতিভেদ ভ্রম বিড়ম্বনা,
পুত্তলিকা-পূজা আর দ্বিজ-উপাসনা ;
ধর্ম্ম-উপদেষ্টা তিনি, জ্ঞানের আলোক,
শক্তি হেরে ভক্তিভাবে ব্রহ্ম বলে লোক

প্রচারিতে প্রিয়ধর্ম্ম সত্য সনাতন
বিরাগী চৈতন্য, পরিহরি পরিজন ;
কাঁদিলেন শচীমাতা, গেল আঁখিতারা,
পাগলিনী পুত্রশোকে চক্ষে শত ধারা !
অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গঘরণী
হাহাকার করি কাঁদে লুঠায়ে ধরণী,
"বিদরে হৃদয়, মরি এ কি সর্ব্বনাশ !
সোণার সংসার ত্যজে লইলে সন্ন্যাস,
এটী কি ধর্ম্মের কর্ম্ম সর্ব্বগুণাধার,
বিনা দোষে বনিতায় কর পরিহার !
পতি পত্নী এক অঙ্গ সাধুর বচন,
তবে কেন দুঃখিনীরে, প্রিয়দরশন,
না লয়ে আদরে সনে সধর্ম্মিণী বলে,
অবহেলে সঁপে গেলে মহাশোকানলে ?"

সাধারণ-নর-সম প্রভু মহোদয়
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রেমপাশে আবদ্ধহৃদয় ;
জগতের হিত যেই হৃদে পেলে স্থান,
পটাস্ করিয়ে পাশ ছিঁড়ি খান খান।

বাসুদেব-ছাত্র শিরোমণি মহাশয়,
ব্যাসদেব-সম মতি অতি জ্যোতির্ম্ময়,
শিশুকালে বুদ্ধি-বলে হয়েছিল তাঁর
বালিতে অঞ্জলি ভরি অনল-আধার।

প্রচলিত শাস্ত্র তাঁর ভারত-ভিতর
সুবিখ্যাত "চিন্তামণিদীধিতি" সুন্দর।
বিদ্যা-আলোচনে কাল করিতেন ক্ষয়,
উদয় না হয় মনে কভু পরিণয় ;
বলিতেন পুত্র কন্যা হেতু প্রণয়িনী,
"লভিয়াছি পুত্র কন্যা বিনা বামাঙ্গিনী,
'ব্যুৎপত্তিবাদ' পুত্র, কন্যা 'লীলাবতী',"
বিনা বিয়ে বিবাহের আশা ফলবতী।
কাণভট্ট, রঘুনাথ, দুই নাম তাঁর,
শিরোমণি সহযোগে হয়েছে প্রচার।

স্মৃতির আধার রঘুনন্দন ধীমান্
শিরোমণি-সমাধ্যায়ী দেশ জুড়ে মান,
বঙ্গেতে বিখ্যাত 'স্মার্ত্তবাগীশ' আখ্যায়,
সব স্থানে তাঁর মত রয়েছে বজায়।

সুপণ্ডিত জগদীশ বিজ্ঞান-সবিতা
'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা'-বিজ্ঞজনয়িতা,
ব্যাকরণ-বিশারদ ছিলেন বিশেষ,
টীকার আলোকে তাঁর উজ্জ্বলিত দেশ।

বিদ্যা-বিমণ্ডিত-মুখ আগমবাগীশ,
তন্ত্রের তরুণ ভানু আলো দশ দিশ।

গদাধর ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত-রতন,
ন্যায়শাস্ত্র দেখিবার নবীন নয়ন,

শিরোমণি-বিরচিত গ্রন্থ-সমুদয়
গদাধর-টীকালোকে লোকে আলোময়।

বুনরামনাথ ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞবর
বৈভব-বাসনা-হীন, জ্ঞানে বিভাকর ;
নবকৃষ্ণ ভূপতির উজ্জ্বল সভায়
কাশীর পণ্ডিত আসি সকলে হারায়,
হেন কালে বুনরাম হইয়ে উদয়,
বেদান্ত বিচারে তারে করে পরাজয়।
সমাদরে মহারাজ বহু ধন দিল,
অধ্যয়নরিপু বলি তখনি ত্যজিল।

নদের গোপাল হেথা অবতীর্ণ হয়,
অর্থলোভী ভণ্ড ভ্রষ্ট দুষ্ট দুরাশয়,
বলেছিল এনে দেবে মরা লোক সব,
হয়েছিল নদীয়ায় মহামহোৎসব ;
ভণ্ডামি-প্রকাশে পড়ে গোপাল বিপাকে,
বঞ্চনা বালির বাঁধ কত দিন থাকে।

অষ্টম সর্গ।

ছাড়িয়ে গঙ্গায় পদ্মা কাঁদে অনিবার,
পাঠাইল জলাঙ্গীরে নিতে সমাচার ;
প্রবল-প্রবাহ-ভরে জলাঙ্গী আইল,
নদীয়ার সন্নিধানে গঙ্গায় ভেটিল।
জলাঙ্গীরে হেরি গঙ্গা ভাসিল উল্লাসে,
আলিঙ্গন করি তারে হাসিয়ে জিজ্ঞাসে,
"বল লো জলাঙ্গি সখি ! পদ্মা-বিবরণ,
কেমন আছেন তিনি, তুমি বা কেমন।"
"শুন সখি নিবেদন" জলাঙ্গী কহিল,
"ছেড়ে দিয়ে পদ্মানদী প্রমাদ ঘটিল,
যাই তুমি এই দিকে এলে লো সজনি,
মত্ত হল দলবল লাফিয়ে অমনি ;
রামপুর বোয়ালিয়া নগরী নূতন,
রম্য হর্ম্ম্য, ঘাট বাট, ছিল অগণন,
প্রবল প্রবাহ তায় ধরিয়ে সরোষে
রসাতলে অবহেলে দেছে বিনা দোষে।
কি করিবে যত যাবে, বলিতে না পারি,
নাচিতেছে হাঙ্গর কুম্ভীর সারি সারি ;
তুমি সখি, বুদ্ধিমতী, ভীষ্মের জননি,
ভদ্রসমাজেতে তাই তাদের আন নি।

"দেখিয়ে এলেম সখি, আসিতে হেথায়,
অপূর্ব্ব নগর এক নদী-কিনারায় ;
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি বিখ্যাত ভুবনে,
কবিতা কৌতুক সদা হাসিত সদনে,
যথায় ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর
গাইত মধুর বিদ্যাসুন্দর সুন্দর,
সেই নগরেতে তাঁর শুভ রাজধানী,
অদ্যাপি বিরাজে যথা সুখে বীণাপাণি।

"রাজার প্রকাণ্ড বাড়ী সেকেলে-গঠন,
কত সিঁড়ি কত ঘর যেন হর্ম্ম্য-বন ;
চমৎকার-পরিপাটী পূজার দালান,
ভবনের মধ্যে ইটী নৈপুণ্যে প্রধান,
বজ্রসম গাঁথা ইট, চিত্রিত উপরে,
কতকাল গেছে তবু চক্‌মক্‌ করে ;
গড়ের বাহিরে সিংহদ্বার-চতুষ্টয়,
নিপুণ গাঁথনি তার শক্ত অতিশয়,
প্রসর বিস্তর, আছে উচ্চতা বিশেষ,
খিলানে যোজনা করা নাহি কাষ্ঠলেশ।

"এখন সতীশচন্দ্র রাজা তথাকার
সভ্য ভব্য মিষ্টভাষী, নাহি অহঙ্কার ;
কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় অমাত্য-প্রধান,
সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য, বিদ্বান,

সুমধুরস্বরে গীত কিবা গান তিনি,
ইচ্ছা করে শুনি হয়ে উজানবাহিনী।

"পরম ধার্ম্মিকবর এক মহাশয়,
সত্য-বিমণ্ডিত তাঁর কোমল হৃদয়,
সারল্যের পুত্তলিকা, পরহিতে রত,
সুখ দুঃখ সম জ্ঞান ঋষিদের মত,
জিতেন্দ্রিয় বিজ্ঞতম বিশুদ্ধ বিশেষ,
রসনায় বিরাজিত ধর্ম্ম-উপদেশ,
এক দিন তাঁর কাছে করিলে যাপন,
দশ দিন থাকে ভাল দুর্ব্বিনীত মন,
বিদ্যা-বিতরণে তিনি সদা হরষিত,
নাম তাঁর 'রামতনু' সকলে বিদিত।

"ব্রজনাথ নামে এক আছে বিজ্ঞ জন,
স্বদেশের হিতে তাঁর বিক্রীত জীবন,
সফল বাসনা, তবু বিহীন উপায়,
একমাত্র আছে অধ্যবসায় সহায়,
করেছেন বিদ্যালয় সমাজ স্থাপন,
বালকের মন হতে ভ্রম-নির্ব্বাসন।

"করিলাম তার পরে সুখে দরশন
আনন্দ-প্রফুল্ল-মুখ ভিষক-রতন,
সুশীলতা সরলতা মাখা কলেবরে,
ভাসিতেছে চিত্ত তাঁর দয়ার সাগরে,

অকপট পীরিতের পবিত্র আধার,
সুললিত রসনায় সুধা অনিবার,
দীন দুঃখী তাঁর কাছে আদর-ভাজন,
দেখেন তাদের সদা করিয়ে যতন,
বিনা মূল্যে বিতরণ ভাবুক ভেষজ,
বিকাশিত যাতে তাঁর হৃদয়-পঙ্কজ ;
ধনীতে কাঞ্চন দেয়, দীনে আশীর্ব্বাদ,
তাতেই তাঁহার মনে বিমল আহ্লাদ ;
কেমন স্বভাব তাঁর, মধুর বচন,
ছেলেরা আনন্দে নাচে পেলে দরশন,
ছেলেদের কালী বাবু, ছেলেরা কালীর,
উভয়েতে মিলে যায় যেন নীর ক্ষীর।

"লোহারাম গুণধাম অতি সদাচার,
বিরাজিত রসনায় কাব্য অলঙ্কার,
লিখিয়াছে 'মালতীমাধব' সুললিত,
'বঙ্গ ব্যাকরণ,' বঙ্গময় বিচলিত।

"কৃষ্ণনগরেতে আছে কালেজ সুন্দর,
বিদ্যাবিশারদ তার শিক্ষকনিকর ;
এ কালেজ একবার উমেশ-প্রভায়
উঠেছিল সর্ব্বোপরি বিদ্যা-পরীক্ষায়।

"বৃথা বিদ্যা, বৃথা বিত্ত, বৃথাই জীবন,
যদি শিক্ষা নাহি পায় সীমন্তিনীগণ ;

কৃষ্ণনগরের লোক সাহসিক অতি,
করিতেছে নানা মতে সভ্যতা-উন্নতি,
বিরাজে নগরে দুটী বালা-বিদ্যালয়,
পড়িতেছে সকলের তনয়ানিচয়।

"উপাদেয় রাজভোগ মেলে লো তথায়,
সরভাজা সরপুরি বিখ্যাত ধরায়,
শচীর রসনা-যোগ্য, কি মধুর তার,
ভোলা না কি যায় তাহা খেলে একবার ?

"কালেজের তল দিয়ে এলেম চলিয়ে,
সবে বলে খড়ে যায় আমায় চাহিয়ে।"

নীরব হইল সতী জলাঙ্গী সুন্দরী ;
উপনীত সুরধুনী কাল্না নগরী।
নদী হতে অপরূপ শোভা কালনার,
যেন এক বরাঙ্গনা পরি অলঙ্কার
দাঁড়াইয়ে উপকূলে সহাস-বদনে
হেরিছে তরঙ্গ-রঙ্গ জাহ্নবী-জীবনে।

এই স্থলে লালজীর সুখ অবস্থান,
নির্ম্মিত মন্দির বড়, সুন্দর সোপান,
বায়ান্ন মোহন চূড়া শোভিত মন্দিরে,
শিখরনিকর যথা শিখরীর শিরে ;
উপাদেয় রাজভোগ, প্রদত্ত রাজার,
জামাই-আদরে দেব করেন আহার,

অতিথি বৈষ্ণব সাধু যে সেখানে যায়,
প্রসাদ ভক্ষণ করে রাজার কৃপায়।

কীর্ত্তিচন্দ্র নরপতি বর্দ্ধমানেশ্বর,
বিভবে কুবের, দানে কর্ণ গুণাকর,
জাহ্নবীর স্নান-আশে মহিষীর সনে
উপনীত কালনায় সুপবিত্র-মনে।
সেই কালে কালনায় সন্ন্যাসি-প্রবর
আইলেন লয়ে এক বিগ্রহ সুন্দর ;
ঠাকুরের হেরি রূপ রাজা রাজরাণী
বলিলেন সন্ন্যাসীরে সবিনয় বাণী,
"মোহন-মূরতি দেব শোভা আভাময়,
সশরীরে নারায়ণ ভুবনে উদয় ;
কি কারণ তপোধন, বাম পাশে নাই
বনমালি-বিলাসিনী বিনোদিনী রাই ?
রমণী বিহনে মনে কারো নাহি সুখ,
সংসার আঁধার, দুঃখে সদা ম্লানমুখ,
নারী বিনা গৃহশূন্য মানবমণ্ডলে,
লক্ষ্মীছাড়া লক্ষ্মীপতি পত্নী-ছাড়া হলে।
অতএব নিবেদন তপোধন করি,
হেমরুচি হেমকান্তি রাধিকা সুন্দরী
তোমার শ্যামের সনে দিই পরিণয়,
বল দেখি তব মত হয় কি না হয় ?"

সন্ন্যাসী সম্মতি দিল, রাজা সমাদরে
নিরমিয়ে হেম-রমা মাধবের করে
করিলেন সম্প্রদান সহ রত্নরাজি
বসন ভূষণ ভূমি গাভী গজ বাজি;
স্নেহময়ী মহিষীর আনন্দ অপার,
সহচরীদলে মিলে করে কুলাচার;
বরণ করিয়ে মেয়ে জামাই-রতনে
বসাইল সিংহাসনে হরষিত-মনে।
নূতন নূতন পূজা হয় দিন দিন,
কালনায় রাজপুরে সুখসীমা হীন।

এইরূপে কিছু দিন বিগত হইল,
তনয় তনয়বধূ সন্ন্যাসী যাচিল।
কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজ কৌশলে তখন
বলিলেন সন্ন্যাসীরে এই বিবরণ,
"বৈবাহিক তপোধন তুমি হে আমার,
জান না কি রাজবংশে আছে কি আচার?
ভূপতি-দুহিতা ভূপ-কুল-সরোবরে
নবীনা নলিনী রূপে বিহরে আদরে,
মধুলোভী মধুকর রাজার জামাই
সরে চরে জনকের মুখে দিয়ে ছাই।
কমলিনী নাহি যায় ভ্রমর-ভবনে,
কেন তবে যাবে মেয়ে জামাতার সনে?

দূরীভূত কর ভ্রম বৈবাহিক ভাই,
হয়েছে তনয় তব রাজার জামাই।”

নিরুত্তর তপোধন রাজার কথায়,
ঠাকুরে করিয়ে দান পর্য্যটনে যায়।
লালাজী জামাইগণে বর্দ্ধমানে বলে,
লালজীরে পূর্ব্বে বলে লালাজী সকলে।

কত কীর্ত্তি করেছেন বর্দ্ধমানেশ্বর,
চক্রাকারে শোভা করে মন্দিরনিকর,
বিরাজিত এক শত আট শিব তায়,
পূজারি নিযুক্ত কত দৈনিক পূজায়।
অপরূপ অট্টালিকা, যাহার ভিতরে
স্বর্গীয় রাজার আত্মা সতত বিহরে,
চামর, ব্যজন, যোটা, সুখ সিংহাসন,
পর্য্যঙ্ক, পানের বাটা, লোহিত বসন,
তামাক কলিকা টিকা হুকা সরপোষ,
সাধিতেছে দিবানিশি আত্মার সন্তোষ।

যখন চৈতন্য-দেব ত্যজিয়ে সংসার,
দেশে দেশে সত্যধর্ম্ম করেন প্রচার,
প্রথমেতে উপনীত হয়ে কালনায়,
লভেন বিশ্রাম বসি তেঁতুল-তলায়,
সেই তেঁতুলের তরু করুণার বলে
অদ্যাপি বিরাজে, বলে গোঁসাই-মণ্ডলে।

তেঁতুল গাছের কাছে শোভিছে মন্দির,
চারুমূর্ত্তি দারুময় মুরারি-শরীর
বিরাজিত তার মধ্যে শুভদরশন,
বরবর্ণিনীর বর্ণ সুবর্ণ-বরণ।
অপরূপ রাসমঞ্চ সুগোল-গঠন,
বিরাজে ঘেরিয়ে তায় সুগোল প্রাঙ্গন,
ধারে ধারে চক্রাকারে অতি সুশোভিত
জোড়া জোড়া দেবদারু তরু পল্লবিত।

পরিহরি কালনায় গৌরাঙ্গ-ভবন,
শান্তিপুরে সুরধুনী দিল দরশন।
যথায় ভবানীপতি 'ভক্ত অবতার'
হলেন 'অদ্বৈত' নামে, হরিতে ভূভার,
চৈতন্যের দীক্ষাগুরু অসীম-গৌরব,
খৃষ্ট-অবতারে যথা 'জনের' সম্ভব।

পবিত্র অদ্বৈত-বংশ-পঙ্কজ-তপন
সাহসী 'গোঁসাই' ভট্টাচার্য্য মহাজন,
পণ্ডিত-পটল-পন্থা প্রভাময়-মতি,
বিচারে বিরাজে মুখে আপনি ভারতী।
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড-পতি আরাধ্য তাঁহার,
তিনি কি পূজেন কভু কোন অবতার?
দ্বিজদল গর্ব্ব করি বলিল সভায়
"গৌরাঙ্গ পরম ব্রহ্ম সংশয় কি তায়,"

উত্তর গোঁসাই দিল ব্রহ্মবাদী ন্যায়,
"সন্দ নন্দ-নন্দনেতে, গৌরাঙ্গ কোথায়!"

সুরপুর-সম পুর শান্তিপুর ধাম,
গায় গায় অট্টালিকা শোভা অভিরাম,
কিবা ঘাট, কিবা বাট, কিবা ফুলবন,
যে দিকে চাহিয়ে দেখি জুড়ায় নয়ন।
নিবসতি করে লোক সংখ্যা নাহি তার,
গোঁসাই দরজি তাঁতি হাজার হাজার।
শান্তিপুরে ডুরে শাড়ী সরমের অরি,
'নীলাম্বরী', 'উলাঙ্গিণী', 'সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।'

সারি সারি কত নারী নবীনা সুন্দরী
চলিতেছে হাস্য-মুখে পথ আলো করি,
বাজিছে মোহন মল চঞ্চল চরণে,
উড়িছে অঞ্চল চারু চল সমীরণে,
মনোভব-মনোরমা-সমা রামাগণ,
হাসিল আনন্দে করি গঙ্গা দরশন,
অঞ্চল পেঁচিয়ে কান্ধে বান্ধিয়ে কোমর
ভাসাইল নব অঙ্গ গঙ্গার উপর,
একেবারে কত রামা জীবনে ভাসিল,
কমলে কমলে যেন কমল ঢাকিল।

গুপ্তিপাড়া গণ্ডগ্রাম বিপরীত পারে,
কুলীন বামণ কত কে বলিতে পারে।

গৌরবে কুলীনগণ বলে দম্ভ করে,
"ষাট বৎসরের মেয়ে আইবুড় ঘরে।"
যে কন্যা কুমারীভাবে চির দিন রয়,
কুলীন-মহলে তারে 'ঠ্যাকা মেয়ে' কয়।

এক এক কুলীনের শত শত বিয়ে,
রাখিয়াছে নাম ধাম খাতায় লিখিয়ে।
নিষ্ঠুর নির্দ্দয় নীচ পামর কুলীন
আপন ভবনে বসি ভাবনাবিহীন,
অশন-বসন-হীনা দীনা দারাদল
পিতৃগৃহে কাঙ্গালিনী, চক্ষে বহে জল।
ভ্রাতৃজায়া ভাল মুখে কথা নাহি কয়,
অধোমুখে অনাথিনী দিবানিশি রয়,
কখন পাচিকা বালা, কভু দাসী হয়,
তবু কি মুখের অন্ন সুখে উপজয়?

স্বামী স্বত্ত্বে নারী যদি নিবসতি করে
নবীন যৌবন-কালে জনকের ঘরে,
সাবিত্রী-সমান সতী হলেও কল্যাণী
কলঙ্ক-আমোদী লোক করে কাণাকাণি;
কল্পিত কলঙ্ক কাল ভুজঙ্গ ভীষণ,
মহোরগ তুলনায় লতা-দরশন!
একে চিরবিরহিণী অভাগিনী বালা,
তাহাতে আবার মরি কলঙ্কের জ্বালা।

ধনাঢ্য লম্পট শঠ কামান্ধ অধম
বলিল কুলীনে, "শুন পরামর্শ মম,
বনিতা অনেক তব আছে দ্বিজবর,
নবীনা সুন্দরী যেটী তাহার ভিতর
বাছিয়ে আমার করে কর সমর্পণ,
বিনিময়ে অনায়াসে পাবে বহু ধন,
তুমিও আমার সনে থাক সহচর,
তাহাতে সতত রবে সন্দেহ অন্তর।"

সম্মত হইয়ে তায় দ্বিজ কুলাঙ্গার,
"তোমায় লইয়ে আমি করিব সংসার"
ছলনায় ললনায় আনিয়ে গোপনে,
রেখেদিল লম্পটের কেলি-কুঞ্জবনে।
সিহরি শঙ্কায় সতী সরোষে বলিল,—
দীননেত্রে নীরধারা বহিতে লাগিল,—
"স্বামী হয়ে তুমি নাথ, কি কর্ম্ম করিলে,
সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম নাশিতে আনিলে
পাপাত্মার পাপালয়ে প্রবঞ্চনা করি ?
নিদারুণ মর্ম্মব্যথা, মরি মরি মরি ;
ছিলেম বাপের বাড়ী বিরাগিণী হয়ে,
করিতাম দিনপাত ধর্ম্মকর্ম্ম লয়ে,
কেন তুমি, হা নিষ্ঠুর ! ঘুচালে সে বাস ?
কলঙ্কিনী করে স্বামী, এ কি সর্ব্বনাশ !

পতি যদি রোষভরে পদাঘাত করে,
অথবা নিক্ষেপ করে ভীষণ সাগরে,
কিংবা দাবানলে দগ্ধ করে অনিবার,
তথাপি পতির প্রতি না হয় বিকার ;
কিন্তু যদি মূঢ়মতি পতি ধন-আশে
বিবাহিতা বনিতার সতীত্ব বিনাশে,
নাহি আর করি তার মুখ দরশন,
খণ্ড খণ্ড করে ফেলি বিবাহ-বন্ধন।
কাজেতে পেলেম আমি ভাল পরিচয়,
কুলীনের সনে বিয়ে বিয়ে কভু নয়,
পরিণয়-পাশ আজ জীবনের সনে
নাশিব করিনু পণ জাহ্নবী-জীবনে।”
কূলে উপনীত বালা সজল-নয়ন,
ঝাঁপ দিয়ে গঙ্গা-জলে ত্যজিল জীবন।

গুপ্তিপাড়া-অহঙ্কার অমূল্য ভূষণ
বিজ্ঞ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রতন ;
হেরে মেধা বলেছিল পিতা শিশুকালে
“বানুও পণ্ডিত হইবেন কালে কালে।”
ক্রমে ক্রমে বাণেশ্বর হইলে পণ্ডিত,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তায় সম্মান সহিত
সভাপণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত করে,
বিজয়ী যথায় বিজ্ঞ বিচার-সমরে।

গুপ্তিপাড়া ছাড়াইয়ে বেগের সহিত
সঞ্চাগড়ে শৈলবালা হল উপনীত।
এই স্থানে চূর্ণীনদী, প্রেরিত পদ্মার,
যোড়করে জাহ্নবীরে করে নমস্কার।
চূর্ণীরে আদরে ধরে সাগর-সুন্দরী
জিজ্ঞাসিল সমাচার, আলিঙ্গন করি,
"বল বল বিবরণ চূর্ণি সুলোচনে,
কোথা হতে ছাড়াছাড়ি, এলে কার সনে।"
গঙ্গার চরণে করি সহাসে প্রণতি,
উত্তর করিল চূর্ণী মাতাভাঙ্গা সতী।

"স্বীকারপুরের কুটী, তাহার উত্তরে
ছাড়িয়ে এসেছি পদ্মা, লহরীনিকরে
তিনজনে একাসনে কিছু দুর এসে,
কুমার চলিয়ে গেল মাগুরা প্রদেশে,
দুইজনে আইলাম কৃষ্ণগঞ্জ ধামে,
তথা হতে ইচ্ছামতী চলে গেল বামে,
সঙ্গিনী-বিচ্ছেদে ভাসি নয়নের জলে,
একা আইলাম শিবনিবাসের তলে ;
যথায় বিরাজে আদি-রাজ-নিকেতন,
পতিত করেছে কিন্তু কাল-পরশন।
এ ক্ষণে গঙ্গেশচন্দ্র রাজা তথাকার,
কৃষ্ণচন্দ্র-অংশ তায় করিছে বিহার।

কঙ্কণের মত আমি এসেছি ঘুরিয়ে,
তাই সেথা ডাকে মোরে 'কঙ্কণা' বলিয়ে।
ছাড়াইয়ে রাজধানী মন্দির উদ্যান,
পাইলাম হাঁসখালি বাণিজ্যের স্থান।

"চলিতে চলিতে পরে চড়িয়ে লহরী
দেখিলাম সুখে মামজোয়ানী নগরী।
মামজোয়ানী রে, তোর সার্থক জীবন,
দিয়াছ সমাজে শ্যামাচরণ-রতন,
অধ্যবসায়ের জোরে মান্য মহাজন,
স্বীয়ভাগ্য-বিশ্বকর্ম্মা ভকতি-ভাজন,
'ব্যবস্থা-দর্পণ'-কর্ত্তা বিজ্ঞ অতিশয়,
স্থাপিত করেছে দেশে ভাল বিদ্যালয়।

"তার পরে ক্রমে ক্রমে হয়ে অগ্রসর,
দেখিলাম রাণাঘাট স্থান মনোহর,
বিরাজে তথায় পালচৌধরী ধনেশ,
জমীদারী করী হয় যাহার অশেষ,
বিবাদে গিয়েছে বয়ে, নাহিক প্রতাপ,
বিরোধে বিষাদ, ব্যয়, বিনাশ, বিলাপ।
দয়াশীল শ্রীগোপাল অতি সদাশয়,
পালচৌধরীর কুল যায় আভাময়।

"রাণাঘাট ছাড়ি আইলাম হরধাম,
যথায় বিরাজে এক রাজা গুণগ্রাম,

সুরধুনী কাব্য

দ্বিতীয় ভাগ।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর

প্রণীত।

(গ্রন্থকারের পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত)

কলিকাতা

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৩৪

মূল্য।৵০ ছয় আনা মাত্র।

সুরধুনী

কাব্য।
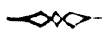
দ্বিতীয় ভাগ।

নবম সর্গ।

ত্রিবেণী পড়িল পিছে, পতিতপাবনী
চলিল বিষণ্ণ-মনে পরমাদ গণি ;
দুই দিকে চলে গেল সঙ্গিনী দুজন,
আর কি তাদের সনে হইবে মিলন।
চলিতে চলিতে গঙ্গা দেখে দুই তটে
নগর নগরী কত আঁকা যেন পটে।

পরিপাটী বংশবাটী স্থান মনোহর,
যে দিকে তাকাই, দেখি সকলি সুন্দর,
বিদ্যাবিশারদ কত পণ্ডিতের বাস,
সুগৌরবে শাস্ত্রালাপ করে বার মাস।

এই স্থলে জন্মেছিল শ্রীধর রতন,
কথক-কুলের কেতু কাঞ্চন-বরণ ;
সুভাবে রচিল কত গীত মধুময়,
শুনিলে আনন্দে নাচে লোকের হৃদয় ;
অকালে কালের করে পড়িল সুজন,
কাঁদিল কামিনী, কন্যা, কবি, বন্ধুগণ।

দেখিলেন সুরধুনী পুলকিত-মনে
নয়নরঞ্জন দৃশ্য ত্রিদিব-ভুবনে ;—

সজল-নয়নে, নিশ্বাসের সনে,
কাঁপায়ে পঙ্কজ-পাণি,
যখন বিদায়, পতি সবিতায়,
দেয় শ্বেত উষারাণী ;
কূল-ফুল-বনে, কুসুম-চয়নে,
চঞ্চল-চরণে আসে
বালা-চতুষ্টয়, রূপ আভাময়,
বিজলী বিকাশে হাসে।
কাল কেশ ঘন, যেন নব ঘন,
পৃষ্ঠদেশে সুবিস্তার,
নামিয়ে বরণ, করিছে চরণ,
চুম্বিছে হিঙ্গুল তার।
বদন-উপরে, ইন্দীবর-সরে,
ভাসিছে ভাসন্ত আঁখি,

মুখে মুখ দিয়ে, অথবা বসিয়ে,
যুগল খঞ্জন পাখি ;
কিশোর নয়ন, কভু বরিষণ
করে নি প্রণয়-নীর,
যুবায় হানিতে, শেখে নি টানিতে
কঠিন কটাক্ষ-তীর।

সরস অধরে, জবা-রাগ ধরে,
পীয়ূষ বিহরে তায়,
বিমল নিশ্বাসে, পরিমল ভাসে,
কুসুম-সৌরভ পায়।
অতীব সুষমা, অর্দ্ধেক চন্দ্রমা,
চিবুক সরল গোল,
টিপিয়ে আদরে, বিধি নিজ করে
দিয়েছে মোহন টোল!
গোলাপের দাম, গণ্ডে অভিরাম,
হাতে তুলিবার নয়,
যে হবে বরণ, জানিবে সে জন,
চুম্বনে চয়ন হয়।

ভুজবল্লী গোল, নিতান্ত নিটোল,
কোমল শিলায় গটা,
নিন্দি শতদল, শোভে করতল,
নখরে মুকুতা-ছটা।

এই স্থলে জন্মেছিল শ্রীধর রতন,
কথক-কুলের কেতু কাঞ্চন-বরণ ;
স্থভাবে রচিল কত গীত মধুময়,
শুনিলে আনন্দে নাচে লোকের হৃদয় ;
অকালে কালের করে পড়িল স্থজন,
কাঁদিল কামিনী, কন্যা, কবি, বন্ধুগণ।

দেখিলেন স্থরধুনী পুলকিত-মনে
নয়নরঞ্জন দৃশ্য ত্রিদিব-ভুবনে ;—

সজল-নয়নে, নিশ্বাসের সনে,
কাঁপায়ে পঙ্কজ-পাণি,
যখন বিদায়, পতি সবিতায়,
দেয় শ্বেত উষারাণী ;
কূল-ফুল-বনে, কুস্থম-চয়নে,
চঞ্চল-চরণে আসে
বালা-চতুষ্টয়, রূপ আভাময়,
বিজলী বিকাশে হাসে।
কাল কেশ ঘন, যেন নব ঘন,
পৃষ্ঠদেশে স্থবিস্তার,
নামিয়ে বরণ, করিছে চরণ,
চুম্বিছে হিঙ্গুল তার।
বদন-উপরে, ইন্দীবর-সরে,
ভাসিছে ভাসন্ত আঁখি,

মুখে মুখ দিয়ে, অথবা বসিয়ে,
যুগল খঞ্জন পাখি;
কিশোর নয়ন, কভু বরিষণ
করে নি প্রণয়-নীর,
যুবায় হানিতে, শেখে নি টানিতে
কঠিন কটাক্ষ-তীর।

সরস অধরে, জবা-রাগ ধরে,
পীযূষ বিহরে তায়,
বিমল নিশ্বাসে, পরিমল ভাসে,
কুসুম-সৌরভ পায়।

অতীব সুষমা, অৰ্দ্ধেক চন্দ্রমা,
চিবুক সরল গোল,
টিপিয়ে আদরে, বিধি নিজ করে
দিয়েছে মোহন টোল।

গোলাপের দাম, গণ্ডে অভিরাম,
হাতে তুলিবার নয়,
যে হবে বরণ, জানিবে সে জন,
চুম্বনে চয়ন হয়।

ভুজবল্লী গোল, নিতান্ত নিটোল,
কোমল শিলায় গটা,
নিন্দি শতদল, শোভে করতল,
নখরে মুকুতা-ছটা।

এমন সুন্দরী, পরী কি কিন্নরী,
নন্দন-কাননে পেলে,
ভূলোকের নয়, করিয়ে নির্ণয়,
লবে দেবকন্যা ফেলে।

সাবিত্রী, সরলা, বিরজা, বিমলা,
তুলিতে লাগিল ফুল,
প্রভাত-পবন, চুম্বিয়ে বদন,
দোলায় কাণের দুল।

লক্ষ্মী সরস্বতী, শচী আর রতি,
ধরিয়ে বালিকা-বেশ,
কুসুম-চয়নে, যেন ফুলবনে,
এলায়ে নিবিড় কেশ।

সাবিত্রী হাসিয়ে বলে, "চরণ কেমনে চলে,
ধরেছে কুন্তলে বলে বেলা,
বাহুতে বেড়িয়ে বলে, টানিতেছি কেশদলে,
ছাড়ে না, তরুর এ কি খেলা!
সুকোমল তরুবর, পল্লবিত মনোহর,
ফুলকুল শোভা করে অঙ্গ,
তবে কেন তরুরাজ, করিতেছ হেন কাজ,
কামিনী-কুন্তল ধরে রঙ্গ?
ছাড় ছাড়, পড়ি পায়, বক্রভাবে কটি যায়,
কি দায় কাননে এসে মোর,

অবলা-বিনতি শুন, বলিতেছি পুনঃ পুনঃ,
ছাড় ছাড়, করো নাকো জোর।
এস লো সরলে সই, তোমার শরণ লই,
নতুবা বেলায় বধে প্রাণ,
তোমার মধুর রবে, তরুবর শান্ত হবে,
কেশপাশে দেবে মুক্তিদান।"

দূরেতে সরলা বলে, বসন্ত-কোকিল-কলে,
"ক্ষণেক বিলম্ব কর, যাই,
অকস্মাৎ সুলোচনে, বিপদে পতিত বনে,
আমাতে ত আমি আর নাই।
গোলাপ তুলিতে গিয়ে, অলকার হল বিয়ে,
কুসুমিত পল্লবের সনে,
টানিতেছে অলকায়, সে বুঝি ছিঁড়িয়ে যায়,
জননীরে ভাসায়ে জীবনে ;
আমাদের এই গতি, টেনে নিয়ে যাবে পতি,
পরিণয় হইবে যখন,
পরিয়ে সিন্দূর শাড়ী, যাইব শ্বশুর-বাড়ী,
মা জননী করিবে রোদন।"

সরলা পরেতে হাসি, সাবিত্রী-নিকটে আসি,
কেশ-রাশি ছাড়াইয়া দিল,
কৌতুকে সরলা কয়, "রঙ্গ বড় মন্দ নয়,
কেন তরু কেশ পরশিল ?

যৌবন-মুকুল সই, ফুটিবার বাকি কই,
তাই তরু চুম্বিল কুন্তল,
সঙ্কেত হইল তায়, তোমায় করিতে চায়
প্রণয়িনী পতির সম্বল ;
সুখের নাহিক শেষ, পরিণয় হবে বেশ,
নবীন কুসুমতরু বর,
বিধি হবে অনুকূল, ছেলে মেয়ে হবে ফুল,
সৌরভে মোদিত হবে ঘর।”

সাবিত্রী উত্তর দিল, “এত দিন পরে কি লো,
আরাধিয়ে দেবী হংসেশ্বরী,
সচন্দন বিল্বদলে, নব ফুল্ল শতদলে,
যতনে কণ্টক পরিহরি,
ফলিবে এমন ফল, সাগরে শুখাবে জল,
বোবা বন-তরু হবে বর ?
উদয় না হতে রবি, যেন কনকের ছবি,
আসি বনে গৃহ পরিহরি,
কোমল কচুর পাতে, নবীন কুশার সাথে,
বিনাইয়ে ফুলাধার করি,
প্রতিদিন পূত-মনে, ফুল তুলি ফুল-বনে,
স্নান করি জাহ্নবীর জলে,
পবিত্র মন্দিরে পশি, দেবীর পুজায় বসি,
ফুলদান করি পদতলে ;

তবে কেন হংসেশ্বরী, দয়াময়ী নাম ধরি,
নিদারুণ নির্দ্দয় অন্তরে,
বিদ্বেষী বিমাতা ন্যায়, ফেলিবেন সেবিকায়
অজ্ঞান-অরণ্য-তরু-করে ?
চল সখি, বেলা হয়, সে ত তব বাঁধা নয়,
দাঁড়াইয়ে শুনিবে বচন,
কখন্ কুসুম তুলে, যাইব জাহ্নবী-কূলে,
কখন্ করিব আরাধন ?”

সরলা হাসিয়ে বলে, “চরণ চালালে চলে,
চলিবে না চিকুরের দাম,
চেয়ে দেখ প্রাণ-সই, হাত বাড়াইয়ে ওই,
কুরবক-নবঘনশ্যাম ;
কুসুম-কাননে ভাই, বরের অভাব নাই,
টানাটানি করিবে তোমায় ;
অতএব সুলোচনে, যদি যাবে ফুল-বনে,
কর কাল চুলের উপায় ;
উপায় পেয়েছি বেশ, চার পাট করে কেশ
বেঁধে দিই তরুলতা তুলে,
শিশুপাল অনুরূপ, নিরাশে হইয়ে চুপ,
বরবৃন্দ পড়িবে অকূলে।”
সুযতনে সরলতা, সকুসুম তরুলতা
সগৌরবে তুলিয়ে আনিল,

বাঁধিতে বাঁধিতে চুল, দিয়ে লতা সহ ফুল,
হাসি হাসি বলিতে লাগিল,

"আমি যদি বেঁচে রই, বিবাহ-বাসরে সই,
কৌতুক করিব তোর কেশে,
টেনে এনে কাণে ধরে, কুন্তলে বাঁধিয়ে বরে,
দোলাইব তোর পৃষ্ঠদেশে ;

কেমন দেখাবে তায়, দোলে যথা লতিকায়
বনমালী কেলি-কুঞ্জ-বনে,
অথবা যেমন ছেলে, লয়ে যায় পিঠে ফেলে
বুনমাগী কুন্তল-বরণা ;—"

সরলার গণ্ড ধরি, সাবিত্রী বলিল, "মরি,
কি মধুর নূতন তুলনা।
পাগলের মত ধনি, যা ইচ্ছা করিছ ধ্বনি,
হাসিতেছ আপন গৌরবে,
বলিতেছ কত কথা, জিব কি হয় না ব্যথা,
পার না কি থাকিতে নীরবে ?
তোমার ত বড় কেশ, আছে কিনা আছে শেষ,
তুমি কি বাঁধিবে বরে তায় ?"
সরলা সহাসে বলে, "আমার চিকুরদলে
জ্বালাতন করে না আমায়।
দেখ না কুন্তলে ধরে, পাক দিয়ে গোল করে,
জড়ায়ে রেখেছি কণ্ঠ বেড়ে,

নবীন-যোগিনী-বেশ,　যাব কাশী কাঞ্চী দেশ,
রঙ্গিনী সঙ্গিনী সব ছেড়ে ;
কিংবা বেদে-বামাঙ্গিনী,　গলে কাল ভুজঙ্গিনী,
বাড়ী বাড়ী রঙ্গ দেখাইব ;
অথবা বিপিনে আসি,　গলায় দিব লো ফাঁসি,
পিট্‌পিটে কান্তে ছাই দিব।"

সাবিত্রী সরলা বনে,　ফুল তোলে এক-মনে,
হেন কালে বিমলা ডাকিল,
"আয় লো সখিরে ত্বরা,　বিরজায় আদ-মরা
হেরে মোর পরাণ উড়িল।"
দুই জনে দ্রুত-পায়,　চলিত নক্ষত্র প্রায়,
উপনীত সরসীর তীরে,
একেবারে দুই জন,　বিপদের বিবরণ
জিজ্ঞাসিল বিমলা সখীরে।
বিষাদে বিমলা বলে,　"ফুল তোলা শেষ হলে,
আইলাম সরোবর-কূলে,
দেখিলাম নলিনীরে,　কেমন ভাসিছে নীরে,
সারি-গাঁথা রাজহংস-কুলে ;
পরে বট-তলে আসি,　বিনাইয়ে লতা-রাশি,
রচিলাম সুখের দোলায়,
পদ্মপত্র পাতি তায়,　বসাইয়ে বিরজায়,
কত যে দিলেম দোল তায় ;

লতার বন্ধন পরে, ছিঁড়িল পটাশ করে,
পড়িল বিরজা ভূমিতলে,
নীরব সুন্দরী মরি, মূর্চ্ছা অনুভব করি,
বাতাস দিলাম পদ্মদলে ;
অঞ্চলে আনিয়ে জল, ধুয়ে দিনু করতল
মুখ চক্ষু চিবুক কপোল ;
এমন বিপদে ভাই, কভু আমি পড়ি নাই,
খাব না দেব না আর দোল।”

সাবিত্রী নিকটে গিয়ে, বিরজায় উঠাইয়ে,
বলে, “সখি, পেয়েছ বেদনা,
আমরা সঙ্গিনী হই, কি দিব তোমায় সই,
কথা কয়ে বল না বল না ?”
বিরজা বলিল, “ভাই, কিছুমাত্র লাগে নাই,
বলিতাম পাইলে যাতনা,
ফুল সহ ফুলাধার, হইয়াছে ছার খার,
এইমাত্র মনের বেদনা।”
বিরজার হাত ধরে, সাবিত্রী সান্ত্বনা করে,
“তার জন্যে ভাবনা কি ভাই,
এস না আবার তুলি ভাল ভাল ফুলগুলি,
কাননে কি ফুল আর নাই ?
নহে মম ফুলাধার, কর সখি, অধিকার,
পরিহার কর মনোদুখ,

কোমল হৃদয়ে, ভাই,　　বিষম বেদনা পাই,
হেরি যদি তোর অধোমুখ।”

সরলা মুচকি হাসি,　　আনন্দ-সাগরে ভাসি,
কৌতুকেতে বিরজারে বলে,
“বুড় ধাড়ী এ কি কাজ, দোল খেতে নাহি লাজ,
সাত ছেলে হত বিয়ে হলে ;
আইবুড় বুড় মেয়ে,　　লজ্জার মাতাটী খেয়ে,
সরোবরে করিলে স্থুরঙ্গ,
আই আই মরে যাই,　বিনা কৃষ্ণ দোলে রাই,
লতায় বাঁধিয়ে নব অঙ্গ।
দোলের দুরন্ত জোর,　ভাঙ্গিয়াছে কটি তোর,
লজ্জায় বলো না কারো কাছে,
কটিভঙ্গ-কমলিনী,　কৃষ্ণপ্রেমে　কাঙ্গালিনী,
নীলমণি নাহি লয় পাছে।”
বিরজা বলিল, “হায়,　সরলা পাগলপ্রায়,
কেমনে করিব তায় শান্ত,
শুন লো সরলে বলি,　　তুমি কমলের কলি,
পাবে লো অদন্ত অলি কান্ত।”

নূতন তুলিয়ে ফুল,　　　চলিল অবলাকুল,
অনুকূল কল্লোলিনী-জলে,
বিমল শীতল বারি,　　দেয় অঙ্গে সারি সারি,
চুরি করে প্রবাহ অঞ্চলে,

নীরের আশ্রয় নিয়ে, নব অঙ্গ আবরিয়ে,
মোহন অঞ্চলে দিল টান,
প্রবাহ মানিল হার, ফিরে দিল ললনার
ললিত অঞ্চল সহ মান।
বসন বাঁধিয়ে গায়, গভীর জলেতে যায়,
ডুবে করে জল-পরিমাণ,
যোড় কর উচ্চ করি, ডুবে যায় সুধাধরী,
দশমীর দুর্গার সমান;
ডুবিল বদন নীরে, তার পরে ধীরে ধীরে,
বাহু মণিবন্ধ করতল,
পুনঃ উঠি হাঁপাইয়ে, কূলেতে সাঁতার দিয়ে,
আসি মুছে বদন কুন্তল।

সরলা বলিল, "ভাই, ঘাটে জন প্রাণী নাই,
আমাদের তরিখানি তীরে,
শ্বেত অঙ্গ পরিপাটী, নাহি তায় মলামাটী,
রাজহংসী-সম ভাসে নীরে,
ক্ষুদ্র দাঁড়-চতুষ্টয়, সহজে বাহিত হয়,
সুললিত শুভ্র হালখানি,
চল সবে তরি বাই, কূলে কূলে চলে যাই,
সারি গেয়ে ধীরে দাঁড় টানি।"

চারি বালা দাঁড় ধরি, বাহিতে লাগিল তরি,
মৃদুস্বরে গেয়ে সারি সুখে,

অবলার হীন বলে,　　জল কেটে তরি চলে,
আনন্দে ধরে না হাসি মুখে।
বিরজার দাড়ী ধরে,　　সরলা কৌতুক করে,
বলে, "কোথা যাও কুলনারি,
নব যৌবনের তরি,　　ভাসাইলে সহচরি,
না আসিতে নবীন কাণ্ডারী?
বিনা কাণ্ডারীর হাল,　　তরি হবে বান্‌চাল,
ঠেকে মন-চোরা বালুকায়।
কে বুঝি আসিছে ভাই,　চল ত্বরা চলে যাই,
হংসেশ্বরী বিরাজে যথায়।"

লয়ে নিজ নিজ ফুল,　　চলিল অবলাকুল,
হংসেশ্বরী-মোহন-মন্দিরে।
মন্দিরের কলেবর,　　সুমার্জ্জিত মনোহর,
পঞ্চ চূড়া শোভিতেছে শিরে,
সুন্দর সোপান তায়,　ছাদোপরে উঠি যায়,
দেখা যায় জাহ্নবী-জীবন,
সম্মুখে প্রাঙ্গণ শোভা, তাহে কিবা মনোলোভা,
বারিপ্রদ ফোয়ারা স্থাপন।
মন্দিরের অভ্যন্তরে, শোভে কালীমূর্ত্তি ধরে
সুবিমল উচ্চ বেদিকায়
হংসেশ্বরী চতুর্ভুজা,　যোড়শোপচারে পূজা,
পুলকেতে প্রতিদিন পায়।

চারি বালা সারি সারি, লয়ে পুষ্প পূত বারি,
বসিল পূজায় পূতমনে।
পৃষ্ঠে বিলম্বিত কেশ, পাট করে বাঁধা বেশ,
কুসুমিত তরুলতা সনে।
ভক্তিমতী বামাকুল, সিন্দূর চন্দন ফুল,
বিল্বদল নব নিরমল
করে তুলে সুযতনে, পূজিল পবিত্র-মনে,
হংসেশ্বরী-চরণ-কমল।

সাবিত্রী পবিত্র-মনে, মুক্ত করি সঙ্গোপনে
নবীন হৃদয় সুকোমল।
আনন্দ-প্রফুল্ল-মুখে, কামনা করেন সুখে,
সার ভাবি দেবী-পদতল,
"হংসেশ্বরি, দেহ বর, পাই বর কবিবর,
সুধাগর্ভ কল্পনায় যার
মহীরুহ মিষ্ট ভাষে, অরণ্য-লতিকা হাসে,
প্রস্তরে সঞ্চয় ফুলহার ;
শূন্যে হয় সুশোভন, মণিময় নিকেতন,
শোকাকুলে শান্তি-সুধা-দান।
মন্দের থাকে না লেশ, যাহা দেখি তাই বেশ,
পৃথ্বীতলে স্বর্গ দীপ্তিমান্।"

বিরজা সরোজাননী, বলে, "দেবি মা জননি,
হংসেশ্বরি, হও গো সদয়,

দেহ মাতা, অনুমতি,　　সদাগর পাই পতি,
ধনশালী সাধু সদাশয় ;
সাজায়ে বাণিজ্য-তরি,　　বনিতায় সঙ্গে করি,
ভ্রমণ করিবে নানা দেশ,
জাতিব্রজে প্রবেশিব,　　স্থিরচিত্তে নিরখিব
রীতি নীতি ব্যবহার বেশ ;
দেখিব আনন্দে ভাসি,　　মুঙ্গের পাটনা কাশী,
কান্যকুব্জ পঞ্জাব কাশ্মীর,
বোম্বাই বণিক-স্থল,　　নাগপুর নীলাচল,
সিংহল বেষ্টিত সিন্ধুনীর ;
বিলাতে গমন করি,　　দেখিব ইংলণ্ডেশ্বরী,
লণ্ডন—অলকা নিন্দি ধাম ;
ফিরে আসি নিকেতন,　　অপরূপ বিবরণ,
বলিব কৌতুকে অবিরাম।”

বিমলা বিমল-মনে,　　কোরক ভকতি সনে,
বলে, “হংসেশ্বরি, দেহ বর,
পতি পাই জমীদার,　　পরি মুকুতার হার,
হীরক বলয় মনোহর ;
স্বামী সনে সুখাসনে,　　বসি হরষিত-মনে,
সেবিকা তাম্বুল করে দান ;
আমায় ফেলিয়ে কভু,　　করিবে না প্রাণপ্রভু,
ধন-আশে প্রবাসে প্রয়াণ ;

অশন বসন ধন, অকাতরে বিতরণ
করিব দরিদ্র দীন হীনে,
মুছাইব দুঃখিনীর নলিন-নয়ন-নীর,
পিপাসুরে তুষিব তুহিনে ;
সুখে করি পাঠশালা, পড়াইব কুলবালা,
দু বেলা দেখিব নিজে বসি,
বালা বিদ্যাবতী হলে, আনন্দে পড়িব গলে,
হাতে পাব আকাশের শশী।”

সরলা মুদিয়ে আঁখি, হৃদয়েতে হাত রাখি,
বলে, “মাতা দেবি হংসেশ্বরি,
পতি আদরের ধন, রমণীর নারায়ণ,
পূজনীয় দিবা বিভাবরী।
দিও না গো ভগবতি, আমায় মাতাল পতি,
মাতালে আমার বড় ভয়,
রক্ত চক্ষু ভয়ঙ্কর, ধূলা-মাখা কলেবর,
জিহ্বায় জড়ান কথা কয়,
অকারণ চীৎকার করে জোরে অনিবার,
গর্দ্দভ গণ্ডার অচেতন,
কি জোর হাতুড়ি-হাতে, ভূমিকম্প মুষ্ট্যাঘাতে,
পদাঘাতে বজ্র-নিপতন ;
খানায় যখন পড়ে, আর নাহি নড়ে চড়ে,
কালনিদ্রা আসে নাক ডেকে,

মধুচক্র হয় গালে,　　মাছি বসে পালে পালে,
নিশ্বাসে উড়িয়ে থেকে থেকে ;
যদি কভু আসে ঘরে,　　বিছানায় বমি করে,
তার গন্ধে পেতিনী পালায়,
চৈতন্য পাইবামাত্র, ফুঁয়ে ঝাড়ি পোড়া গাত্র,
মদ্যপাত্র ধরে মদ খায় ॥”

আরাধনা করি শেষ সীমন্তিনীগণ,
ললাটে অর্পণ করি পূজার চন্দন,
নিজ নিজ বাসে গেল সহাস-বদনে,
হয়েছে বাসনা ব্যক্ত দেবীর সদনে।

ছয় মন্দিরের ঘাটে পতিতপাবনী
দেখিলেন পতিব্রতা বিধবা রমণী ;
দীন নেত্রে দুঃখিনীর, বহিতেছে অশ্রুনীর,
দরদর অবিরাম ভিজায়ে অবনী,
ধূলা-ধূসরিত কেশ লুণ্ঠিত ধরায়
হেরিয়ে মলিন মুখ বুক ফেটে যায়।

নূতন বিধবা বালা বিদীর্ণ হৃদয়,
খুলিয়াছে কণ্ঠহার হাতের বলয় ;
ভূষণ ফেলেছে খুলি,　পরণের চিহ্নগুলি
এখন রয়েছে মরি অঙ্গে সমুদয় ;
শূন্যময় সিঁতি, অন্তে গিয়েছে সিন্দূর,
সে যে সধবার স্বত্ব, ধব অন্তে দূর।

স্বামী সনে কামিনীর শাড়ী বিসর্জ্জন,
শ্বেতাম্বর শোকশীর্ণ-দেহ-আবরণ।
কি আছে সংসারে আর, অন্নজল পরিহার,
যে দিন মরেছে পতি সতীর জীবন ;
শোকাকুলা শবাকার, কেঁদে কণ্ঠ-রোধ,
উন্মাদিনী অবোধিনী মানে না প্রবোধ।

উপকূলে একাকিনী বালুকা-উপর
বিষাদে বিসয়ে বালা ব্যাকুল-অন্তর,
স্পন্দহীন শূন্যরব, শৈলময়ী অনুভব,
জীবিত লক্ষণ মাত্র চল নেত্রাম্বর।
আকাশ ভাবিছে বালা নিরাশ সাগরে,
না জানি কি অভাগিনী অভিলাষ করে।

—০—

দশম সর্গ।

ছয় মন্দিরের ঘাট ছাড়িয়া জননী,
হুগলি নগরে দেখা দিলেন তখনি।
হুগলি নগর অতি রমণীয় স্থান,
পর্ত্তুগিজগণ আসি করিল নির্ম্মাণ ;
তাদের গিরিজা আজো বিরাজে তথায়,
তেমন গঠন এবে নাহি দেখাযায়।
অপরূপ পথ ঘাট, সুন্দর সোপান,
মনোহর হর্ম্ম্যরাজি ছুঁয়েছে বিমান।
পবিত্র এমাম্‌বাড়ী বিশাল ভবন,
অগণন বাতায়ন, বিস্তীর্ণ প্রঙ্গণ।
বিরাজে উঠানে এক ক্ষুদ্র সরোবর,
নানাবর্ণ মীন নাচে তাহার ভিতর।
মনোরম্য অট্টালিকা জাহ্নবীর তীরে
বিরাজে শীতল হয়ে সুরধুনী-নীরে।

চন্দ্রমা-মাধুরী-ধরী চুঁচুড়া নগরী,
জলকেলি-আশে যেন উপকূলোপরি,
সুরূপা রমণী এক ভঙ্গিমার সনে,
দাঁড়াইয়ে আভাময়ী সহাস-বদনে ;—
কাঞ্চন-কলস কক্ষে কালেজ ভবন,
পূর্ব্ব কালে প্রাণকৃষ্ণ-নৃত্য-নিকেতন।

এই কালেজের ছাত্র দ্বারিক, বঙ্কিম,
প্রথম উকিল-শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা অসীম।
দ্বিতীয় দুর্গেশনন্দিনীর জনয়িতা,
বঙ্গভূমি-আদি-বিদ্যা-কুমার-সবিতা।
বিশাল বারিক শোভে নিতম্বে রসনা,
রণ-কনসার্ট তায় কাঞ্চীর বাজনা।
হিঙ্গুলবরণ বর্ত্ম শোভে অগণন,
দুই ধারে হর্ম্ম্যশ্রেণী রম্য-দরশন;
শোভিছে তাহারা যেন উজ্জ্বলিত হয়ে,
মণিময় কণ্ঠমালা সুন্দরী-হৃদয়ে।
অপূর্ব্ব উদ্যানরাজি নয়নরঞ্জন,
যেন ব্রজে বনমালি-কেলি-কুঞ্জবন।
নবীন নবীন তরু-পল্লব শ্যামল,
নগরী-নাগরী-শিরে কুঞ্চিত কুন্তল।
ফুটেছে উদ্যানে ফুল শোভা আভাময়,
মুকুতা কুন্তলে দোলে অনুভব হয়।

চন্দননগর ধাম ফ্রেঞ্চ-অধিকার,
কলেবর ক্ষুদ্র কিন্তু বড় ব্যবহার;
গভনর আছে তার, বিচার-আলয়,
সৈন্যশালা, সেনাপতি, সৈন্য কতিপয়;
পদ-অনুযায়ি তারা বেতন না পায়,
মহাদম্ভে কার্য্য কিন্তু করিছে তথায়।

ইংরাজের অধিকার-পয়োধি-ভিতরে
দ্বীপরূপ ফরাসীর নগর বিহরে।

ভদ্রপল্লী বৈদ্যবাটী পণ্ডিতের বাস,
শাস্ত্র-আলাপন যথা হয় বার মাস;
বাজারে বেগুন আলু পালমের ঝাড়
গাদায় গাদায় করা, হারায়ে পাহাড়;
সুপক্ব কদলী কত সংখ্যা নাহি তার,
মাসাবধি খাদ্য চলে রামের সেনার।

সুধাম শ্রীরামপুর শোভা অভিরাম,
হাতে ঝুলি, নামাবলি, মুখে হরিনাম।
এই স্থানে আদি মিসনরি-নিকেতন,
দিনামার-নরপতি-সনদে স্থাপন।
কিবা কালেজের বাড়ী দেখিতে সুন্দর,
অগণন বাতায়ন, দীর্ঘ কলেবর।
পিতলের রেল সহ ললিত সোপান,
অপূর্ব্ব প্রান্তর পথ, সুরম্য উদ্যান।
সর্ব্ব-অগ্রে ছাপাখানা এই স্থলে হয়,
মুদ্রিত হইল যাতে বঙ্গ-গ্রন্থচয়।
কাগজের কল হেথা অতি চমৎকার,
জন্মিছে কাগজ তায় বিবিধপ্রকার।

কায়স্থ-নিবাস কোননগর বিশাল,
স্থিত যথা শিবচন্দ্র পুণ্যের প্রবাল,

শিশুপালনের পিতা, প্রশান্তস্বভাব,
সুশিক্ষিতা ছয় মেয়ে ভারতীর ভাব।

বামে হালিসহর নগর রসময়,
বিবাহ-বাসরে যথা নৃত্য গীত হয়।
বসতি করিত রামপ্রসাদ এখানে,
বিমোহিত হয় মন যার মিষ্ট গানে।

ভদ্রজন-বাসস্থান গরিফা, নৈহাটী,
ভাটপাড়া, যথা চতুষ্পাঠী পরিপাটী,
পণ্ডিতমণ্ডলী করে শাস্ত্র-আলাপন,
ব্যাকরণ ন্যায় স্মৃতি ষড় দরশন।
এই স্থানে রামধন কথক-রতন,
কলকণ্ঠ কলে কল করিত কলন,
সুললিত পদাবলি, বিরচিত তাঁর,
সকল-কথক-সুরে করিছে বিহার।
হলধর চূড়ামণি ন্যায়শাস্ত্রবিৎ,
ন্যায়ের টিপ্‌পনী সাধু যাঁহার রচিত।

মূলাযোড়, ইচ্ছাপুর, সশস্ত্র চানক,
বিরাজে উদ্যান যথা হৃদয়-রঞ্জক।
গোঁসাই গোবিন্দ ভরা খড়দহ ধাম,
রসনায় গৌরাঙ্গ নিতাই অবিরাম।
পবিত্র আগোড়পাড়া গিরিজা-শোভিত,
গাইতেছে নর নারী দেভিদ-সঙ্গীত।

মন্দগতি ভগবতী চলে না চরণ,
উত্তরপাড়ায় ধীরে দিল দরশন।
সুস্থির হইল অঙ্গ, করিল বিশ্রাম,
দেখিতে লাগিল চেয়ে জয়কৃষ্ণ-ধাম,
রমণীয় অট্টালিকা সরসী বাগান ;
মনোহর বিদ্যালয়, ভিষজের স্থান,
বীণাপাণি-মনোরম পুস্তক-আলয়,
শত শত শাস্ত্রমালা যথায় সঞ্চয়।

হেন কালে হুহুঙ্কার করি ভয়ঙ্কর,
আইল প্রচণ্ড বাণ দীর্ঘ-কলেবর ;
কম্পিত হইল গঙ্গা, ফিরাইল গতি,
পতি-দরশনে যেতে এমন দুর্গতি !
নোয়াইয়ে শির বাণ সুরধুনী-পায়,
বলিতে লাগিল বাণী নগেন্দ্রকন্যায়,
"আমি গো সাগর-দূত, সাগরে বসতি,
এসেছি তোমায় লতে অতি দ্রুতগতি,
তোমার বিরহে তব পতি রত্নাকর
করিতেছে ছট ফট পড়ে নিরন্তর,
অবিরত কাঁদিতেছে তোমার কারণ,
দিবসে বিশ্রাম নাই, রেতে জাগরণ,
নিতান্ত অধীর সিন্ধু মানে না প্রবোধ,
ভাঙ্গিতেছে চড়াইয়ে আপনার রোধঃ,

অতঃপরে কোপভরে পাঠালে আমায়,
বলে দিল, লয়ে যেতে সত্বরে তোমায়।
অতএব চল ত্বরা জাহ্নবী সুশীলে,
হারাবে প্রাণের পতি বিলম্ব করিলে।
জানি আর্থি পথ ঘাট সদা আসি যাই,
আমার সহিত চল, কোন ভয় নাই।

নীরব হইল বাণ ; জাহ্নবী বলিল,
"তোমায় হেরিয়ে বাপু চিত্ত জুড়াইল,
তুমি অতি বীর বাণ, তেজে প্রভাকর,
নির্ভয়ে তোমার সঙ্গে যাইব সাগর।
যেতে যেতে বল বাণ ! নানা বিবরণ,
কলিকাতা কত দূর, নগরী কেমন ?"
গঙ্গার বচনে বাণ নাচিতে লাগিল,
ভাসিয়ে আনন্দ-নীরে হাসিয়ে ভাষিল,

"বিবরণ বলি তবে শুন ভীষ্মমাতা,
ওই ঘুষুড়ির ট্যাকঁ, পরে কলিকাতা।
অপূর্ব্ব নগরী, মরি ! কে বর্ণিতে পারে,
অলকা অমরা পুরী শোভা একাধারে।
বিরাজিত ঘাটে সিন্ধুপোত অগণন,
ভাসিতেছে জলে যেন দেবদারু-বন।
কলের জাহাজ কত, ছোট ছোট ছোট,
বজ্‌রা, ভাউলে, ভড়, কত গাদাবোট ;

কত দ্রব্য আসে যায় সংখ্যা নাহি তার,
হইতেছে বাণিজ্যের ষোড়শোপচার।
ওই গঙ্গা, দেখ বাগবাজারের ঘাট,
অপূর্ব্ব আহিরীটোলা বণিকের হাট,
ওই দেখ নিমতলা সমাধি শ্মশান,
সু-উচ্চ পাতুরেঘাটা জগন্নাথ-স্থান,
ওই দেখ টাঁকশাল টাকা-করা কল,
ওই রেলওয়ে ঘাট আরোহীর দল,
ওই দেখ বানহৌস প্রকাণ্ড ভবন,
পরমিট, ডাকঘর নির্ম্মিত নূতন,
ওই মেট্‌কাফ্-হাল্ পুস্তক-আলয়,
আছে যথা সমাচার পত্র সমুদায়,
ওই গো বাঙ্গাল বেঙ্ক নোটের জনক,
ওই জলতোলা কল জীবন-দায়ক,
এই চাঁদপালঘাট সোপান সুন্দর,
দেখ দেখ নগরীর শোভা মনোহর,
প্রমদার মনোরম্য ইডেন উদ্যান,
লাল পাতা নব ফুল সুরভি-আঘ্রাণ,
সুদীর্ঘ গড়ের মাঠ সুদৃশ্য কেমন,
আচ্ছাদিত দূর্ব্বাদলে নয়ননন্দন,
পরিসর বর্ত্ম ব্যূহ হিঙ্গুল-বরণ,
উচু নীচু কোন স্থানে নহে দরশন,

বীরকীর্ত্তি মনুমেণ্ট পরশে গগন,
কলিকাতা-হাতে রাজদণ্ড সুশোভন,
তার কাছে শোভে এক দরমার ঘর,
গীত বাদ্য নাটলীলা তাহার ভিতর,
ভ্রমিতেছে কত লোক নানা বেশ ধরি,
শকটে চরণে কেহ কেহ অশ্বোপরি,
চেরেট বেরুচ বগী ফিটান সত্বরে
ঘুরিতেছে মাঠময় ঘর ঘর করে,
জামাজোড়া দাড়ী তেড়া কোচ্ম্যান্-গায়,
তুলে শির যেন তীর জুড়ী ছুটে যায় ;
প্রথমে সাহেব বিবি আলো করি যান,
রতিপতি রতি সনে হয় অনুমান,
দ্বিতীয়েতে অপরূপ শোভা বিমোহন,
বিলাতি বালিকা দুটী যুবতী দুজন
বসিয়াছে গায় গায় কেহ কারো কোলে,
ফুল-ভরা সাজি যেন মালি-করে দোলে,
তৃতীয়েতে সুসজ্জিত বাঙ্গালি সুশীল
ফিরিতেছে হাস্যমুখে খাইয়ে অনিল।
চতুর্থে চক্ষুর শূল লম্পট অধম,
বসেছে স্বৈরিণী সনে, হাবাতে বিষম,
কুলাঙ্গার দুরাচার, নাহি কিছু লাজ,
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্, পড়্ মুণ্ডে বাজ।

কত দিনে ফিরিবে মা, বঙ্গের ললাট,
সভ্যতায় মুক্ত হবে অন্দর-কবাট,
বেড়াবে বাঙ্গালি বাবু গাড়ীতে বসিয়ে,
পতিপরায়ণা বামা বামেতে লইয়ে।

সারি সারি অট্টালিকা শোভা মনোহর,
প্রান্তরের ধারে ধারে শোভিত সুন্দর ;
বড় সাহেবের বাড়ী বড় বড় মত,
সুন্দর তোরণ শোভে, বাতায়ন কত,
প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, উচ্চ দ্বার-চতুষ্টয়,
পাহারা দিতেছে তথা সেপাই-নিচয়।
বিশাল টাউন হাল, মোটা মোটা থাম,
হিতকার্য্য-সাধা সভা করিবার ধাম।
দক্ষিণে রক্ষিত দুর্গ শক্ত অতিশয়,
বিজয়পতাকা ওড়ে শত্রু-পরাজয়,
প্রশস্ত প্রাচীর উচ্চ আচ্ছাদিত ঘাসে,
বিরাজে কামান, অরি নিশ্বাসে বিনাশে,
চৌদিকে গভীর গড় রচিত ইষ্টকে,
পূর্ণ হয় জলে যাহা চক্ষের পলকে ;
ক্ষুদ্র বর্ত্ম বক্রভাবে নেবেছে ভিতর,
অভেদ্য দুর্গের দ্বার নিতান্ত দুস্তর,
অকাট্য কবাট স্থূল বজ্রসম বোধ,
মিত্রগণ-সুগতি অরাতি-গতিরোধ।

মনোহর যাদুঘর আশ্চর্য্য আলয়,
ধরার অদ্ভুত দ্রব্য করেছে সঞ্চয়,
দেখিলে সে সব নিধি স্থিরচিত্ত হয়ে
ঈশ্বর-মহিমা হয় উদয় হৃদয়ে ;
বিরাজে পুস্তকপুঞ্জ বিজ্ঞান-দর্পণ,
মীমাংসা করেছে সবে জলের মতন।

রজনী হইল, মাতঃ, গেল দিনমণি,
নীলাম্বরে কনেবউ সাজিল ধরণী ;
দীপরত্ন হর্ম্ম্য-হারে জ্বলিয়া উঠিল,
ও পারে সন্ধ্যার গাড়ী বেগে ছেড়ে দিল ;
সদাগর গেল চলে চাবি তালা দিয়ে,
দলে দলে মুটেদল চলিল হাসিয়ে।
দ্বারবান্-গণ মিলে একত্র বসিল,
তুলসীর দোঁহারত্ন পড়িতে লাগিল।
খেয়া বন্ধ হল লোক নাহি যায় পারে,
স্পন্দহীন ফেরি বাস্পতরি নদী-ধারে ;
নৌকায় নাবিকগণ ভাত চড়াইল,
নাটুরে ঘসিয়ে দাদ তান ছেড়ে দিল।

এই বেলা একবার তুলিয়ে শরীর,
দেখ গঙ্গে, অপরূপ শোভা নগরীর ;
জ্বলিতেছে দীপপুঞ্জ, দুলিতেছে পাখা,
গ্যাসালোকে কলিকাতা যেন আভামাখা ;

মাঝে মাঝে পথ বয়ে আলো চলে যায়,
ঝরা-তারা-গতি যথা আকাশের গায়,
অনুমান, কলিকাতা করিয়াছে সাজ,
পরিয়াছে হীরা মণি পন্না পেসোয়াজ,
নাচিতেছে তব কাছে ভঙ্গিমায় ভরি,
শচীর সমীপে যথা উর্ব্বশী সুন্দরী।

নগরী-ভিতর, মাতা, অতি চমৎকার,
মন্দাকিনী-রূপ ধরে দেখ শোভা তার ;
কত বাড়ী কত বর্ত্ম সংখ্যা নাহি হয়,
নিবসে বিবিধ-দেশ-মানব-নিচয়।
ভাল-জল লালদীঘী হিম সরোবর,
চারি ধারে ফুলবন শোভা মনোহর,
দুই ধারে দুই ঘাট সুন্দর-সোপান,
চৌদিকে লোহার রেল শূলের সমান ;
তার পর রাজপথ অতিপরিসর,
তার পরে হর্ম্ম্যমালা দীর্ঘ-কলেবর,
চারি দিকে অট্টালিকা মধ্যে সরোবর,
অপরূপ-দরশন অতীব সুন্দর।

প্রকাণ্ড প্রাসাদ উচ্চ জ্বর-হাস্পাতাল,
ছাদে উঠে ছোঁয়াযায় আকাশের গাল,
সুন্দর সোপান থাম ঘর-পরিকর,
নির্ম্মাণ করেছে যেন ক্ষোদিয়ে ভূধর।

দেখ মাতা, গোলদীঘী, বড় বক্ত জোর,
বিরাজে দক্ষিণ দিকে হেয়ারের গোর,
দীন দুঃখী শিশুদের পরম আত্মীয়,
বঙ্গের বদান্য বন্ধু প্রাতঃস্মরণীয়,
বাঙ্গালির উন্নতির নির্ম্মল নিদান,
যার জন্যে করেছেন সর্ব্বস্ব প্রদান।

উত্তরে বিরাজে হিন্দু কালেজ গম্ভীর,
গৌরবে উজ্জ্বল মুখ, উন্নত শরীর,
বিদ্যা-প্রবাহের মূল, সভ্যতা-আকর,
দিয়াছেন তেজঃপুঞ্জ রতন-নিকর।

দেয়ালে রয়েছে ওই হেয়ারের ছবি,
তারক দাঁড়ায়ে কাছে জ্ঞানালোক-রবি,
লায়ালের ট্যাব্‌লেট্‌ দয়া-পরিচয়,
উ(ই)ল্‌সনের ছবিখানি যেন কথা কয়;
হেয়ারের শুভ্র মূর্ত্তি প্রস্তরে খোদিত,
কালেজের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে স্থিত।

এই বার কর, মাতা, সুখে নিরীক্ষণ,
কালেজ রতনচয় মহামহাজন,—
সুবিজ্ঞ রসিককৃষ্ণ ইষ্ট-অভিলাষ,
মনোবৃত্তি-শাস্ত্রবিদ্‌ অধর্ম্মের ত্রাস,
প্রণয়ে হৃদয় পূর্ণ, সহাস আনন,
'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি' কর দরশন;

প্রবল-রসনা রামগোপাল গম্ভীর,
স্বদেশ-রক্ষার ভীম, সদা উচ্চ-শির,
অসমসাহস-ভরা, অন্যায়ের অরি,
সভ্যতার সেনাপতি, কল্যাণ-কেশরী ;
প্রসন্নকুমার ধীর বিজ্ঞ মহাশয়,
মনুর ব্যবস্থা-বেত্তা মঙ্গল-আলয় ;
নিরপেক্ষ হরচন্দ্র জানা নানা মতে,
সুবিজ্ঞ বিচারপতি ছোট আদালতে।

বাণের বচনে গঙ্গা হয়ে হরষিত,
জিজ্ঞাসিল মধুস্বরে ব্যগ্রতা-সহিত,
"বল বাণ বিচক্ষণ-ভয়ঙ্কর-কায়,
স্বাধীন-স্বভাব বিজ্ঞ পণ্ডিত কোথায় ?
পরাশর-অনুরাগী রম্য-রীতি-পাতা,
না দেখিলে তাঁরে বৃথা আশা কলিকাতা।"
গঙ্গার বচনে বাণ আনন্দে হাসিল,
ধীরে ধীরে জাহ্নবীরে বলিতে লাগিল,
"পূর্ব্ব দিকে একবার ফিরায়ে নয়ন,
দেখ ওই গুটিকত অমূল্য রতন,—
বিদ্যার সাগর বিদ্যাসাগর প্রবর,
দীনজন-লালন-পালন-তৎপর,
মাতৃভক্তি-ভরা চিত্ত, কাছে গিয়ে মার
অদ্যাপি শিশুর মত করে আবদার ;

বিধবা-বিবাহ বিধি যুক্তির বিচার,
খণ্ডাতে পারে নি কেহ শাস্ত্রমত তার ;
অমিয়া-লহরী-যুত রচনা-নিচয়,
ললিত-মালতীমালা-কোমলতাময়,
সাহিত্য-সহজ-পথ উপক্রমণিকা,
পড়িয়া পণ্ডিত কত বালক বালিকা ;
সংস্কৃত কালেজ যাঁর যতন কৌশলে,
লভিয়াছে এত যশঃ মানবমণ্ডলে ;
দেশ-অনুরাগ-স্রোতঃ বহিছে হৃদয়ে,
'বেঁচে থাক বিদ্যাসিন্ধু চিরজীবী হয়ে।'

সুবিজ্ঞ ভরতচন্দ্র স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ,
বঙ্গেতে যাঁহার সম নাহিক পণ্ডিত,
প্রাচীন নবীন স্মৃতি যাঁর কণ্ঠহার,
কান্তিপুষ্ট কলেবর ঋষির আকার।

ধীর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহান্,
অলঙ্কার-গৃহে বিদ্যা করিতেছে দান,
সুকঠিন নৈষধ রাঘবপাণ্ডবীয়,
করেছেন উভয়ের টীকা রমণীয়।

সুতীক্ষ্ণ-সেমুষী তারানাথ মহাশয়,
শব্দশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিচারে দুর্জ্জয়,
কাব্য ন্যায় স্মৃতি আদি শাস্ত্র আছে যত,
সকল সংগ্রহ আছে দেখ নানামত।

ওই জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন,
দর্শনেতে সুদর্শন, বিচারে শমন,
ন্যায় সাঙ্খ্য পাতঞ্জল আর বৈশেষিক
মীমাংসা বেদান্ত শাস্ত্রে দ্বিতীয় নাহিক।

সাহিত্য-শোভিত কবি মদনমোহন,
মরিয়া জীবিত দেখ কীর্ত্তির কারণ,
বিদ্যাসাগরের বন্ধু, বিদ্যায় মিলন,
বাসবদত্তার পিতা রসিক-রতন।

সাহিত্য-সবিতা শ্রীশ সুমিষ্ট পাঠক,
বিধবা সধবা করা পথ-প্রদর্শক,
লভিয়াছে পাঠালয়ে খ্যাতি চমৎকার,
কবিতার পুরস্কার একায়ত্ত তার।

বিদ্যাবিশারদ বিদ্যাভূষণ গম্ভীর,
সোমবারে সুধা ক্ষরে যার লেখনীর।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিদ্যারত্নাকর,
দশকুমারের অনুবাদক প্রবর।

সুপণ্ডিত বিজ্ঞ তারাশঙ্কর সুশীল,
কঠিনতা সনে যার মধুরতা মিল,
চন্দ্রাপীড়-সম শব পড়ে ধরাতলে,
কাঁদিতেছে কাদম্বরী ভাসি আঁখিজলে।

লম্বমান মৃত দেহ গলায় বন্ধন,
মেধার সাগর রামকমল রতন।

সুযোগ্য অনুজ কৃষ্ণকমল তিলক,
বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক।
সহকারী রাজকৃষ্ণ কাঞ্চন-বরণ,
যার করে জ্বলে টেলিমেকস রতন;
হাস্যমুখ বিদ্যাবন্ত কিবা অধ্যাপক,
একবৃন্তে যেন দুটী বিজ্ঞান-চম্পক।

মহামতি প্রসন্নকুমার মহাশয়,
বিদ্যা বিস্তারিতে দেশে প্রফুল্লহৃদয়,
মিষ্টভাষী বিচক্ষণ স্বভাব-গম্ভীর,
বাঙ্গালায় অঙ্কশাস্ত্র করেছে বাহির,
যোগ্যবর প্রিন্সিপাল সংস্কৃত কালেজে,
দেবগণ-মাঝে যেন দেবরাজ সাজে।

খৃষ্টধর্ম্মে মতি কৃষ্ণমোহন পবিত্র,
বিদ্যাবিশারদ অতিবিশুদ্ধ-চরিত্র,
স্বদেশের হিতে চিত্ত প্রফুল্লিত হয়,
লিখিয়াছে নীতিগর্ভ প্রবন্ধ-নিচয়।

বিজ্ঞেন্দ্র রাজেন্দ্রলাল বিজ্ঞান-আধার,
বিলাত পর্য্যন্ত খ্যাতি হয়েছে বিস্তার,
ভূতপূর্ব্ব-বিবরণে দক্ষতা অক্ষয়,
ক্ষত্র-বংশে তুলেছেন সেনরাজচয়,
রহস্যসন্দর্ভ-পত্র-যোগ্য-সম্পাদক,
পিতৃহীন ধনশালী শিশুর শিক্ষক।

সুভব্য ভূদেব বিজ্ঞ পণ্ডিত সুজন,
গুরুমহাশয়-গুরু শুভ-দরশন,
বঙ্গদেশ-সাহিত্যের উন্নতি-সাধক,
কাটিতেছে সুযতনে অজ্ঞান-কণ্টক,
রবি শশী ছাত্রদ্বয় অতি উচ্চমন,
ক্ষেত্রনাথ বীর, ধীর শরৎ রতন।

চোরবাগানের পুষ্প পিয়ারীচরণ,
যাহার ইংরাজী বই পড়ে শিশুগণ,
করিতেছে সুযতনে ভাল নিবারণ
হীনমতি সুরাপান-বিষম-শমন।

সহজ ভাষার পাতা পণ্ডিত বিশাল,
প্যারিচাঁদ 'আলালের ঘরের দুলাল।'
সাহসী কিশোরীচাঁদ ফীল্ড-সম্পাদক,
লিখিতে বলিতে পটু, স্বদেশ-পালক।

কনক-কন্দর্প-কান্তি দক্ষিণারঞ্জন,
সুলেখক সাহসিক, মধুর-বচন,
তাঁহার প্রদত্ত স্থানে দেখ বিরাজিত,
বালা-বিদ্যালয় সহ অশোক লোহিত,
বেথুন-স্থাপিত ওটী—দাতা, মহাশয়,
হেয়ারের তুল্য বন্ধু, সুশীল, সদয়।

জগদীশ পুলিস-রতন বিজ্ঞবর,
তানলয়ে গাইতেছে গীত মনোহর।

মহাকবি মাইকেল গাম্ভীর্য্য-মণ্ডিত,
প্রবল-কবিতা-স্রোতঃ বেগে প্রবাহিত,
যত্নশৈলে শব্দসিন্ধু করিয়া মন্থন,
অমিত্রাক্ষরের সুধা করেছে অর্পণ,
'তিলোত্তমা' 'মেঘনাদ' কাব্য চমৎকার,
'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে বাজে মধুর সেতার।

রাজেন্দ্র সুধীর বিজ্ঞ দত্ত-কুল-কেতু,
হোমিওপেথির বৈদ্য বিপদের সেতু।

জ্ঞানাগার কালীকৃষ্ণ স্বভাব-বিনত,
বারাসতে প্রাণরক্ষা করে শত শত।

মেডিকেল কালেজে নিদান অধ্যয়ন,
প্রজ্বলিত দেখ কত ভিষক-রতন,—
প্রবীণ নবীনকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ কবিরাজ,
যার করে মহারোগ পেয়েযায় লাজ ;
প্রাণদানে দক্ষ দুর্গাচরণ প্রধান,
বিচক্ষণ কবিরাজ, জিহ্বায় নিদান,
শিখেছিল সূক্ষ্মমতি বিনা উপদেশ,
রোগব্যূহ-ব্যূহভেদ-করণ উদ্দেশ ;
গুণবন্ত চন্দ্র দেব রোগীর নিস্তার,
জর্ম্যান্-বৈদ্যশাস্ত্র-অনুবাদকার ;
জগদ্বন্ধু গুণসিন্ধু সুদক্ষ ভিষক,
সুপণ্ডিত কবিরাজ কালেজ-তিলক ;

নানাবিদ্যাবিশারদ মহেন্দ্র প্রবর,
নয়ন-রোগের শান্তি, দয়ার সাগর,
উষায় বসিয়া ঘরে করে বিতরণ
অকাতরে দীন জনে ঔষধ-রতন ;

দুর্গাদাস ব্যাধিত্রাস অধ্যাপকবর,
পালায় পরশে যার জ্বর ভয়ঙ্কর,
বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাল আছে অধিকার,
'সুবর্ণ-শৃঙ্খল' নামে নাটক তাঁহার ;

দেয়ালে বহেছে মধু ছবিতে চাহিয়ে,
শিখেছিল এনাটমি আগে জাত্ দিয়ে।

দেখ হিন্দু প্যাট্রিয়ট্ পত্র মনোহর,
স্বদেশের শুভদানে ফুল্ল-কলেবর,
কোথা হতে হল পত্র ধরি কি উপায়,
তাহার সংক্ষেপ বার্ত্তা বলি তব পায়,
পক্ষিচঞ্চুচ্যুত বীজে ভীম তরুবর,
অবিরাম বারিস্রোতে ক্ষোদিত প্রস্তর,
প্রাজ্ঞে যদি করে অধ্যবসায় বরণ,
আশা ফলবতী হয়, অসাধ্য সাধন,
নিরুপায় হরিশ যতন সহকারে
লভিল বিপুল বিদ্যা কষ্টে অনাহারে,
লোকযাত্রা নির্ব্বাহের হল সমাধান,
আরম্ভিল প্যাট্রিয়ট্ দেশের কল্যাণ,

হরিশ উঠিল বেড়ে বিদ্যার প্রভায়,
বঙ্গকুল-চূড়ামণি, দীনের উপায়,
প্রজার পরমবন্ধু অতিহিতকর,
ভারত ভরিল যশে, হল সমাদর.
হরিশের লেখনীর জোর বিজাতীয়,
প্যাট্রিয়ট্ দেশে দেশে হল বরণীয়,
বেড়ে গ্যাল কলেবর, বিভব বাড়িল,
বিলাতে বিলাতবাসী গণ্য বলে নিল;
মরেছে হরিশ দেশ ভাসিয়াছে শোকে,
ভাল লোক হলে বুঝি থাকে না এ লোকে ?
বিজ্ঞবর কৃষ্ণদাস এবে সম্পাদক,
সাহসিক প্রজাবন্ধু পারগ লেখক।

দেখ গো 'বেঙ্গলি' পত্রী, ভাষা সুললিত,
বিরাজে গিরিশ-করে বিদ্যা-বিমণ্ডিত।

'শিক্ষা সমাচার' পত্র শিক্ষা করে দান,
সজোর মধুর ভাষা, যায় নানা স্থান।

ইণ্ডিয়ান মিরারের পবিত্র শরীর,
ব্রাহ্মধর্ম্ম-কথা কয় বচন গম্ভীর।

ন্যাশন্যাল পেপারের ভাষা মনোহর,
সাধিতে স্বদেশ হিত লয়েছে আসর।

ওই দেখ 'প্রভাকর' পত্র-যন্ত্রালয়,
এক বিনা একেবারে অন্ধকারময়,

মরেছে ঈশ্বর গুপ্ত রবি সম্পাদক,
লেখনীতে বিকাসিত কবিতা-চম্পক,
অনায়াসে বিরচিত সুধার পয়ার,
কবির দলের গীত বসন্তবাহার,
সমাদর করিত কোরক কবিগণে,
সকলের প্রিয়পাত্র, জানে সর্ব্বজনে,
রসিকের শিরোমণি কৌতুক-রতন,
ভেঙ্গেছিল ভাল মান সুধা বরিষণ।

অক্ষয়কুমার বিজ্ঞবর মহামতি,
পরিষ্কার মিষ্ট ভাষা করেছে সংহতি।
বাহ্যবস্তু ধর্ম্মনীতি চারুপাঠ-চয়,
এডিসন বঙ্গে বুঝি হয়েছে উদয়।
কবিবর রঙ্গলাল রসিক-রতন,
নানা ছন্দে কবিতারে করেছে বরণ,
চলিলে লেখনীলতা ইচ্ছা-সমীরণে,
নিমেষে ধরণী ভরে পয়ার-সুমনে,
দিয়াছে তনয়াদ্বয় সাহিত্য-সংসারে,
'কর্ম্মদেবী' 'পদ্মিনী' শোভিতা রত্নহারে।

ওই দেখ রাজবাড়ী রম্য অট্টালিকা,
সম্মানের সরোজিনী সম্পদ-নায়িকা,
জ্বলিতেছে ঝাড়বৃন্দে বাতি-পরিকর,
ঝুলিতেছে চন্দ্রাতপ শোভা মনোহর,

চৌদিকে দেয়ালগিরি সারি সারি থামে,
বিরাজে দালানে দুর্গা যেন গিরিধামে ;

পেতেছে গালিচা বড় ঢাকিয়ে প্রাঙ্গণ,
বিহারে চেয়ারশ্রেণী সংখ্যা অগণন,
বসিয়াছে বাবুগণ করি রম্য বেশ,
মাতায় জরির টুপি, বাঁকাইয়ে কেশ,
বসেছে সাহেব ধরি চুরট বদনে,
মেয়াম ঢাকিছে ওষ্ঠ মোহন ব্যজনে,
নাচিছে নর্ত্তকী দুটী কাঁপাইয়ে কর,
মধুর সারঙ্গ বাজে কল মনোহর,
সু-লয়ে মন্দিরে বাজে ধরা দুই করে,
সু-তানে তবলা বাজে রক্ষিত কোমরে,
পাখা হাতে বেহারা অবাক শোভা হেরে,
তুষিতে সাহেবে শীধু মাঝে মাঝে ফেরে ;

সম্মান-সবিতা রাধাকান্ত মহারাজ,
আসীন লইয়ে বিজ্ঞ পণ্ডিত-সমাজ,
ঋষিরূপ বৃদ্ধ ভূপ শ্রদ্ধার ভাজন,
জ্ঞানজ্যোতি বিস্ফারিত উজ্জ্বল নয়ন,
রাজা হয়ে করিয়াছে আদর বিদ্যার,
কল্পদ্রুম-সম 'শব্দকল্পদ্রুম' তাঁর,
নিরমল শুভ্র যশঃ করীন্দ্র-বরণ
স্থলপথে জরমানি করেছে গমন।

ওই দেখ পাকপাড়া রাজাদের ধাম,
চলিছে দয়ার কর নাহিক বিরাম,
বিরাজে প্রতাপচন্দ্র রাজা মহাশয়,
দেশ-অনুরাগে ভরা সুশীলতাময় ;
মরেছে ঈশ্বরচন্দ্র সুভব্য সোদর,
করেছিল নাটকের বিপুল আদর,
নিরানন্দে বেলগেছে-বিলাসকানন,
কাঁদিতেছে 'রত্নাবলী', যত বন্ধুগণ।

দানশীল কালী সিংহ বিজ্ঞ মহোদয়,
সত্য 'সারস্বতাশ্রম' যাহার আলয়,
পণ্ডিতে পালন করে, আপনি পণ্ডিত,
'ভারতের' অনুবাদ পণ্ডিত সহিত,
বিপুল বিভব, যেন অবনী-ধনেশ,
দেশের কল্যাণে প্রায় করিয়াছে শেষ,
রহস্য কৌতুক হাসি রসিকতা ভরা,
'হুতোমপেঁচা'র ধাড়ী পড়েছেন ধরা।

মান্যবর রমানাথ ঠাকুর-রতন,
ভকতিভাজন বিজ্ঞ সভা-আভরণ,
মানীর সম্মান করে দীনের পালন,
ভদ্র-মহোদয়-ঘরে ভদ্র আচরণ।
বিমল যশের কেতু যতীন্দ্রমোহন,
নতভাব সদালাপ সুখ-দরশন,

ব্রহ্মধ্যানে গদগদ সনীর নয়ন,
ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তারিতে বিক্রীত জীবন।
সত্যেন্দ্র তাহার পুত্র আদি সিভিলান,
ধীরমতি ব্রাহ্মবর বঙ্গের সম্মান।

পূর্ণানন্দ হাস্যমুখ রাজনারায়ণ,
সুললিত ভাষা যার সুধা-বরিষণ,
ব্রাহ্মধর্ম্ম-মর্ম্ম-কথা বিকসিত তায়,
প্রথমে কেশব যাতে তত্ত্বজ্ঞান পায়।
ওই দেখ ব্রহ্মানন্দে বিমত্ত অঘোর,
তীব্রমূর্ত্তি ব্রাহ্মবীর কেশব কিশোর,
বহিছে প্রচণ্ড-বেগে ভরে জিহ্বাদেশ,
ব্রহ্ম-মহিমার বাণী ধর্ম্ম-উপদেশ।

দেখ আদি বারিষ্টর জ্ঞানেন্দ্রমোহন,
বিমল খৃষ্টানদল-কৌস্তুভ-রতন।
ওই দেখ আবদুল লতিফ ললিত,
বিচক্ষণ মুসল্‌মান সভ্যতা-শোভিত,
বাড়াইতে বিদ্যা-ভক্তি স্বজাতির দলে
স্থাপন করেছে সভা যতনে কৌশলে,
হতেছে তাহাতে দেখ অজ্ঞান-নিপাত,
যতন-তরুতে ফল ফলে অচিরাৎ।

দেখা হল কলিকাতা, চল ভবায়না,
সাগরের হবে রোষ, করিবে লাঞ্ছনা,—

থাক থাক ক্ষণকাল, জাহ্নবি সুন্দরি,
স্থলেতে জলজ-শোভা যাও দৃষ্টি করি,
বিনোদ-বাসনা লালবিহারী ধীমান্,
সরল-স্বভাব ধীর গভীর-বিজ্ঞান,
অবাধে লেখনী চলে, ভাষা মনোহর,
মধুর বচনে তুষ্ট মানবনিকর,
খৃষ্টধর্ম্ম-অবলম্বী ধর্ম্ম-সুধাপান,
অভিলাষী দিবানিশি দেশের কল্যাণ।”

অবশেষে বাণ বীর করিলেন চুপ,
পরিহার করে গঙ্গা মন্দাকিনী-রূপ।
ছাড়াইয়ে গড় গঙ্গা হরিষ-অন্তর,
মধুস্বরে বলিল বচন মনোহর,
“শুন হে সাগর-দূত বাণ মহাশয়,
খেজরির পথে যেতে বড় ভয় হয়,
ছাড়াইলে উলুবেড়ে ধরিবে ভীষণ
রেড়ো নদ দামোদর রুধির-বরণ,
রূপনারায়ণ নদ ভয়ঙ্কর-কায়
গেঁয়োখালি মোহানায় ধরিবে আমায়,
হীরাঘাট মরুভূমি নাহি কোন সুখ,
তার পরে ভয়ঙ্কর হল্‌দির মুখ,
যথায় কাঁশাই নদী সুবক্রগামিনী,
সুন্দর-মেদিনীপুর-নগর-শোভিনী,

খাইতেছে হাবুডুবু নাহিক সহায়,
এমন ভীষণ পথে ভদ্র লোকে যায় ?
অতএব শুন বাণ পুরুষ-রতন,
এই পথে কর তুমি সত্বরে গমন,
লয়ে যাও বড় স্রোতঃ তরঙ্গনিচয়,
দেখো যেন চড়া এসে নাহি করে ক্ষয়।
ভীতা সঙ্কুচিতা সদা অবলা মহিলা,
কোমলা সুধীরা স্থিরা অতিলাজশীলা,
বাম দিকে যাব আমি করিয়াছি স্থির,
বনফুলে দামদলে ঢাকিব শরীর।"

শুনিয়ে গঙ্গার বাণী বাণ নতশির
চলে লয়ে ভাগীরথী-স্রোতঃ সুগভীর,
ছাড়াইয়ে খেজরি নগরী অতঃপর,
প্রবেশিল মহাবেগে সাগর-ভিতর।
ছেড়ে দিয়ে বড় স্রোতঃ গঙ্গা চলে বামে,
উতরিল কালীঘাটে আদি-গঙ্গা নামে,
যথায় বিরাজে কালী ভীষণরসনা,
ভ্রম-ঘোরে তাঁরে নরে করে উপাসনা,
কুলবধূ, রাজরাণী, যাহাদের অঙ্গ
দেখে নি কখন কেহ ভেক কি ভুজঙ্গ,
বেড়ায় এখানে ঘুরে ধরিয়ে অঞ্চল,
যথায় যাত্রীর দল তথা অমঙ্গল;

ছাগ-মেষ-মহিষ-রুধির করি পান,
বনের ভিতরে গঙ্গা করিল প্রয়াণ।
নিবিড় সুন্দরবন ব্যাঘ্র-ভয়ঙ্কর!
শুকাইল জাহ্নবীর ভয়ে কলেবর,
একাকিনী নারায়ণী কাঁদিতে লাগিল,
কালু রায় দক্ষিণ রায়ের পূজা দিল।
রাজপুর কোদালিয়া মালঞ্চ নগরে
গঙ্গার নয়ন-নীরে গঙ্গা ঘরে ঘরে,
ঘোষের বসের গঙ্গা, গঙ্গা ধান-বনে,
পরশনে দরশনে মোক্ষ গণে মনে।

মলিন-হৃদয়ে গঙ্গা চলিতে লাগিল,
গঙ্গাসাগরেতে পরে আসি উতরিল,
পরি তথা শাঁখা শাড়ী সিন্দূর চন্দন,
হাস্যমুখে সাগরে করিল আলিঙ্গন।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।